ক্ষয়

(ম্যাক্সিম্ গোর্কির Artamonovs উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ)

প্রথম খণ্ড

অনুবাদক

শীতাংশু মৈত্র
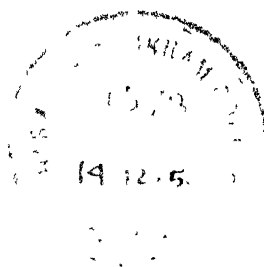
ভারতী লাইব্রেরী

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৪৫, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
শ্রীপ্রতুল কুমার দত্ত
১৪৫, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

দি ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোং লিঃ, ৯৮।৪, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী
রোড হইতে শ্রীঅশ্বিনী কুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—২॥০

ক্রীতদাসদের ১৮৬১ সালে মুক্তির পর প্রায় দু বছর কেটে গিয়েছে। আজ ইস্‌টারের রবিবার। প্রভাতী প্রার্থনার সময় সেণ্ট্ নিকোলা গির্জার অধীনস্থ লোকেরা লক্ষ্য করল যে, একজন নবাগত ভীড়ের মধ্যে রূঢ়ভাবে একে ওকে ধাক্কা দিতে দিতে মহাত্মাদের মূর্তিগুলির নীচে বড় বড় মোমবাতি জেলে দিচ্ছে। ড্রায়োমোবের লোকেদের কাছে এই মূর্তিগুলি ভারি শ্রদ্ধার জিনিষ। লোকটার বলিষ্ঠ গঠন; মস্ত নাক; কোঁকড়া চাপ দাড়িতে লেগেছে শাদার ঘন ছোঁয়া; মাথায় বেদের মত প্রচুর কুঞ্চিত কালো চুলের থোপনা। মোটা উঁচু ভুরুর তলায় তার নীল-ধূসর চোখে নির্ভয় দৃষ্টি। ঝুলিয়ে দিলে তার হাতের প্রকাণ্ড তালু হাটুর নীচে পৌছায়।

সহরের সম্ভ্রান্ত লোকেদের সঙ্গে একই সারে তাকে ক্রুশের বেদীর কাছে এগোতে দেখে এদের গা জোলে গেল। প্রার্থনা শেষ হোলে ড্রায়োমোবের সব চেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গির্জার প্রবেশ-পথে এসে জমা হোল এই আগন্তুকের সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত বিনিময় করতে। কেউ বললে ও একজন গরু-ভেড়ার দালাল; কেউ বা বললে কোনো জায়গার পঞ্চায়েতের মোড়ল। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান যেভসী বাইমাকোব

নির্বিরোধ মানুষ; স্বাস্থ্য খারাপ হোলেও মনটা তার ভালো। সে একটু গলা ঝেড়ে শান্ত স্বরে বললে,

'লোকটা বোধ হয় কোনো বড় লোকের চাকর—মাইনে-করা শিকারী-টিকারী কিংবা অন্য কোনো রকমের আমোদ-প্রমোদের জোগানদার।'

পমিয়ালোব কাপড়ের ব্যাপারী। তার সারা মুখে বসন্তের দাগ। লোকটা যেমন কুচ্ছিত তেমনি অসচ্চরিত্র। তাকে লোকে ডাকত 'বিধবা চামচিকে' বলে। ঈর্ষার কথাবার্ত্তা তার লাগে ভালো। সে হিংসায় চেঁচিয়ে উঠল,

'দেখলে না কেমন বড় বড় থাবা? হেঁটে যাচ্ছেন যেন রাজা-বাদ্‌শা!'

পকেটে হাত পুরে, দুই কনুই দুই পাঁজরে চেপে সেই লোকটা রাস্তা দিয়ে এমন ভাবে হেঁটে চলেছে যেন সমস্ত জায়গাটাই তার জমিদারী। মস্ত কাঁধ, মস্ত নাক, গায়ে শক্ত কাপড়ের ঘন-নীল ওভার-কোট, পায়ে রুষীয় চামড়ার ভাল একজোড়া জুতো। গির্জায় প্রসাদের রুটি তৈরী করে এর্দানস্কায়া। ঘণ্টা বেজে উঠতেই, আগন্তুকের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্য আবিষ্কারের ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়ে সকলে পা বাড়াল বাড়ীর দিকে। আজ বাড়ীতে ছুটির খাওয়া। পমিয়ালোবের ফল বাগানে সেদিন সান্ধ্য চায়ের আসরে সকলের মিলিত হবার কথা ঠিক হয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ড্রায়োমোবের লোকেরা দেখল, নদীর ওপারে রাট্‌স্কি রাজাদের জমিদারীর যে সুঁচোল জায়গাটাকে তারা 'গরুর জিভ' বলে, সেইখানে আগন্তুক দাঁড়িয়ে। বেলে মাটির ওপর উইলো ঝোপ; তারি মধ্যে দিয়ে সে দীর্ঘ, সম পদক্ষেপে পথ কোরে যেতে যেতে হাতের তলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সহরের দিকে, ওকা নদীর দিকে, আর তারই শ্লথ-গতি, পঙ্কিল শাখা বাটারাকশার দিকে। ড্রায়োমোবের

লোকেরা বড় সাবধানী। কেউ-ই আর চেঁচিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কোরে উঠতে পারছে না সে কে বা কি করতে এসেছে। চৌকিদার, মাতাল মাস্কা স্টুপা এ সহরের ভাঁড়। তাকেই শেষ পর্যন্ত এরা পাঠালে আগন্তুকের কাছে। নির্লজ্জ স্টুপা মেয়েদের গ্রাহ্যের মধ্যেই না এনে তার আপিশী পায়জামা সকলের সামনেই খুলে ফেলে চলল পঙ্কিল ঝাটারাকশা পার হতে; মাথায় অবশ্য তোবড়ানো টুপীটা রয়েই গেল। মস্ত, মদে-ফাঁপা পেট ফুলিয়ে হাঁসের মত সে হেলে দুলে পার হোয়ে গেল আগন্তুকের কাছে। দেখে হাসি সামলানো শক্ত। গিয়ে, স্রেফ্ ভড়ং করবার জন্তে, ইচ্ছে কোরেই চীৎকার কোরে তাকে জিজ্ঞাসা করল সে কে।

নবাগত কি বললে শোনা গেল না; স্টুপা কিন্তু তখনি ফিরে এল এপারে এদের কাছে, বলল, 'লোকটা আমাকে শুধোলে আমি এত কুচ্ছিত কেন। কি বিশ্রী, বড় বড় চোখ দুটো! যেন ডাকাত!'

বুড়ী এর্দান্স্কায়া হাত গুণতে পারে; জ্ঞানী বলে তার খ্যাতি আছে। ঝুলে-পড়া থুতনি দুলিয়ে চলে সে আর গির্জার প্রসাদের রুটি তৈরী করে। সেই দিন সন্ধ্যায় পামিয়ালোবের বাগানে সহরের ভদ্রলোকদের কাছে বুড়ী তার তদন্তের ফলাফল পেশ করল।

প্রীতিপ্রদ চোখে প্যাট প্যাট কোরে তাকিয়ে সে বলে গেল,

'ওর নাম ইলিয়া আর উপাধি আর্টামোনোব। বলে যে, ব্যবসার জন্তে এখানে বাস করতে চায় কিন্তু ব্যবসাটা যে কি তা ঠাহর করতে পারলাম না। ঐ বোর্গোরোড যাবার রাস্তা ধরে ও এসেছিল আবার ঐ রাস্তা দিয়েই বেলা তিনটের একটু পরে ফিরে গিয়েছে।'

বিশেষ কিছুই জানা গেল না লোকটার সম্বন্ধে। এ যেন গভীর রাতে জানলায় কে টোকা মেরে বিপদের নির্ব্বাক ইঙ্গিত জানিয়ে নিঃশব্দে সোরে পড়ল। বড়ই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে ব্যাপারটা।

তারপর তিন সপ্তাহ কেটে গিয়েছে; এই ঘটনার স্মৃতির লেশটুকুও যখন লোকের মন থেকে মুছে যাব যাব করছে তখন হঠাৎ একদিন আর্টামোনোব তার তিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির বাইমাকোবের সামনে। তার কথাগুলো যেন বাইমাকোবকে কুড়ুলের ঘা মারলে।

'এই আমরা ক'জনা নতুন লোক এলাম আপনার অধীনে বাস করবার জন্যে যেভসী মিটি্রথ। কাছাকাছি কোথাও থাকব আমরা। আপনাকে কিন্তু একটু সাহায্য করতে হবে।'

তার জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত এবং যুক্তিসহ। রাতিয়া নদীর ওপর রাট্স্কি রাজাদের জমিদারী কুর্স্ক-এ কুমাব গর্গি-র দেওয়ানের কাজ করত সে। দাস-মুক্তির সময় মোটা রকমের কিছু নিয়ে সে কাজে ইস্তফা দিয়েছে। এখন ইচ্ছে নিজে একটা কাপড়ের কল খোলে। সে মৃতদার। তিনটি ছেলের মধ্যে বড়টির নাম পিয়োতর্ আর যার পিঠে কুঁজ তার নাম নিকিটা। আর একজন তার ভাগনে ওলিওস্কা—একে সে দত্তক নিয়েছে।

বাইমাকোব বিস্মিত মুখে বললে, 'এখানকার চাষীরা শণ ত বিশেষ বোনে না।'

'জোর কোরে বোনাতে হবে।'

মোটা কর্কশ গলা আর্টামোনোবের; যখন কথা বলে মনে হয় যেন ঢাক পিটোচ্ছে। বাইমাকোব সারাজীবন চলেছে অতি সাবধানে, কথা বলেছে ধীরে; সর্ব্বদাই সে যেন ঘুমন্ত কোনো অজগরকে জাগিয়ে দেবার ভয়ে ভীত। তার করুণ, ধূসর, দয়ালু চোখে বাইমাকোব পিট্‌ পিট্‌ কোরে তাকালে আর্টামোনোবের ছেলেগুলির দিকে। তারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুয়োরের কাছে। চেহারার কারও সঙ্গে কারও এতটুকু মিল নেই। সকলের বড়টির প্রশস্ত বুক, জোড়া ভুরু, ছোট ছোট ভালুকের মত চোখ—সে তার বাপের মত। তার

আমারই মত ঘন-নীল বড় বড় চোখ নিকিটার—মনে হয় মেয়ে মানুষের চোখ। এ্যালেক্সির কোঁকড়া চুল, টুকটুকে গাল, ফর্সা রং—হাসিখুসি খাসা ছেলেটি।

'একজনকে ত সেনাদলে পাঠাতে হবে ?' জিজ্ঞাসা করল বাইমাকোব।

'না, ওদের ছাড় কোরে নিয়েছি ; আমার কাজে লাগবে ওরা, বোলেই হাত নেড়ে তাদের সোরে যেতে বললে আর্টামোনোব। বড়-র পেছনে ছোট, নিঃশব্দে তারা লাইনবন্দী বেরিয়ে যেতেই সে তার ভারী হাতখানা বাইমাকোবের হাঁটুর ওপর রেখে বললে,

'যেভসী মিট্রিখ, আপনার কাছে আমি ঘটক হয়েও এসেছি। আমার বড় ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিন।'

ভয় পেয়ে গেল বাইমাকোব। সে আসনের ওপর লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে বলতে লাগল,

'এঁ্যা, বল কি তুমি! এই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা—না আছে পরিচয়, না আছে কিছু! তুমি বল কি! আর তার ওপর আমার একটি-ই মেয়ে—তাব এখনও বিয়ের বয়েসও হয় নি। তুমি ত তাকে দেখনি পর্যন্ত। সে কেমন দেখতে তাও তুমি জান না।··
কি বলছ তুমি!'

কোঁকড়া দাড়িব মধ্যে মুচকি হাসে আর্টামোনোব ; বলে, 'পুলিশের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করবেন আমার সম্বন্ধে। আমার মনিব রাজাব কাছে সে বহু প্রকারে ঋণী। আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে তিনি তাকে লিখে দিয়েছেন। গির্জাব মহাত্মাদের দিব্যি কোরে বলতে পারি আমাব বিরুদ্ধে আপনি কিছুই শুন্‌তে পাবেন না। শুধু আপনার মেয়েকেই নয় এ সহরের সব কিছুই আমি জানি। সকলেব অলক্ষ্যে চার বার এখানে এসে আমি সব খবর নিয়ে গিয়েছি। আমার বড় ছেলেও এসে আপনার মেয়েকে দেখেছে। ও সব আপনি কিছু ভাববেন না।'

বাইমাকোবের মনে হল তাকে যেন ভালুকে কামড়ে ধরেছে। সে বললে, 'দু দিন সবুর কর না।'

'সবুর করতে পারি কিন্তু বেশী দিন নয়। আমার এই বয়েসে বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করা চলে না,' কঠিন গলায় বললে এক-রোখা আর্টামোনোব।

জান্‌লার মধ্যে দিয়ে উঠোনের দিকে চেঁচিয়ে বললে সে, 'এই, যাবার আগে এঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাও সকলে।'

বিদায় নিয়ে তারা চোলে গেলে বাইমাকোব ভীত চোখে মহাত্মাদের মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে তিনবার ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে ফিস্‌ ফিস্‌ কোরে বলে, 'ভগবান, সর্ব্বনাশ থেকে বাঁচাও আমাদের! রক্ষে করো! কি অদ্ভুত লোক!'

বাগানে তার স্ত্রী আর মেয়ে একটা লেবু গাছের তলায় জ্যাম সেদ্ধ করছিল। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সেইখানে গিয়ে কোনোমতে উপস্থিত হল বাইমাকোব।

তার মোটাসোটা সুশ্রী বউ জিজ্ঞাসা করলে, 'উঠোনে যে ছেলেগুলি দাঁড়িয়েছিল ওরা কারা?'

'জানি না। নাতালিয়া কোথায়?'

'ভাঁড়ার-ঘরে চিনি আনতে গিয়েছে।'

'চিনি আনতে,' বলতে বলতে বাইমাকোব বিষাদে বোসে পড়ল ঘাসের ওপর; 'চিনি। দাসদের মুক্তিতে ভাবনা বাড়বে এ কথা যারা বলে তারা ঠিকই বলে।'

তার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চেয়ে ভয়ে বলে উঠল তার বউ:

'কি হল কি? তোমার আবার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?'

'মনটা বড় দোমে গিয়েছে, মনে হচ্ছে ঐ লোকটা সংসারে আমার স্থান দখল কোরে নিতে এসেছে।'

স্ত্রী সান্ত্বনা দিতে লাগল তাকে :

'কেন ভাবছ? আজকাল গাঁ ছেড়ে সহরে লোকে বড় একটা আসে না।'

'ঠিক ধরেছ তুমি—আসে না বড় একটা। তোমাকে অবশ্য এখন আমি কিছু বলব না। ভেবে দেখি আগে।'

পাঁচ দিনের মধ্যেই বিছানা নিল বাইমাকোব .আর বার দিনের দিন তার ওপর পড়ল মৃত্যুর ছায়া। তার মৃত্যু আর্টামোনোব আর তার ছেলেদের ওপর গভীরতর ছায়াপাত করল। প্রধানের অসুখের মধ্যে দু'বার এসেছিল আর্টামোনোব; দু জনের কথাও হয়েছিল বহুক্ষণ ধোরে। দ্বিতীয়বার বাইমাকোব স্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে আর্টামোনোবকে বলেছিল, ক্লান্ত দুটি হাত বুকের ওপর জোড় কোরে,

'ঐ যে, ওর সঙ্গে কথা বল। আমার আর কি সম্বন্ধ আছে এ জগতের বিষয়-ব্যাপারের সঙ্গে? এখন ছেড়ে দাও আমাকে, বিশ্রাম করতে দাও।'

'তাহলে এস উলিয়ানা আইবানোবনা,' আর্টামোনোব যেন তাকে আদেশ কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—ফিরে তাকিয়ে দেখল না গৃহ-স্বামিনী আসছে কিনা তার পেছন পেছন।

তাকে দ্বিধা করতে দেখে মোড়ল শান্ত স্বরে উপদেশ দিলে 'যাও উলিয়ানা, এই বোধ হয় অদৃষ্টের লেখা।' উলিয়ানা বুদ্ধিমতী; চারিত্রিক দৃঢ়তাও তার যথেষ্ট; না ভেবে চিন্তে কোনো কাজ সে করে না। এ-ক্ষেত্রে তবু ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই স্বামীর কাছে ফিরে এসে, দীর্ঘ সুন্দর চোখের পাতা থেকে জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে সে বললে,

'অদৃষ্টই বটে মিট্রিখ। আশীর্বাদ করো তোমার মেয়েকে।'

সন্ধ্যাবেলায় মেয়েকে সুন্দর কোরে সাজিয়ে নিজের স্বামীর শয্যার পাশে নিয়ে এল উলিয়ানা। নিজের ছেলেকে ঠেলে দিল আর্টামোনোব।

একবার দৃষ্টি বিনিময় পর্যন্ত না কোরে ছেলে আর মেয়ে হাত ধরল পরস্পরের, নত-মস্তকে বসল নত-জানু হয়ে, আর বাইমাকোব হাঁফাতে হাঁফাতে মুক্তা-খচিত বহুদিনের পারিবারিক দেবমূর্তি ধরল তাদের মাথার ওপর :

'করুণাময় ঈশ্বর, আমার এই একমাত্র সন্তানকে কখনও পরিত্যাগ কোরো না।' তারপর কঠিন-স্বরে বললে আর্টামোনোবকে,

'মনে রেখো, আমার মেয়ের জন্যে ঈশ্বরের কাছে তুমি দায়ী রইলে।' হাত দিয়ে মাটী ছুঁয়ে বাইমাকোবকে অভিবাদন করলে আর্টামোনোব, বললে,

'সে আমি জানি।'

ভাবী পুত্রবধূকে একটাও স্নেহের কথা না বোলে, ছেলে-বৌ-এর দিকে প্রায় না তাকিয়েই মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত কোরে বললে আর্টামোনোব,

'যাও।'

বাগ্‌বদ্ধ বর-বধূ চোলে যেতেই রোগীর বিছানায় বোসে আর্টামোনোব দৃঢ়-স্বরে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, সব ঠিক হোয়ে যাবে। ৩৭ বছর আমি খেটেছি আমার রাজার অধীনে। মানুষ ভগবান নয় আমি জানি, সদাশয়তা তাঁর একটুও ছিল না, সন্তুষ্টও সহজে হতেন না। তবু একদিনও শাস্তি পাইনি আমি। আর উলিয়ানা, তোমার তত্ত্বাবধানে কোনো ত্রুটি হবে না। আমার ছেলেদের তুমি হবে মা আর তারাও তোমাকে যথোচিত শ্রদ্ধা করবে।'

বাইমাকোব শুনতে শুনতে তাকাচ্ছিল কোণে ঐ দেবমূর্তির দিকে আর অশ্রুপাত করছিল। উলিয়ানাও কাঁদছিল। বিরক্তি প্রকাশ পেল আর্টামোনোবের কথায়।

'আঃ, সময়ের আগেই তোমাকে চলে যেতে হচ্ছে যেভসী মিটিখ্।

সময়ে নিজের প্রতি যত্ন না নেওয়ার এই ফল। অথচ তোমাকে আমার এত প্রয়োজন ছিল।"

দাড়িতে হাত বুলিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে সশব্দে বলে, 'তোমার কাজ-কারবারের আমি সবই খোঁজ নিয়েছি। শ্রদ্ধা করবার মত লোক তুমি; বুদ্ধি আছে তোমার; আরও বছর পাঁচেক যদি বাঁচতে তা'হলে একসঙ্গে আমরা বহু কাজ করতে পারতাম। তবু তাঁর এই ইচ্ছা, মানুষে কি করবে বল।'

করুণস্বরে কাঁদতে লাগল উলিয়ানা।

'এখন থেকেই কা কা কোরে মড়াকান্না কেঁদে আমাদের ভয় লাগিয়ে দিচ্ছ কেন? এখনও হয়ত একটু ·· ····· '

কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠেই আর্টামোনোব কোমর পর্যন্ত মাথা নামিয়ে এমন কোরে অভিবাদন করল বাইমাকোবকে যেন সে শব ছাড়া কিছু নয়!

'আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছ বোলে তোমাকে ধন্যবাদ। এখন একটু ওকার ধাবে যেতে হবে, নৌকোয় সব জিনিষপত্র এসে গিয়েছে; নমস্কার।'

বাইমাকোবের স্ত্রী মনে আঘাত পেয়েছিল। আর্টামোনোব বেরিয়ে যেতেই সে কেঁদে উঠল:

'চাষা, অসভ্য একটা! ছেলের বউকে একটা ভালো কথাও জোগালোনা মুখে!'

স্বামী তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে,

'ও রকম বিড় বিড় কোরে ভয় লাগিয়ে দিও না আমাকে।' তারপরে একটু ভেবে বললে, 'এই লোকটাকে ছেড়ো না কখনও। এ দিগরে এ রকম লোক পাবে না।'

পাঁচটা গির্জার যাজকেরা এবং সহরের সমস্ত লোক মিলে বাইমাকোবের শেষ-কৃত্য নিষ্পন্ন করলে। মৃতের স্ত্রী আর মেয়েব ঠিক পেছনেই

শবাধার অনুসরণ করছিল আর্টামোনোবেরা। অন্যান্যদের সেটা তেমন ভালো লাগে নি। কুব্জ-পৃষ্ঠ নিকিটা সকলের পেছনে থেকে শুনছিল এদের অসন্তোষের কথাবার্তা।

'কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ উড়ে এসে একেবারে সামনে জুড়ে বসল।' নাটার ফলের মত চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে পমিয়ালোব বললে ফিস্ ফিস্ কোরে,

'যেমন মৃত যেভসী তেমনি উলিয়ানা, দু'জনেই সাবধানী লোক—কখনও ঝোঁকের মাথায় কাজ করত না। মধ্যে কিছু ব্যাপার আছে নিশ্চয়। নির্ঘাৎ ও কোনো রকম লোভ দেখিয়েছে; তা না হলে কি এমনিই বিয়েটা ঘোটে গেল।'

'হ্যাঁ, ব্যাপার তেমন সুবিধের নয়।'

'আমারও তাই মনে হয়; টাকা-ফাকা জাল করার বন্দোবস্ত হয়ত। তবু, বাইমাকোব আমাদের সৎ লোক ছিল, কি বল হে?'

এমন ভাবে কুঁজ বেঁকিয়ে শুনছে তাদের কথা নিকিটা—যেন পিঠে তার এখনি একটা ঘুষি পড়বে। দিনটা ঝোড়ো। পেছন থেকে বইছে বাতাস। অজস্র লোকের পায়ের ধূলো ধোঁয়ার মেঘের মত পেছনে উড়ে লোকেদের খালি মাথার তৈলাক্ত চুলে পাউডারের মত পড়ছে ঝুর ঝুর কোরে।

একজন বললে, 'আমাদের পায়ের ধূলোয় আর্টামোনোব কেমন নেয়ে উঠেছে দেখছ? বেটা হা-ঘরে একেবারে বুড়ো মেরে গিয়েছে· ····।'

সৎকারের দশ দিন পরে, আর্টামোনোবকে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে, মেয়েকে নিয়ে উলিয়ানা বাইমাকোবা এক মঠে গিয়ে আশ্রয় নিল। কাজের ঘূর্ণির মধ্যে আটামোনোবকে আর তার ছেলেদের দিন রাত দেখা যেত—কখনও-বা দ্রুতপদে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে কখনও বা গির্জার সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে তাড়াতাড়ি একবার ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে

নিচ্ছে। বাপ উগ্র প্রকৃতির—সব সময়েই হাঁক-ডাক করছে। আর বড় ছেলে মনমরা, কথাবার্ত্তা তেমন বলে না, খুব সম্ভবতঃ বাপের ভয়ে কিংবা মুখ-চোরা বোলে। ছেলেদের সঙ্গে খিটিমিটি বাধালেও মেয়েদের দিকে আড়চোখে চাইত টুকটুকে ওলিওস্কা। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিকিটা তার সুচোঁল কুঁজ নিয়ে নদী পার হোয়ে 'গরুর জিভ'-এ গিয়ে উপস্থিত হোত। চারিদিকে পাখী-পুকুলির মধ্যে সেখানে ছুতোর আর রাজমিস্ত্রীরা বাসা বেঁধেছে। তারা লম্বা লম্বা সব পাকা বস্তী তৈরী করছে আর পাশেই ওকা নদীর কাছাকাছি তৈরী করছে দু ফুট মোটা কাঠের মস্ত এক দোতলা বাড়ী—দেখতে ঠিক জেলখানার মত। সন্ধ্যাবেলায় ড্রায়োমোবের লোকেরা তরমুজ আর সূর্য-মুখী ফুলের বীচি চিবোতে চিবোতে বাটারাকশার ধারে এসে বোসে করাতের খশ্ খশ্, র‍্যাঁদার ঘষ্ ঘষ্ আর ধারালো কুড়ুলের ঝপাঝপ শব্দ শুনত আর ব্যঙ্গ কোরে বলত 'ঐ ধুম্‌সো বাড়ী কি কাজে যে আসবে।'

আগন্তুকদের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে পামিয়ালোব নানারকম আরামপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী কোরে যেত।

'বসন্ত এলে হয়! ঐ কদুর্য্যি বাড়ীগুলো সব বন্যেয় ডুবে যাবে; আগুন লাগতেই বা কতক্ষণ। চাবিদিকে কাঠের চুকলি ছড়ানো আর ছুতোর গুলোও তামাক খাচ্ছে—একটা ফুলকি পড়লেই হল।'

যাজক বাসিলি যক্ষ্মায় ভুগছে; সে বললে, 'সব তাদের ঘর ভাঙ্গা।'

'এখানে কারখানার কুলী-কাবারি নিয়ে এসে বসালে মাতলামি, চুরি আর ব্যভিচারের কিছু বাকী থাকবে না।'

হোটেলওয়ালা লুকা বার্স্কি গমও ভাঙাই করে। মস্ত, ফুলে-ওঠা তার শরীর চর্বিতে ফেটে পড়ছে। সে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, মোটা খাদ গলায়,

'যত লোক জমবে ততই তাদের খাওয়ানোর সুবিধে। তারা শুধু

খেটে গেলেই হল, ব্যস্।'

নিকিটা আর্টামোনোবকে দেখে ভারী মজা লাগত সহরের লোকেদের। মস্ত চৌকোণা একটা জায়গা থেকে উইলো ঝাড়গুলো গোড়াশুদ্ধ কেটে ফেলে দিনের পর দিন সে বাটারাকশা থেকে পাঁক তুলে ঢালত আর জলা থেকে শ্যাওলা তুলে তুলে এক-চাকার ঠেলা-গাড়ীতে বোয়ে ফেলত গাদা কোরে ঐ বেলে মাটির ওপর। ঠেলে আনবার সময় তার কুঁজ উঠত আকাশের দিকে উঁচিয়ে।

লোকেরা অনুমান করত, 'শব্জীর বাগান করবে বোধ হয়। কি বোকা! বালিতে কখনও সার ধরানো যায়।'

বিকেল বেলায় বাপের পেছন পেছন যখন ছেলেরা এক সারে নদীর সবুজাভ জলে ছায়া ফেলে পার হত পামিয়ালোব তাদের দেখিয়ে বলত:

'দেখ, দেখ, কুঁজ-ওয়ালাটার কেমন অদ্ভুত ছায়া পড়েছে জলে।'

সকলে তাকিয়ে দেখত দু'জনের পেছনে আসছে নিকিটা। তার ভায়েদের তার চেয়ে লম্বা ছায়ার চেয়েও তার নিজের ছায়াটা যেন আরও ভারী হয়ে কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে। একদিন বৃষ্টি হোয়ে যাওয়ায় নদী উঠল ফেঁপে আর নিকিটা শেকড়ে-বাকড়ে পা আটকে একটা গর্তের মধ্যে পোড়ে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মহা খুশীতে হেসে উঠল তীরের যত লোকেরা। দুঃখ প্রকাশ করেছিল শুধু মাতাল ঘড়ি-ওয়ালার তের বছরের মেয়ে ওলগুস্কা ওর্লোবা।

'আহা, হা, ডুবে গেল যে!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। তখনি খেল মাথার পেছনে এক গাঁট্টা, আর শুনতে পেল,

'যা তা নিয়ে চেঁচাবি না বোলে দিচ্ছি।'

সকলের পেছনে আসছিল এ্যালেক্সি। সে ডুব দিয়ে নিকিটাকে তুলে আবার দাঁড় করিয়ে দিলে। দু'জনেই কাদা আর পাঁক মেখে তীরে উঠল। নিকিটা ঐ লোকগুলোর দিকে সোজা এগুতেই তারা

বাধ্য হোয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়ালে; একজন ত্রস্তে বলে উঠল,

'নোংরা জানোয়ার কোথাকার! ছুঁস্ নে।'

পিয়োতর্ বললে, 'ওরা আমাদের দেখতে পারে না।'

তার মুখের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতেই বাপ উত্তর দিলে, 'সবুর করতে হবে।' তারপরে নিকিটাকে দিলে এক ধমক,

'এই গবেট! স্বর্গ পানে তাকিয়ে চলিস আর লোক হাসাস। মজা মারতে দিলে টিঁকবে কদিন এখানে শুনি; ষাঁড়ের গোবর কোথাকার!'

কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হল না আর্টামোনোবদের। তাদের ঘরকন্না করত এক মোটা বুড়ী। নিখুঁত কালো পোষাক পরত সে আর একখানা শাল মাথায় এমনি কোরে জড়াত যে ছুটো কোণ বেরিয়ে থাকত শিঙের মত। বিদেশার মত আড়ষ্ট, অস্পষ্ট তার কথা। তাই যে টুকু বা সে বলত তার থেকে আর্টামোনোবদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু হদিস পাওয়া ছিল অসম্ভব। তার মোট বক্তব্য হল,

'বদমায়েসগুলো সাধু সাজতে চায়। হুঁ······।'

এটুকু অবশ্য জানা গেল যে বাপ আর বড় ছেলে প্রায়ই চতুষ্পার্শস্থ গ্রামের চাষীদের শণ বুনবার জন্যে বুঝিয়ে বেড়াত। এইরকম ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় একদিন তাকে কয়েকজন পলাতক সৈন্য আক্রমণ করে। সের খানেক ওজনের ভারী এক ডাণ্ডা ঝোলানো ছিল তার ব্যাগ-বাঁধা চামড়ার সঙ্গে। তাই দিয়ে একজনের দফা সে নিকেশ কোরে দিলে; দ্বিতীয় জনের মাথা দিলে ফাটিয়ে আর তৃতীয় জন পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। পুলিশের ক্যাপ্টেন তাব কাজের সুখ্যাতি করলেও দীন ইলিন্স্কি পল্লীর তরুণ যাজক তাকে নরহত্যার পাপ-স্খালনের জন্যে চল্লিশ রাত্তির গির্জায় প্রার্থনা করার উপদেশ দিলে।

হেমন্তের সন্ধ্যায় নিকিটা প্রায়ই ঋষিদের জীবনী থেকে কিংবা সাধুদের উপদেশাবলী থেকে পোড়ে শোনাত বাবা আর ভাইদের। বাবা কিন্তু

মাঝে মাঝেই বাধা দিয়ে বোলে উঠত:

'এ সব হল অলৌকিক জ্ঞানের কথা; আমরা ওর ধার দিয়েও যেতে পারব না। আমরা খেটে খাই, করি সাধারণ কাজ। এসব ভাবনা আমাদের মাথায় আসে না। রাজা যুরী এখন গত হয়েছেন। কয়েক হাজার বই পোড়ে তাঁর এমন হল যে শেষ পর্যন্ত তিনি নাস্তিক হয়ে উঠলেন। সকল দেশে তিনি গিয়েছেন, সকল রাজ-দরবারে সম্মান পেয়েছেন, দেশ জুড়ে তাঁর খ্যাতি। কিন্তু তিনিই কাপড়ের কল খুলে আর চালাতে পারলেন না। শুধু কাপড়ের কল কেন, যাতে হাত দিয়েছেন তাতেই ব্যর্থ হয়েছেন। সারাজীবন তাই চাষীদের দেওয়া রুটী খেয়ে কাটিয়ে গেলেন।'

কথা বলবার সময় আর্টামোনোব উচ্চারণ করে খুব স্পষ্ট কোরে আর মন দিয়ে শোনে নিজের কথা; তারপরে আবার বক্তৃতা শুরু করে:

'এখন আর তোমরা ক্রীতদাস নও, স্বাধীন, নিজেরাই নিজেদের রক্ষাকর্ত্তা; তাই জীবন হবে তোমাদের পক্ষে দুরূহ। তোমরা দেখেছ, আমার জীবন আমি ইচ্ছামত যাপন করতে পারি নি, শুধু হুকুম তামিল করেছি। অন্যায় মনে হলেও প্রতিকার করবার ক্ষমতা আমার হাতে ছিল না। আর আমার গরজই বা কি ছিল বল। কাজ আমার মনিবের। আমি শুধু যে নিজের মতে কাজই করতে ভয় পেতাম তাই নয় আমি নিজে ভাবতে পর্যন্ত সাহস পেতাম না—কেবলই শঙ্কা হত কখন নিজের ধারণার সঙ্গে মনিবের আদেশ ঘুলিয়ে ফেলব। আমার কথাগুলো শুনছ পিয়োতর্?

'হ্যাঁ।'

'হাঁ, শোনো। বুঝতে পারছ ত? শুধু জীবন ধারণ করা এক কথা আর বাঁচবার মত বাঁচা আর এক কথা। অবশ্য দাস-জীবনের দায়িত্বও তেমনি কম। তোমার নিজের ইচ্ছা বোলে কিছু থাকে না;

অন্যের তাঁবে থাকতে হয়। দায়িত্বহীন জীবন সহজ সন্দেহ নেই—তবু তার অর্থও কিছু নেই।'

কখনও কখনও ঝাড়া এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা ছেলেদের সামনে বক্তৃতা কোরে যায় আর্টামোনোব আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে তারা শুনছে কি না। উনোনের ধারে বোসে পা দোলাতে দোলাতে সে নিজের দাড়ির ছোট ছোট জটগুলো খোলে আব একটার পর একটা কথাব জাল বুনে যায়। মস্ত পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর উষ্ণ অন্ধকারে ভর্তি; রেশমের মত মসৃণ কাঁচের সার্সি দেওয়া জানলার বাইরে হিমঝঞ্ঝার সা সা শব্দ কমত বাড়ত। অথবা ঠাণ্ডায় কালিয়ে-দেওয়া বাতাসে বাহিত হযে তুষারের কণা এসে পড়ত জানলার ওপর চটাপট। চর্বির বাতির সামনে টেবিলে বোসে পিয়োতর্ গণনাযন্ত্রে হিসেব কোরে যেত, পাশে বোসে সাহায্য করত এ্যালেক্সি। আর নিকিটা নিপুণ হাতে লতার বিনুনা পাকিয়ে ঝুড় বুনে যেত।

'সম্রাট আমাদেব স্বাধীনতা দিলেও কি কি কারণে দিয়েছেন তা আমাদের বোঝা দরকার। যথেষ্ট কারণ না থাকলে একটা ভেড়াকে আমরা মাঠ থেকে ছেড়ে দিই না, আর এ কি না একটা গোটা জাতকে—হাজার হাজার লোককে মুক্তি দেওয়া। অর্থাৎ সম্রাট বুঝেছিলেন যে আমাদের মনিবদের কাছ থেকে কিছুই আর বার করা যাবে না; তাদের যত্র আয় তত্র ব্যয়। দাস-মুক্তির আগেই রাজা গগি এই কথা অনুমান কোবেই বলেছিলেন, 'দাস খাটিয়ে লাভ কিছু নেই!' আর এখন দেখ, নিজের ইচ্ছামত শ্রমের ওপব লোকের কত বিশ্বাস! এখন আর সৈন্যদেরও ২৫ বছর একটানা খাটতে হয় না। তারাও যুদ্ধ ছেড়ে অন্য কাজ করতে পারে। কে কতখানি কাজ করতে পারে তাই যেন এখন দেখাবার পালা। রাজা, জমিদারদের দিন চলে গিয়েছে। আজ আমবা নিজেরাই রাজা। শুনছ তোমরা?'

মাস তিনেক মঠে কাটিয়ে উলিয়ানা বাইমাকোবা বাড়ী ফিরে এল। পরের দিন আর্টামোনোব জিজ্ঞাসা করলে, 'তাহলে তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা যাক্?'

উত্তেজিত উলিয়ানার চোখ রাগে জ্বোলে উঠল; সে চীৎকার কোরে উঠল,

'কি বলছ তুমি! ওর বাবা মারা গিয়েছে এখনও ছ' মাস হয় নি আর এরি মধ্যে তুমি কি না···। তোমার কি ধর্মাধর্ম জ্ঞানও নেই?'

'এতে অধর্ম কি আছে তা আমি বুঝতে পারছি না। ভদ্দর লোকেরা এর চেয়ে অনেক খারাপ কাজ কোরে থাকে এবং ভগবানও তা সহ্য কোরে নেন। নাতালিয়াকে আমার চাই আর পিয়োতরেরও একজন গৃহিণী দরকার।'

তারপর আর্টামোনোব জিজ্ঞাসা করল কত যৌতুক উলিয়ানা মেয়েকে দেবে।

'হাজার টাকার বেশী যৌতুক মেয়েকে আমি দেব না।'

'তা ত দেবেই, আরও দেবে,' বললে বলদর্পী চাষীটা স্থির নিশ্চয়তায়, উলিয়ানার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরে। একখানা টেবিলের দুই দিকে দুই জনে বোসে ছিল—আর্টামোনোব টেবিলে কনুই দুটো রেখে চাপ দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে, আর উলিয়ানা ভ্রূ কুঞ্চিত কোরে সতর্ক ঋজু দেহে। বয়েস তিরশের বেশী হলেও অনেক ছোট দেখায় তাকে। তার ধূসর চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। স্থূল, লালিম মুখমণ্ডলে সে চোখ কঠিন দৃষ্টিপাত করছে আর্টামোনোবের ওপর। আর্টামোনোব উঠে দাঁড়িয়ে আড়িমুড়ি ভেঙ্গে বললে,

'তুমি সুন্দরী, উলিয়ানা আইবানোবনা।'

ক্রুদ্ধ অবজ্ঞায় জিজ্ঞাসা করলে উলিয়ানা, 'তোমার আর ছুকি

বলবার আছে কি?'

'না, আর কিছু বলবার নেই।'

অনিচ্ছা-সত্ত্বেও পা দুটোকে কোনো রকমে টানতে টানতে বিমর্ষ হয়ে চোলে গেল আর্টামোনোব—উলিয়ানা রইল তাকিয়ে। সামনের আয়নাখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফিস ফিস্ কোরে সে বোলে ওঠে মনের খেদে,

'কি বিশ্রী দাড়ি! শয়তান। কি দরকার ছিল ওর আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাবার?'

এই লোকটার হাতেই যে তার বিপদ হবে এ কথা বুঝতে পেরেই উলিয়ানা ওপরে গেল মেয়ের খোঁজে। সেখানে নাতালিয়ার চিহ্নও নেই দেখে জানলা দিয়ে তাকাতেই নজরে পড়ল সে উঠোনের ঝাঁপের কাছে পিয়োতরের পাশে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি নেমে এসে উলিয়ানা দরজার কাছ থেকেই চীৎকার কোরে ডাকল,

'নাতালিয়া, ভেতরে আয়।'

পিয়োতর অভিবাদন করল উলিয়ানাকে।

'কোনো সুশ্রী যুবকের উচিত নয় কোনো যুবতীর সঙ্গে তার মায়ের অনুপস্থিতিতে কথাবার্তা বলা। এ রকম যেন আর ভবিষ্যতে না ঘটে' বোলে দিল উলিয়ানা।

'ও যে আমার বাগ্‌দত্তা,' মনে করিয়ে দিলে পিয়োতর্।

'তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের ঐ প্রথা,' উত্তর দেয় উলিয়ানা অথচ নিজেকেই সে নিজে জিজ্ঞাসা করে কেন তার এত রাগ হল:

'ওদের ত প্রেম করবারই বয়েস। না, না, এ চলবে না। লোকে দেখলে ভাববে আমি বুঝি নিজের মেয়েকেই হিংসে করছি।'

বাড়ীর ভেতরে মেয়ের বিনুনী ধরে এক টান মেরে বললে উলিয়ানা

রূঢ় ভাবে,

'আর কখনও একা একা কথা বলবি না। বিয়ে হবে, এখনও ত হয় নি। মাঝে কত কি ঘটে যেতে পারে। কি হতে পারে না পারে তুই জানিস্?'

কি একটা অস্পষ্ট ভয়ে শান্তি নেই উলিয়ানার মনে। কয়েক দিন পরেই সে ভাগ্য গোণাতে গেল বুড়ী এর্দানস্কায়ার কাছে। ডাইনী এর্দানস্কায়ার থুতনি পড়েছে ঝুলে। এত মোটা যে দেখতে একটী ঘণ্টার মত। সহরের সব স্ত্রীলোকই আসত এর কাছে তাদের স্খলন, শঙ্কা, দুঃখ জানাতে।

বুড়ী বললে, 'তোমার কথাটি বলবার জন্যে আমার তাস ফাঁটাবার দরকার নেই। দিদি, একটা কথা তোমায় স্পষ্ট কোরে বোলে দিচ্ছি: ঐ লোকটাকে ছেড়ো না। কপালের নীচে চোখ দুটো ত আমার শুধু শুধুই নেই—আমি লোক চিনি। আমার এই তাসগুলো যেমন আমি ফাঁটিয়ে ফাঁটিয়ে দেখি তেমনি মানুষও আমি ফাঁটিয়ে দেখি। দেখছ না, লোকটা যাতে হাত দেয় তাতেই সফল হয়। লক্ষ্মী যেন হাসতে হাসতে ওর ঘরে আসছেন। আমাদের এখানকার চাষীগুলো কেবল হিংসেতেই জ্বোলে মোলো। না, না, ভাই, ভয় কোরো না ওকে। ও খেঁকশিয়াল নয়, ভালুক—যা ধরে তা করে।'

'ঠিক বলেছ! ও ভালুকই বটে,' স্বীকার কোরে নিলে উলিয়ানা —দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বোলে গেল নিজের কথা গণৎকারিনীর কাছে।

'ওকে আমার ভয় লাগে। যখন ও প্রথম আমার মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলের সম্বন্ধ করে তখনই আমার ভয় লেগেছিল—মনে হয়েছিল কোথা থেকে কে ঝুপ কোরে এসে পোড়ে আমার সঙ্গে জোর করে সম্বন্ধ পাতিয়ে বসল। এ রকম কখনও ঘটতে দেখেছ? আমার বেশ মনে আছে ও ঐ দাম্ভিক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে যা যা আমাকে

বোলে'ছল আমি তাতেই হাঁ দিয়ে গিয়েছিলাম—ও যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল।'

'তার মা.নই হল নিজের শক্তিতে ওর বিশ্বাস আছে,' বললে গির্জার বিজ্ঞ রুটীওয়ালী।

এততেও উলিয়ানার মনে শান্তি এল না। নানারকম গাছ-গাছড়ার শ্বাসরোধী গন্ধে ভরা অন্ধকার ঘর থেকে তাকে বিদায় দিতে দিতে ডাইনী বুড়ী বলেছিল, 'মনে রেখো, শুধু বোকারাই রূপকথার রাজপুত্তুর হয়……'

বুড়ীর প্রশংসায় যেন সন্দেহ জাগে—মনে হয় ঘুষ ভিন্ন এত বাড়াবাড়ি এমনি করা সম্ভব নয়। মস্ত, কালো, নোনা মাছের মত শুকনো, মাত্রিয়োনা বাস্কাইয়া কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেঃ

'সারা সহর তোমার জন্যে দুঃখু করছে, উলিয়ানা। কোথাকার কারা সব—তোমার কি একটু ভয়-ডরও নেই গা? মা গো! চেহারা গুলোই যেন কেমন ধারা! একটার পিঠে কি কুঁজ শুধু শুধুই হয়েছে ভাবো? নিশ্চয়ই বাপ মা কোনো গর্হিত কাজ করেছিলো, তারি ফলে ছেলের ঐ দশা!'

এদিকে যতই অসুবিধা বাড়ে বিধবা বাইমাকোবা ততই মেয়েকে পিটোয়। মেয়েব ওপর রাগ করবার যে কোনো কারণ নেই এ বুঝেও পিটোয়। ভাড়াটেদের যত এড়িয়ে চলে ততই তারা সামনে এসে পোড়ে বাইমাকোবার অস্বস্তি বাড়ায়।

অলক্ষিতে এসে পড়ে শীত, হঠাৎ সারা সহরকে হিম-ঝঞ্ঝায় আর ভীষণ তুষারপাতে ডুবিয়ে দিয়ে। রাস্তায়, বাড়ীব ছাদে চিনির স্তূপের মত জমে তুষার; পাখীর খাঁচা আর গির্জার চূড়া পরে তুলোর টুপী; নদীর আর জলার ছাতা-পড়া জল বাঁধা পড়ে শ্বেত শৃঙ্খলে। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকেদের আব সহরের লোকেদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় জমে-যাওয়া ওকা-নদীর ওপর; এ্যালেক্সি ছুটির দিন হলেই লড়ে আর

রোজই হেরে গিয়ে রেগে বাড়ী ফেরে।

আর্টামোনোব জিজ্ঞাসা করত, ‘ব্যাপার কি ওলিওস্কা? এখানকার খেলোয়াড়েরা দেখছি আমাদের চেয়ে চালাক।’

একটা তামার পয়সা নয়ত বরফের টুকরো দিয়ে শরীরের আহত স্থানগুলো ডলতে ডলতে এ্যালেক্সি গুম হয়ে বোসে থাকে; তার বাজ পাখীর মত চোখ থেকে থেকে হঠাৎ ওঠে জ্বোলে। একদিন কিন্তু পিয়োতর্ বোলে ফেলল,

‘এ্যালেক্সি খারাপ লড়ে না। ওর নিজের দলের লোকেরাই ওকে মেরে হঠিয়ে দেয়।’

ইলিয়া আর্টামোনোব টেবিলের ওপর হাত মুঠো কোরে জিজ্ঞাসা করলে, ‘কেন?’

‘ওকে দেখতে পারে না।’

‘শুধু ওকেই?’

‘না, আমাদের সকলকেই।’

এত জোরেই আর্টামোনোবের ঘুষি পড়ে টেবিলের ওপর যে বাতিদান থেকে মোমবাতি ছিটকে পোড়ে নিভে যায়। অন্ধকারে শোনা যায় কার ক্রুদ্ধ গর্জন:

‘কেন তুই বেজের মত কেবলই আমাকে ভালোবাসার কথা শোনাস্? ওসব কথা আর আমার কানে যেন না আসে।’

নিকিটা বাতি জ্বেলে শান্ত কণ্ঠে বলে,

‘ওলিওস্কার লড়তে যাওয়া আর উচিত হবে না।’

‘তাতে কি লাভ হবে? লোকে শুধু হাসবে আর বলবে আর্টামোনোব ভয়ে পালিয়ে গেল! থাম তুই, ভীতু, কাপুরুষ! পূজো-আচ্ছা করগে যা!’

সকলকেই বকলে আর্টামোনোব; দিন কয়েক পরে রাতে খেতে

বোসে অভিযোগ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে :

'তোমাদের সব ভালুক শিকারে যাওয়া উচিত। ওর মত মজা আর আছে না কি। রাজা গগির সঙ্গে বিযাজ্ঞানের বনে যেতাম আর ভালুক মারতাম বর্শা দিয়ে। ভারি আমোদ পাওয়া যায়।'

উত্তেজনা তার বেড়েই গেল ছেলেদের কাছে এক সফল শিকারের কাহিনী বলতে বলতে; ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই পিয়োতর আর এ্যালেক্সির সঙ্গে শিকারে গিয়ে সে এক প্রকাণ্ড, বুড়ো, মদ্দা ভালুক মেরে আনলে। তারপর ভায়েরা নিজেরাই গিয়ে এক মাদী ভালুককে তার শীতের নিদ্রা থেকে জাগাতেই সে এ্যালেক্সির লোমের কোট ত ছিঁড়ে দিলেই, উরুও দিলে হাঁচড়ে। তবু তাকে পাড় কোরে তার বাচ্চা দুটোকে এরা নিয়ে এল সহরে। ভল্লুকার মৃতদেহ দিয়ে বনে নেকড়েরা করলে নৈশভোজন।

লোকে উলিযানাকে জিজ্ঞাসা ক'র, 'কি গো, তোমার বন্ধু আর্টা-মো'নারেরা কেমন আছে?'

'কেমন আবার থাকবে, ভালোই আছে।'

পামিয়ালোর মন্তব্য করে, 'শীতে শূয়োরেও পোষ মানে।' নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করবার সাহস না থাকলেও বিবরা বাইমা কোরা লক্ষ্য করছে যে আর্টামোনোরদের ওপর তার নিজের বিতৃষ্ণা নিজের কাছেই কিছুদিন থেকে কেমন বিস্বাদ ঠেকছে আবার এদিকে আর্টামোনোরদের ওপর জনসাধারণের ঘৃণা বাড়তে বাড়তে তারও প্রতি কি এক রকম ঔদাসীন্যে পরিণত হচ্ছে। বাইমাকোরা দেখে এদের স্বভাব ধীর, এরা লোক খারাপ নয়, নিজেদের কাজ-কর্ম নিয়েই থাকে, বদ খেয়াল কিছু আছে বোলে মনে হয় না। নাতালিয়ার সম্পর্কে পিয়োতরের ওপর নজর রেখে তার বুঝতে বাকী রইল না যে ঐ চুপ-কোরে-থাকা গোবদা-গড়ন ছেলেটা নিজের বয়সের অনুপাতে এত

বেশী গম্ভীর ধরণের যে সহুরে তরুণদের মত নাতালিয়াকে অন্ধকার কোণে যে একটু চুরি কোরে আলিঙ্গন করবে কি একটু কাতুকুতু দেবে কি ফিস্‌ফিসিয়ে দুটো অসভ্য কথা বলবে তার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবু নাতালিয়ার প্রতি তার ভাবখানা দেখে ভয় হয় উলিয়ানার। স্বামী স্ত্রীর প্রতি তার দুর্বোধ্য ঔদাসীন্য অথচ সে যেন নাতালিয়াকে আগলে রাখতে চায়, একটু ঈর্ষাপরায়ণও হয়ে ওঠে।

'সদয় স্বামী ও হতে পারবে না,' ভাবে উলিয়ানা।

একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নীচের দালান থেকে মেয়ের গলা পেল:

'আবার তুমি ভালুক-শিকারে যাচ্ছ নাকি?'

'বোধ হয়। কিন্তু তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

'বড় ভয়ের কাজ, তাই। ওলিওশাকে হাঁচড়ে দিয়েছিল না?'

'সে ওর নিজের দোষে। অত ক্ষেপে না উঠলেই হত। তা তোমার কি আমার সম্বন্ধে ভাবনা হচ্ছে না কি?'

'তোমার সম্বন্ধে আমি কিছু বলেছি না কি?'

'কি দুষ্টু!' মুচকি হেসে ভাবলে মা, আবার দীর্ঘশ্বাসও ফেললে, 'ছেলেটা কি হাঁদা!'

তবু ইলিয়া আর্টামোনোব সমানে বলে চলেছে,

'তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিয়ে দাও, নয়ত ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা কোরে নেবে।'

তাড়াতাড়ির যে প্রয়োজন আছে এ কথা বাইমাকোবাও বুঝল: রাতে মেয়েটার ভালো ঘুম হয় না; কামনার উগ্রতাও সে আর চেপে রাখতে পারে না। ইস্‌টারের সময় আবার সে মেয়েকে নিয়ে মঠে চোলে গেল; মাসখানেক পরে ফিরে এসে দেখে তার যে বাগানখানা অবহেলায় পোড়ে ছিল সেখানাকে আবার চমৎকার গোড়ে তোলা হয়েছে, পথের আগাছা পরিষ্কার হয়েছে, পরগাছা ছাড়িয়ে ফেলা হয়েছে গাছ থেকে,

ঝাড় ছেঁটে তলায় সব দেওয়া হয়েছে বাঁধন। সব কিছুই নিপুণ হাতের করা। নদীর পথে যেতে উলিয়ানার চোখে পড়ল কুঁজো নিকিটা বসন্তের বন্যায় ভেঙে-যাওয়া বেড়ার একটা জায়গা সারছে। হাঁটুর নীচে নেমে গিয়েছে তার লম্বা সুতোর সার্ট; কুঁজের হাড় এমনি উঁচিয়ে উঠেছে যে তার মস্ত মাথাটা ত দেখাই যায় না, তার ঋজু, সুশ্রী চুল পর্যন্ত ঢাকা পোড়ে যায়—দেখলে করুণা হয় মনে। মুখের ওপর পাছে এসে পড়ে তাই বার্চের কচি ডাঁটা দিয়ে পেছনে বেঁধে রেখেছে চুলগুলি। সবুজ, সরল পত্র-পুঞ্জের মধ্যে ধূসর নিকিটাকে দেখাচ্ছে নিষ্কাম কর্ম্ম-রত বৃদ্ধ সাধু-পুরুষের মত। কুড়ুল দিয়ে সে কাটছে একটা খোঁটা, কুশল হাতে দোলায়মান কুড়ুল ঝিক্‌মিকিয়ে উঠছে রোদে, আর তীক্ষ্ম মেয়েলি গলায় গাইছে ভক্তিমূলক গান গুন্ গুন্ কোরে। বেড়ার ওধারে নদীর রেশমী জল চিক্‌চিক করছে সবুজ আভায়—সোণালী রোদ খেলা করছে ঢেউ-এর ওপর, মাছের ঝাঁকের মত।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে 'বেঁচে থাকো' বোলেই নিজের কথায় নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল উলিয়ানা। গাঢ় নীল চোখের কোমল দৃষ্টি ফেলে উত্তর দিলে নিকিটা:

'ভালো আছ ত?'

'বাগানটা তুমিই পরিস্কার করেছ না কি?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ হয়েছে ত? বাগান ভালোবাসো বুঝি?'

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে নিকিটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিল যে ন'বছর বয়েসের সময় তাকে রাজার বাগানের মালীর সহকারী কোরে দেওয়া হয় আর এখন তার বয়েস উনিশ।

পিঠে কুঁজ থাকলেও স্বভাবটা মন্দ নয়, ভাবলে মেয়েমানুষটা।

সন্ধ্যাবেলায় মেয়ের সঙ্গে যখন ওপরের ঘরে বোসে উলিয়ানা চা খাচ্ছে তখন এক গোছা ফুল হাতে কোরে দরজার কাছে দেখা দিল

নিকিটা। তার অতি সাধারণ পাণ্ডুর, বিমর্ষ মুখে মৃদু হাসির আলো।

'এই তোড়াটা নেবে কি?'

ঘাস দিয়ে বাঁধা সুন্দর ফুলের গুচ্ছটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে করতে বিস্ময়ে উলিয়ানা জিজ্ঞাসা করল, 'এর মানে?' নিকিটা বললে.

'আমি যখন রাজবাড়ীর কাজে ছিলাম তখন রোজ সকালে রাজকুমারীকে আমার ফুল নিয়ে গিয়ে দিতে হত।'

লজ্জায় একটু লাল হয়ে হেলাভরে মাথাটা তুলে উলিয়ানা জিজ্ঞাসা করল, 'বুঝেছি। আমি বুঝি রাজকন্যের মত দেখতে? সে ছিল কত বড় রূপসী!'

'তোমারও রূপ কিছু কম নয়, সে তুমি জানো।'

আরও লাল হয়ে উঠল বটে উলিয়ানা তবু তার কেমন অবাক লাগল: এ কি তার বাপ তাকে শিখিয়ে দিয়েছে! উত্তরে বোলতে হল,

'আমায় এ হেন সম্মান দেবার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ', কিন্তু নিকিটাকে চা খেতে অনুরোধ সে করতে পারলে না। সে চলে গেলে নিজের চিন্তা কথায় প্রকাশ করলে উলিয়ানা,

'ছেলেটার চোখ দুটো ভারী সুন্দর; বাপের মত নয়; নিশ্চয়ই মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে; দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তার:

'ওদের সঙ্গে বাস করাই দেখছি ভাগ্যে আছে।'

হেমন্তে তার স্বামীর মৃত্যুর পর এক বছর পূর্ণ হবে; সেই সময়েই বিয়ের অনুষ্ঠানে আর্টামোনোবের মত করাতে উলিয়ানা বিশেষ অনুনয়-বিনয় না কোরে বরং স্থির সংকল্পের স্বরেই বললে,

'তাড়াতাড়ি করতে হবে এই ধারণাটা ছেড়ে দিয়ে তুমি যদি কেবল আমাকে আমাদের পুরানো ধরণে সব বন্দোবস্ত করতে দাও, ইলিয়া বাসিলিবিচ্, তাহলে তোমারও সুবিধে আমারও সুবিধে। এখানকার বনিয়াদী সমাজ তোমাকে গ্রহণ ত করবেই আর লোকেও তোমার সঙ্গে

পরিচিত হতে চাইবে।'

'এমনিতেই তারা আমার খুব নাম ছড়িয়েছে,' সদম্ভে ঝাঁকিয়ে উঠল আর্টামোনোব।

তার ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল উলিয়ানা, 'কেউই ত এখানে তোমায় দেখতে পারে না।'

'হ্যাঁ, তবে এবারে শীগ্‌গিরই ভয় করতে আরম্ভ করবে।'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে মৃদু হেসে সে বললে আবার, 'এই পিয়োতবটাও সব সময়ে দেখতে পারা না পারা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে। তোমরা হাসালে দেখছি।'

'তোমাদের জন্যে আমাকে শুদ্ধ লোকে দুষতে আরম্ভ করেছে।'

'আরে, ও নিয়ে মাথা ঘামাও কেন?' বোলে আর্টামোনোব হাত শূন্যে তুলে মুঠোর চাপে হাত লাল কোরে বললে, 'কেমন কোরে লোককে শায়েস্তা করতে হয় সে আমি জানি। বেশীদিন আমায় কেউ বিরক্ত করতে পারে না। লোকে আমাকে দেখতে না পারলেও আমার চোলে যাবে।'

নির্বাক হয়ে গেল নারী; একান্ত ভয়ে কেঁপে উঠে ভাবলে, 'আস্ত জানোয়ার একটা।'

অতএব দিনের দিন তাদের বাড়ী ভোরে উঠল নাতালিযার বান্ধবী-কুলে—সহরের সব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে এরা। সবাই করেছে ভূষি-সজ্জা: পরণে বুটি-তোলা পুরোণো সারাফান (রুশীয় মেয়েদের জাতীয় পোষাক)—তার শাদা, ফুলে ওঠা হাত মসলিনের আর বগলে রেশমের চিকণ কারুকাজ; কব্জিতে লেস আর পায়ে মরক্কো ছাগলের চামড়ার জুতো; তাদের ছেলেমানুষী বিনুনিতে ঝুলছে ফিতের গুচ্ছ। কনে পরেছে রূপোর জরি-দেওয়া সারাফান; তার সোণালী জরি-মোড়া বোতাম গলার কাছ থেকে একেবারে হাঁটু পর্যন্ত নেমে গিয়েছে:

কাঁধে ঝুলছে সোণার জরি-দেওয়া, ফিকে-নীল আর শাদা ফিতে-বসানো এক কোট। এই পোষাকের ভারে কনে অবশ্য একটু হাঁফিয়ে উঠেছে। লেস-দেওয়া একখান রুমালে নিজের ঘর্মাক্ত মুখ মুছতে মুছতে এক কোণে এক মহাত্মার মূর্তির নীচে গলন্ত বরফের মত ঘামতে ঘামতে স্থির হয়ে বোসে পরিস্কার গলায় সে ছড়া বোলে যায়,

নীল ফুলের ক্ষেত
ঘন সবুজ ঘাস
ফাগুণ মাসে জল,
শিউরে ওঠে থল।

তার আবৃত্তির করুণ শেষ কলিটি ধরে নেয় বন্ধুর দল:

একলা যাব জল আনিতে,
সঙ্গে যাবে কে?
পরণে আমার ছেঁড়া তেনা
গায়ে আমার কাঁটার চেনা
মা গো মোরে পরকে দিলি শুধু কাঁদাতে।

এদিকে সকলের অলক্ষ্যে এ্যালেক্সি মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে হেসে ফেটে পড়ছে একেবারে। সে বলছে,

'অদ্ভুত গান ত। বাক্সের মধ্যে মুরগীর ছানার মত পোষাকের মধ্যে কনেকে পুরে তোমরা কি না চেঁচাচ্ছ তার পরণে ছেঁড়া তেনা আর পায়ে কাঁটা ফুটেছে। বলিহারি।'

কনের কাছে বোসে নিকিটা: ঘন নীল রঙের কোট তার কুঁজের ওপর দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে বেঁকে উঠেছে। সে নীল চোখ আপ্রান্ত বিস্তার কোরে এমন স্থির, অবাক হয়ে চেয়ে আছে নাতালিয়ার পানে যেন নাতালিয়া অকস্মাৎ একেবারে গোলে সামনে থেকে যাবে অদৃশ্য হোয়ে। দরজা একেবারে জুড়ে, চোখ বড় বড় কোরে গম্ভীর মোটা

গলায় বলে চলেছে মাত্রিয়োনা বার্স্কায়া 'এ আবার গান! কান্নাই পাচ্ছে না তেমন।'

ঘোড়ার মত লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় আর কেবলই চেষ্টা করে গানগুলো মেয়েদের দিয়ে সেই পুরোনো ধরণে গাওয়াতে। তার মতে বিবাহ-ব্যাপারে সব সময়েই একটা ভয়-ভয় ভাব থাকা দরকার। সে বলে,

'লোকে বলে শোন নি, বিয়ে করা মানে গারদে ঢোকা—ভেঙে পালাতেও পারবেনা লাফিয়ে পালাতেও পারবেনা।'

তার কথায় মেয়েরা কানও দিচ্ছে না। ঘরে ভীড় আর গরম। মাত্রিয়োনাকে ঠেলে ফেলে সকলে ছুটে উঠোনে আর বাগানে বেরিয়ে এল। তাদের মাঝে এ্যালেক্সি ফুলের মাঝে ভ্রমরের মত। সোণালী রঙের সিল্কের সার্ট গায়ে দিয়ে আর মখমলের পায়জামা পরে সে যেন মাতালের মত খুশীতে গণ্ডগোল কোরে বেড়াচ্ছে।

ইতিমধ্যে বার্স্কায়া রাগে ঠোঁঠ উল্টে, চোখ বড় বড় কোরে, স্কার্টের প্রান্ত সামনের দিকে তুলে ধরে এক ঝলক কালো ধোঁয়ার মত যেন উড়ে চোলে গেল ওপরে উলিয়ানার কাছে; ভবিষ্যদ্বাণীর স্বরে বলে উঠল,

'তোমার মেয়ে বড় হাসিখুশী; এ রকমটা ত হওয়া উচিত নয়, হয়ও না কেউ। জান ত হাসিতে শুরু কান্নায় শেষ।'

উলিয়ানা হাঁটু গেড়ে বোসে তখন সিন্দুক তল্লাসে ব্যস্ত; চারিদিকে মেঝেতে, বিছানায় ছড়িয়ে রয়েছে সিল্ক, চেলি, মস্কোর মোটা কাপড়, কাশ্মীরী শাল, ফিতে, ফুল-তোলা তোয়ালে—যেন হাটের একটা দোকান। উজ্জ্বল পরিধেয়-গুলোর ওপর রোদ এসে পড়ায় সূর্যাস্তের আলোয় রঙীন একখান মেঘের মত দেখাচ্ছে।

'বিয়ের আগে কনের বাড়ীতে বরের থাকা উচিত নয়। আটা-

মোনোবদের উচিত ছিল এখান থেকে চোলে যাওয়া।'

বিরক্তি গোপন করবার জন্যে সিন্দুকের ওপর ঝুঁকে পোড়ে উলিয়ানা বিড় বিড় কোরে উঠল, 'এ কথা তোমার আগে বলা উচিত ছিল। এখন ত আর কিছু করা চলে না।'

মোটা গলা বেজেই চলল, 'শুনেছিলাম তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে তাই কিছু বলি নি। ভেবেছিলাম তুমি নিজেই কথাটা মনে করবে। আমার আর কি বল? যা সত্যি তাই বললাম। তোমরা না শোনো ভগবানের কাছে সত্যি কথার দাম আছে।'

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে বার্স্কায়া মাথাটি স্থির কোরে—যেন সেটি একটী বিজ্ঞতায় পূর্ণ পাত্র। উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না কোরেই বেরিয়ে গেল বার্স্কায়া আর উলিয়ানা রঙের আগুনের মধ্যে নতজানু হোয়ে বোসে ভয়ে ব্যাকুলতায় ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল, 'উঃ ভগবান! আমাকে পাগোল কোরে দিও না।'

দরজায় আবার শব্দ হতেই চোখের জল লুকোবার জন্যে উলিয়ানা সিন্দুকের মধ্যে তাড়াতাড়ি মাথা গুঁজলে। নিকিটা।

'তোমার কাউকে দরকার আছে কি না, জিজ্ঞাসা কোরে পাঠালে নাতালিয়া য়েভ্‌সেভ্‌না।'

'না, না, আমার কাউকে.........'

'রান্নাঘরে ছোট্ট ওল্গা ওর্লোভা কড়াব রস সব নিজের গায়ে ঢেলে ফেলেছে।'

'বল কি, এঁ্যা! খাসা মেয়ে! তোমার বউ হলে খাসা হবে।'

'আমায় কে বিয়ে করবে?'

বাগানে একটা লেবু গাছের তলায় টেবিলের চারিদিকে বোসে বিয়ার খাচ্ছে আটামোনোব, গ্যাব্রিলা বাস্কি—কনের ধর্মপিতা পমিয়ালোব, প্যাটপেটে চোখ ঝিতাইকিন—সে চামড়া ট্যান করে, আর বোরোপো-

নোব—সে গাড়ী তৈরী করে। লেবু গাছটায় হেলান দিয়ে পিয়োতর দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত তেল মাখানো হয়েছে তার কালো চুলে যে মাথাটা ইস্পাতের মত চক্ চক্ করছে। সে সসম্মানে শুনে যাচ্ছে বড়দের কথা:

তার বাবা বললে ভাবতে ভাবতে, 'আমাদের থেকে তোমাদের আচার-ব্যবহার অন্যরকম।'

'আমরাই যে রাশ্যার আদিম অধিবাসী,' সদম্ভে বলে পমিয়ালোব।

'আমরাও ত বিদেশী নই.........'

'আমাদের সব প্রথা আরও প্রাচীন ......'

'তোমাদের অনেকেই ত মর্ডভিনিয়ান আর চুভাশ.........'[1]

ধাক্কাধাক্কি হাসাহাসি করতে করতে মেয়েরা বাগানে ছুটে এসে, শাবাফানের দীপ্ত মালায় টেবিল বেষ্টন কোরে গুণ-গান শুরু করলে,

'আর্টামোনোব মস্ত লোক
(তাব) এক পা ভাঙে এক পা চোলে
দু' পা ভাঙে দু' পা চোলে
তিন পা চোলে ভাঙল ঘাড।

বিস্ময়ে ছেলের দিকে ফিরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আর্টামোনোব,

'এ আবার কোন্ দেশী সম্বর্ধনা!' পিয়োতর একটু সতর্ক হাসি হেসে নিজের কান টানতে টানতে মেয়েদের দিকে চাইতেই থাকল আড় চোখে।

হাসির প্রবল আবেগে বাস্কি উপদেশ দিলে, 'এ সব শুনতেই হয়।'

'কনে-চোর তুমি বটে
তোমায় মোরা করব শটে!'

স্পষ্টতই হতবুদ্ধি হয়ে টেবিলে আঙ্গুল ঠুকে উত্তেজনায় বলে উঠল আর্টামোনোব, 'আরও আছে না কি?' মেয়েরা কিন্তু সোৎসাহে

১। দুটিই ফিনো-উগ্রিক জাতি, মধ্য রুষিয়ার অধিবাসী; বহু অখ্রীষ্টিয়ান আচার-ব্যবহার প্রচলন আছে এদের মধ্যে।

গেয়েই চলল :

মই-এর ওপর ফেলব
পাথর ছুঁড়ে মারব ;
ব্যাভারেতে চাষা বোলে
ঢেলা ফেলে মারব
সরলাদের ভোলাও,
হাপুস-চোখে কাঁদাও
তোমার দেশে গেলে
হাড়ে জ্বলেই মরব।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এ সব কথা কেন? আমি অবশ্য তোমাদের চটাতে চাই না; তাই বোলে আমার দেশের নিন্দেও ত আমি করতে পারব না। আমার দেশের আচার-ব্যবহার তোমাদের চেয়ে অনেক কম রূঢ় আর লোকেরাও অনেক বেশী ভদ্র। আমাদের ওদিকের লোকেরাই বলে "স্বাপা, (২) উসোঝা, ওকায় না পোড়ে ভাগ্যিস সীমে পড়েছে!"

দেমাক আর শাসানির মাঝামাঝি গলায় বাস্কি বললে, 'এখনও হয়েছে কি, দাঁড়াও না। দাও দেখি এইবার, মেয়েদের দর্শনী দাও।'

'কত দিতে হবে?'

'যা পার।'

আটামোনোর চার টাকা (দুই রুবল্) দিতেই পমিয়ালোর রেগে বললে, 'অত দিচ্ছ কেন? বড়লোকি দেখাতে বুঝি?'

এইবারে চোটে উঠল হলিয়া, 'কিসে তুমি সন্তুষ্ট হও বলতে পার?' কানে তালা ধরিয়ে দিল বাস্কি হেসে উঠে আর ঝিতাইকিন হাসল তীক্ষ্ণ ছোট্ট কোরে।

বিয়ের প্রাথমিক উৎসব শেষ হল ভোরবেলা। বাইরের সকলেই প্রায়

২। নদীর নাম।

চোলে গিয়েছে আব বাড়ীতেও প্রায় প্রত্যেকেই পড়েছে ঘুমিয়ে, শুধু পিযোতর আর নিকিটার সঙ্গে বাগানে বোসেই নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা বলছে আর্টামোনোব দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতেঃ

'লোকগুলো দেখছি অভদ্র।' আকাশে মেঘের লাল আলোব দিকে তাকিযে বললে, 'চাষাড়ে। তুমি পিয়োতব্ শ্বাশুড়ী যা বলবে তাই শুনবে। বলবে আর কি—দু-একটা মেয়েলী অনুবোধ-উপবোধ। তবু সেগুলো বাখবে। এ্যালেক্সি বুঝি মেয়েদেব পৌছে দিতে গিয়েছে। মেয়েবা ওকে ভালোবাসে কিন্তু ছেলেবা ওকে দেখতে পারে না। বার্স্কিব ছেলে ত ওকে চোখ দিয়ে গিলে খেতে চায় ···লক্ষ্য কবেছি আমি। নিকিটা, তুমি লোকেব সঙ্গে আরও ভালো ব্যবহাব কববে। ইচ্ছে কবলে তুমি পার। আমাব যখন কোথাও কিছু ত্রুটি হবে তুমি গিয়ে তখনি সেটা শুধবে নেবে।'

কাঠেব একটা ডাবাব দিকে এক চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বললে, বিবক্ত গলায়, 'একেবাবে শেষ ফোটাটি পর্যন্ত চেটে মেবে দিয়েছে। মদেব পিপে এক-একটি। কি ভাবছ পিয়োতব?'

কনে বৰকে যে বেশমী ওডনা উপহার দিয়েছে পিযোতব সেইখানা নাড়াচাডা কবছিল, বলল ধীবে,

'গাঁ'য় এখানকার চেয়ে জীবন অনেক শান্ত সবল।'

'ঘুমিয়ে দিন কাটিযে দেওযাব চেয়ে ত সহজ সবল আর কিছুই নেই ···'

'বিয়েটাকে ওরা পেছিয়ে দিচ্ছে।'

'একটু সবুব কবতে হবে।'

সেই মস্ত কঠিন দিনেব প্রভাত শেষ পর্যন্ত এল পিয়োতবেব কাছে। এক কোণে মহাত্মাব মূর্তিব নীচে বোসে বয়েছে সে, বুঝতে পারছে যে কপাল তাব ভ্রূকুটি-কুটিল হোয়ে উঠেছে—বুঝতে পারছে এ রকম

করা শোভন হচ্ছে না—আর যাই হোক্, এতে লোকের চোখে সে একটুও বেশী সুন্দর হোয়ে নিশ্চয়ই উঠছে না। তবু ভুরু দুটো তার যেন কে সেলাই কোরে দিয়েছে। আড়চোখে অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে সে যেই ঘাড় নাড়ছে অমনি মাথার চুল দুলে উঠে একটা দুটি কোরে ফুল খসে পড়ছে টেবিলে এবং সেখান থেকে নাতালিয়ার দীর্ঘ ঘোমটায়। ফুলগুলো ছুঁড়ে মেরেছিল অতিথিরাই। বিমর্ষ নাতালিয়া শ্রান্ত হাতে চোখে আড়াল করছে। ছেলেমানুষের মত ভয়ে একেবারে শাদা হোয়ে কাঁপছে সে। কথা জোগাচ্ছে না মুখে।

দাড়ি-ভরা, হাসিতে দাঁত-বের-করা সব মুখ এইবার নিয়ে বিশবার চেঁচিয়ে উঠল, 'চুমো খাও।' (রুষীয় প্রথা অনুযায়ী অভ্যাগতেরা এই আদেশ করলেই বরের কনেকে চুমো খেতে হবে।)

কেবল মুখ না ঘুরিয়ে শিকারী পশুর মত বোঁ কোরে সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে নাতালিয়ার ঘোমটা তুলে নিজের নাক আর শুষ্ক ঠোঁট চেপে ধরল পিয়োতর তার গালে। নাতালিয়ার গালে শাটিনের স্নিগ্ধতা, তার অঙ্গে ভয়ার্ত শিহরণ। নাতালিয়ার জন্যে করুণা জাগে পিয়োতরের মনে। সেও যে নিজে বড় মুখচোরা তবু পানে অর্ধোন্মত্ত জমাট জনতা চীৎকার কোরে ওঠে,

'ও জানেই না কেমন কোরে চুমো খেতে হয়!'

'ঠোঁটে, ঠোঁটে।

'ধ্যেৎ। দেখিয়ে দোব নাকি?'

'দেখিয়ে দিয়ে একবার মজা দেখ না।' ঘ্যানঘেনিয়ে উঠল এক মত্ত স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর।

'চুমো খাও বলছি।' চেঁচিয়ে ওঠে বাস্কি।

দাঁতে দাঁতে চেপে পিয়োতর কনের ভিজে ঠোঁটে খায় চুমো, ঠোঁট শিউরে ওঠে, সূর্যের সামনে মেঘখণ্ডের মত নাতালিয়ার শাদা

মূর্তি যেন গোলে মিলিয়ে যেতে চায়। কাল থেকে কিছু খাওয়া নেই; দুজনেরই ক্ষিদে পেয়েছে। উত্তেজনায় আর মদের তীব্র গন্ধে পিয়োতরের মনে হচ্ছে সে যেন নেশা কোরেছে; অবশ্য দু গেলাস টল্‌টলে সিমলিয়া মদ সে খেয়েছে; মনে ভয় পাচ্ছে নাতালিয়া কিছু বুঝতে পারে। সামনে সবই যেন দুলছে—কখনও নানান রঙে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে, কখনও লাল লাল বুদ্‌বুদে ছড়িয়ে গিয়ে পর্যবসিত হচ্ছে এর-ওর অস্বস্তিকর মুখে। প্রথমে অনুনয় কোরে তারপরে রেগে গিয়ে বাপের দিকে তাকাচ্ছে পিয়োতর্ কিন্তু ইলিয়া আর্টামোনোব উৎসাহ-ভরে চেঁচিয়েই চলেছে আর চেয়ে রয়েছে উলিয়ানার গোলাপী মুখের দিকে—এমনি ভাব যেন সমস্ত ব্যাপারটাই কিছু নয়। সে বোলে ওঠে,

'এস, মধুর মদে পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করা যাক। তোমার মদও তোমার মতই মিষ্টি.........'

উলিয়ানা তার সুডৌল শাদা হাতখানি বাড়াতেই সোণার ব্রেস্‌লেটে নানান রঙের পাথর রোদে উঠল ঝক্‌মকিয়ে, উন্নত বুকের ওপর দিয়ে খেলে গেল যেন মণির মালা। তাকেও আজ খেতে হয়েছে অনেক মদ। তার ধূসর চোখে পাণ্ডুর হাসি, আধ-খোলা ঠোঁটের কম্পন মন ভোলায়। নিজের গেলাস আর্টামোনোবের গেলাসে ঠেকিয়ে, অভিবাদন কোরে পান করে উলিয়ানা। আর্টামোনোব কিন্তু উস্কোখুস্কো মাথা নেড়ে তারিফ কোরে চেঁচিয়ে ওঠে:

'তোমার ধরণ-ধারণই আলাদা—রাজরাণীরাও হার মানে! বা, বা, বাঃ।'

পিয়োতরের কেমন যেন মনে হয় বাপের ব্যবহারটা ঠিক হচ্ছে না। অতিথিদের মত্ত কলরোলে সে স্পষ্ট শুনতে পায় পমিয়ালোবের বিদ্বেষ-ভরা তীব্র মন্তব্য, বাস্কির মোটা গলার ভৎর্সনা আর ঝিতাইকিনের তীক্ষ্ণ হাসি।

সে মনে মনে ভাবে, 'এ ত বিয়ে নয়, এ যেন বিচারালয়।' কে একজন বোলে ওঠে :

'আরে, আরে, দেখছ, শয়তানটা কি রকম তাকিয়ে রয়েছে উলিয়ানার দিকে!'

'আবার আর একটা বিয়ে লাগছে তাহলে? পুরুতে দেবে না, এই যা........'

মুহূর্তের জন্যে কথাগুলো যেন ভীষণ শব্দে বেজে উঠল পিয়োতরের কানে। পর মুহূর্তেই নাতালিয়ার কনুই না হাঁটু লাগল তার গায়ে— একটা ভীতিপ্রদ অবসাদ যেন ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতি অঙ্গে। যে সব কথা কানে বাজছিল সে সব ভুলে গেল সে। চেষ্টা করল নাতালিয়াব দিকে না তাকাবার। কোনোরকমে মাথাটাকে রাখল অনড় কোরে; তবু চোখকে সামলাতে পারে না। চোখ কেবলই তাকায় তার দিকে।

ফিস্‌ফিস্ কোরে বলল নাতালিয়াকে—'কখন শেষ হবে, এ্যাঁ?' নাতালিয়া প্রত্যুত্তর দিল ফিস্‌ফিসিয়ে, 'কি জানি।'

'বিশ্রী লাগছে আমার।'

'আমারও।'

বধূরও মনে একই কথা জাগছে জেনে খুশী হল পিয়োতর্।

এ্যালেক্সি ততক্ষণ বাগানে মেয়েদের সঙ্গে ভোজ লাগিয়েছে। নিকিটা বোসে আছে এক রোগা ঢ্যাঙা পুরুতের পাশে। তার দাড়ি ভিজে; মুখ-ভরা বসন্তের দাগ; হলদে চোখে তামাটে মণি। খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার আর উঠোনের ভীড় তাকিয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। কেউ-ই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখছে না। নীল গোধূলির আবছায়ায তাই নড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মাথা। কৌতূহলে হাঁ কোরে, তারা ফিস্‌ফিস্, হিস্‌হিস্ করছে, চীৎকার করছে। জানলাগুলোকে মনে হচ্ছে মস্ত মস্ত ছালা—তার মধ্যে থেকে জনতার মাথার পুঞ্জ যেন

এখনি ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে তরমুজের মত। এদিকে, দিন-মজুর টাইখন বায়ালোবের মুখ ভারী আকৃষ্ট করেছে নিকিটাকে। টাইখনের গালের হাড় উঁচু, মাথায় ঘন লাল্‌চে চুল, মুখে লাল লাল দাগ। চোখ দুটো প্রথমে দেখলে মনে হয় নীরঙা, তাতে অদ্ভুত মিটি মিটি দৃষ্টি। সে যখন চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে তখন তার চোখের পাতা নড়ে না, নড়ে শুধু মণি। মুখটি ছোট; পাতলা নিষ্কম্প ঠোঁট সে চেপে রাখেই জোর কোরে। কোঁকড়া গোঁফে ঠোঁট প্রায় ঢেকে গিয়েছে। কান দুটো বিশ্রীভাবে মাথার সঙ্গে জোড়া। জানলায় বুক দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকে ঠেলে ঢুকতে চাইলেই সে চীৎকারও করছে না, দিব্যিও গালছে না—কোনো কথা না বোলে কনুই আর কাঁধের স্বল্প সঞ্চালনে তাদের ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। এত গোল তার কাঁধ যে ঘাড় প্রায় দেখাই যায় না—মনে হয় মাথাটা সোজা বুক থেকে উঠে গিয়েছে। তারও কুঁজ আছে বোলেই মনে হয়। মুখের ভাবে কেমন একটা দয়া, সদয়তা লক্ষ্য করেছে নিকিটা।

গোল-কাঁধ টাইখন চড়্‌বড়্‌ কোরে হঠাৎ বাজিয়ে দিল এক ঘুঙুর-লাগানো ঢোলক; আঙুলের টোকার তালে ঢোলক কখনও গোঁ গোঁ কখনও বা গুন্‌ গুন্‌ করছে। আর একজনা শিস্‌ দিয়ে হাঁটুর ওপর কন্‌সার্টিনা নিয়ে বসল। তাই না দেখে কনের বন্ধু, ছোট্ট গোলগাল কোঁকড়াচুল ছিয়েপাশা বাৰ্স্কি ঘরের মাঝখানে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করে আর মেঝেতে পা ঠুকে বাজনার সুরে গান ধরে:

শোন্‌ তোরা কান পেতে
ওলো কুমারী
আমার থলেতে বাজে
অনেক কড়ি।
ছলা ছেড়ে কলা ছেড়ে

নাচ না আমায় ঘেরে,

তোদের অরি!

শোন্ তোরা কান পেতে

ওলো কুমারী

তার বাবা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বজ্রনির্ঘোষে বললে, 'ষ্টিয়েপকা, হারলে চলবে না! এই ভীতুগুলোকে একবার দেখিয়ে দে দেখি তোর কেরামতি!'

এই কথায়, আলুথালু চুলে, পেছন দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে, লাফিয়ে উঠল আর্টামোনোব। রাগে নাক মুখ লাল কোরে তেড়ে উঠল বাস্কিকে,

'ভীরু কে সে কাজেই বোঝা যাবে। ওলিওশা!'

যেন বার্ণিশ-করা কোট পরেছে এমনি চক্‌চকে দেখাচ্ছে ওলিওস্কাকে। সে স্মিতমুখে ড্রায়োমোবের নাচিয়েকে দেখতে দেখতে হঠাৎ পাংশুবর্ণ হয়ে মেয়েছেলের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুর দিতে দিতে অবিশ্বাস্য বেগে নাচতে আরম্ভ কোরে দিলে।

ড্রায়োমোবের লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'এ হে, গান জানে না!'

বেপরোয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল আর্টামোনোব 'তোকে আস্ত রাখব না ওলিওস্কা।'

যেন ছর্‌রা গুলির আঘাত বাঁচিয়ে চলেছে এমনি ক্ষিপ্র বেগে ঘুরতে ঘুরতে মুখের মধ্যে দুটো আঙল পুরে তীব্র শিস দিয়ে স্পষ্ট স্বরে আবৃত্তি কোরে উঠল এ্যালেক্সি:

সে ছিল একদিন

প্রভু মোকির ছিল

নকিব পাঁচ জন,

তোরা সবাই শোন

ছিল, নকিব পাঁচ জন।
সে দিন ত আর নাই
পাঁচজনের সাথে গেল
মোকি তাদের ঠাঁই।

'এইবার দেখলে!' জয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল আর্টামোনোব।

অর্থপূর্ণ কণ্ঠে পুরুত 'হুঁ বুঝেছি!' বোলে আঙুল তুলে মাথা নাড়লে।

'তোমার বন্ধুর চেয়ে এ্যালেক্সি ভালো নাচে,' পিয়োতর্ বললে নাতালিয়াকে।

ভীরু গলায় সে উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ, ওর পা আরও ভালো চলে।'

লড়াইয়ে মোরগকে যেমন কোরে উস্কিয়ে দেয় তেমনি দুইজন বাপ পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছেলে দু'জনকে ওস্কাতে লাগল। দুইজনেই অর্ধমত্ত—একজনকে দেখতে প্রকাণ্ড, এক বস্তা খই-এর মত থ্যাসথেসে, নেশার আতিশয্যে তার গালের ওপরকার লালচে ফাট বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়াচ্ছে; আর একজনা যেন লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী—তার দীর্ঘ হাত দুলছে উরতের ওপর আলগা হয়ে, চোখে উন্মত্তের দৃষ্টি। পিয়োতর্ লক্ষ্য করলে তার বাপের দাড়ির তলায় গালের হাড় নোড়ে নোড়ে উঠছে।

সে ভাবলে মনে মনে, 'বাবা দাঁত কিড়মিড় কোরছে; এক্ষুনি কাউকে মারবে……'

'আর্টামোনোবের ছেলে কি বিশ্রী নাচে!' মাত্রিয়োনা বার্স্কায়াকে বোলতে শোনা গেল ফাটা বাঁশের মত গলায়, 'নাচবার একটা ধরণই নেই। ওকি আবার নাচ!

এই মন্তব্যে আর্টামোনোব মাত্রিয়োনার কালো, ভাজবার কড়ার মত মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তার মস্ত নাকের প্রায় ওপরেই অট্টহাসি

হেসে দিল। জয় তার ছেলেরি হয়েছে; বাস্কির ছেলে টলতে টলতে তখন চলেছে দরজার দিকে।

রূঢ় হস্তে উলিয়ানার হাত ধোরে হুকুম করলে আর্টামোনোব,

'এইবার তুমি এস, লাগাও নাচ।'

উলিয়ানা পাংশু বর্ণ হয়ে গিয়ে আর এক হাত নেড়ে কেবলই নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল রেগে।

'কি তুমি মনে করেছ কি?' জিজ্ঞাসা করল সে একটু বিপর্যস্ত হয়ে, তোমার কি জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেল, আমায় এখন নাচ সাজে?'

অভ্যাগতেরা নিস্তব্ধ। পমিয়ালোব মুচকি হেসে বাস্কাঁয়ার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করলে, বললে,

'নাচ না উলিয়ানা। কি দোষ তাতে? ও যখন বলছে তখন তোমার ত আপত্তি করা চলে না। আর হলেই বা কি, ভগবান তোমায় ক্ষমা করবেন।' কথাগুলো কড়ায় গলন্ত মাখনের মত ছ্যাঁক-ছ্যাঁক কোরে উঠল।

'পাপ হয় ত আমার হবে,' চীৎকার কোরে উঠল আর্টামোনোব। দেখে মনে হল যেন বুদ্ধি ফিরে এসেছে আর্টামোনোবের। সে গভীর ভ্রূকুটি কোরে যেন যুদ্ধ করবার জন্যে এগিয়ে এল কি এক শক্তির তাড়নায়। কে ঠেলে দিল পানোন্মত্ত উলিয়ানাকে তার দিকে। টলতে টলতে হুঁচোট খেতে খেতে সে শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে হেলিয়ে দিল মাথা পেছন দিকে, ঢুকল গিয়ে নাচিয়েদের ঘেরের মধ্যে। কার যেন বিস্মিত ফিস্‌ফিসিনি কানে এল পিয়োতরের:

'হায় রে! স্বামী মরেছে এখনও এক বছর হয় নি তবু মেয়ের বিয়ে ত দিলেই, আবার নিজে শুদ্ধ নাচছে।'

বৌ-এর দিকে না তাকিয়েও পিয়োতর্ বুঝল যে নিজের মায়ের ব্যবহারে সে লজ্জিত হয়েছে, তাই আপন মনে বললে,

'বাবার নাচা উচিত ছিল না।'

কোমল, বিষণ্ণ কণ্ঠে নাতালিয়া উত্তর দিলে, 'মায়েরও না।' সে দাঁড়িয়েছিল বেঞ্চির ওপর, তাকাচ্ছিল ভীড়ের মাথার ওপর দিয়ে; বেঞ্চি নোড়ে উঠলেই সে চেপে ধরছিল পিয়োতরের কাঁধ।

কনুই ধোরে তাকে সামলে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলছিল পিয়োতর, 'আস্তে!'

বাইরে থেকে দর্শকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ঘরের মধ্যে ঐ নৃত্য-চঞ্চল স্ত্রী-পুরুষের ওপর। তাদেব মাথার ওপর দিয়ে সূর্যাস্তের আলো ঝোরে পড়ছে ঐ নৃত্য-বেগান্ধ যুগ্মকে রক্তিম কোরে। বাগান, রাস্তা, উঠোন হাসিতে, চীৎকারে মুখর; গুমোট গবমে-ভরা ঘর কিন্তু স্তব্ধ থেকে স্তব্ধতব হোয়ে আসছে। ঢোলকের গুম্ গুম্ শব্দ আর কন্সার্টিনার একটানা ঘ্যান্ঘ্যানানির সঙ্গে ছেলে-মেয়ের ভীড়েব মধ্যে এই দুটি মূর্তি উন্মত্ত আবেগের ঘূর্ণিতে আক্ষিপ্ত হোয়েই চলেছে।

এ যেন একটা অসাধারণ ঘটনা এমনি ভাবে স্তব্ধ মনোযোগে ছেলে-মেয়েরা দেখে চলেছে। কিন্তু ভীড়ের মধ্যে যারা একটু স্থির মস্তিষ্কে ছিল তারা উঠোনে বেরিযে এল; ভেতরে রইল শুধু তারাই যাবা নেশায় একেবারে অসহায় ভাবে আচ্ছন্ন হোয়ে পড়েছে।

শেষে আর্টামোনোব মাটিতে পা ঠুকে স্থির হোয়ে দাঁড়ায়, বলে, 'উলিয়ানা আইবানোবনা, তুমি আমাকে হারিয়েছ!'

টলতে টলতে মেয়েমানুষটাও যেন দেয়ালে বাধা পেযে দাঁড়িয়ে গেল।

'শুধু দোষটুকুই আমাদের দেখো না,' বললে সে চারিদিকে নমস্কার কোরে; তারপরেই রুমাল দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার স্থান দখল করল এসে বার্স্কায়া, হুকুম দিল,

'বর-কনেকে আলাদা করো। পিয়োতর্, এস আমার কাছে। বরযাত্রীরা ওর হাত ধোরে নিয়ে এস।'

তার বাবা কিন্তু বরযাত্রীদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজের লম্বা, ভারী হাত পিয়োতরের কাঁধের ওপর রেখে,

'এস, কোলাকুলি করো। এইবার যাও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন,' বোলে তাকে আবার ঠেলে সরিয়ে দিতেই বরযাত্রীরা তার দুই হাত ধোরে টেনে নিয়ে চোলে গেল। সামনে পথ দেখিয়ে চলল বার্স্কায়া বিড় বিড় করতে করতে আর চতুর্দিকে থুতু ফেলতে ফেলতে :

'রোগ বালাই সরে যা,
ভালোমন্দ লোক সরে যা! এই থুঃ।
যে সময়ের যা
তাতে সুখ পা!' এই থুঃ।

তার পেছন পেছন পিয়োতর্ নাতালিয়ার ঘরে এসে দেখে সেখানে তাদের জন্যে এক রাজকীয় শয্যা প্রস্তুত। বৃদ্ধা ঘরের মাঝখানে চেয়ারের ওপর ধপ কোরে বোসে পোড়ে বললে গম্ভীর হোয়ে,

'যা বলি মন দিয়ে শোনো, ভুলো না যেন। এই নাও দুটো আধ রুব্‌ল্, জুতোর মধ্যে লুকিয়ে রাখ। নাতালিয়া এসে হাঁটু গেড়ে বোসে যখন জুতো খুলে দিতে চাইবে তখন কিছুতেই শুনবে না তার কথা।

'কেন?' শুধোল পিয়োতর্ বিরক্তিতে।

'সে কথায় তোমার কি দরকার? তারপর শোনো : তিনবার তাকে 'না' বোলে চার বারের বার খুলতে দেবে। সে যখন তোমায় তিনবার চুমো খাবে তখন তাকে আধ রুব্‌ল্ দুটো দিয়ে বলবে "এই দিলাম তোমায় উপহার। তুমি আমার দাসী, তুমি আমার ভাগ্যি!" এই সব যেন মনে থাকে। এইবার কাপড়-চোপড় ছেড়ে কনের দিকে

পেছন ফিরে শুয়ে পড়। সে এসে যখন তোমার সঙ্গে রাত কাটাতে চাইবে তখন তিনবার তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চার বারের বার হাত বাড়িয়ে দেবে তার দিকে। মাথায় ঢুকছে ত? আর তারপর.....ঌ...'

উপদেষ্টার মস্ত কালো মুখখানার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইল পিয়োতর্। সে নাক ফুলিয়ে, ঠোঁট চেটে, চটচটে ঘাড় আর থুতনি রুমাল দিয়ে মুছে স্পষ্ট আদেশের স্বরে বোলে গেল স্থূল, নির্লজ্জ এই কথাগুলো :

'কনের চেঁচানিতেও বিশ্বাস কোরো না। চোখের জলেও বিশ্বাস কোরো না;' যাবার সময় আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে টলতে টলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, পেছনে ফেলে গেল মদের গন্ধ। রাগে গর্‌গর্ করতে লাগল পিয়োতর্; জুতো টেনে খুলে খাটের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিল; তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল বিছানার ওপর। অপমানের ভারে পাছে কেঁদে ফেলে এই ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রইল সে। এই রকম কথা মানুষে বোলতে পারে!

'উচ্ছন্নে যাক্ ও বুড়ী।'

পালকের বিছানায় বড় গরম। মেঝেতে লাফিয়ে নেমে ধাক্কা দিয়ে খুলে দিল জানলা। বাগান থেকে উঠে এল মত্ত কণ্ঠের একটানা আওয়াজ, হাসির রোল আর মেয়েদের তীক্ষ্ণ স্বর; আর নীল গোধূলির মাঝে গাছের ফাঁকে ফাঁকে অতিথিদের কালো কালো মূর্তি। সেণ্ট্‌ নিকোলাসের গির্জার ঘণ্টার সূক্ষ্ম চূড়ো একটা তামার আঙুল তুলে দিয়েছে আকাশে; ক্রুশ-খানা নামিয়ে নিয়ে গিয়েছে গিল্টি করবার জন্যে। বাড়ীগুলোর ছাদের ওপারে ওকার বিষণ্ণ রূপোলি ধারার ওপর ক্ষীণায়মান চাঁদের কলা, তারও ওধারে সীমাহীন বনানী কালো তুষারের পাহাড়ের মত। এই সবই পিয়োতরের মনে আনে আর এক বিস্তীর্ণ

দেশের কথা যেখানে মাঠ ফসলে সোণার বর্ণ; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আর টিটকারীর চাপা হাসি। আবার লাফিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল পিয়োতর্। দরজা খুলে গেলঃ রেশমী কাপড়ের খশ্ খশ্, নতুন জুতোর কিচ্ কিচ, কার যেন ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। তারপরে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। সাবধানে মাথা তুলে পিয়োতর্ দেখল দরজার কাছে আবছা অন্ধকারে কার শাদা মূর্তি দাঁড়িয়ে তালে তালে হাত নেড়ে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছে আর প্রায় মাটী পর্যন্ত নত করছে নিজের মাথা।

'ও প্রার্থনা করছে, কই আমি ত করি নি।'

তবু প্রার্থনা করার তেমন ইচ্ছে নেই তার। সে কোমল স্বরে আরম্ভ করল, 'নাতালিয়া যেভ্ সেভ্ না, ভয় পেও না। আমি নিজেই এতক্ষণ ভয়ে সারা হচ্ছিলাম।'

মাথায় হাত বুলিয়ে কান টানতে টানতে সে আবার বললে, নীচু গলায়, 'আমার জুতো ফুতো খোলার তোমার কোনো দরকার নেই; যত সব বাজে কথা। আমার এদিকে ভাবনা হচ্ছে আর ও কি না রসিকতা করেই চলেছে। তুমি কেঁদ না নাতালিয়া।'

এঁকেবেঁকে ভীতপদে জানলার কাছে গিয়ে সে বললে স্নিগ্ধকণ্ঠেঃ

'লোকেরা এখনও আমোদ করছে।'

'হ্যাঁ।'

ক্লান্ত হলেও কেমন যেন শঙ্কায় দু জনেই দু জনের কাছে যেতে ইতস্তত করছে; তাই অনেকক্ষণ কাটল বাজে কথাবার্তায়। ভোর বেলায় সিঁড়িতে শব্দ—কে যেন দেয়াল হাঁতড়াচ্ছে। দরজার কাছে নাতালিয়া যেতেই পিয়োতর্ ফিস্ ফিস্ কোরে বললঃ

'বার্ভারাকে ঢুকতে দিও না কিন্তু।'

দরজা খুলতে খুলতে নাতালিয়া বললে, 'মা।' বিছানায় উঠে বোসে

পিয়োতর্ খাটের ধারে পা দোলাতে দোলাতে নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে ভাবতে লাগল বিষাদে:

'আমার মনের জোর নেই তাই সাহস পেলাম না। নাতালিয়া বোধহয় মনে মনে হাসবে। এখন আবার অপেক্ষা করতে হবে সেই . . .'

দরজা খুলে যেতে নাতালিয়া শান্তস্বরে বললে:

'মা তোমায় ডাকছে।'

শাদা ওলন্দাজ টালির অগ্নিকুণ্ডে হেলান দিয়ে নাতালিয়া প্রায় অদৃশ্য হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল, পিয়োতর্ গেল বেরিয়ে। অন্ধকারে তার কানে এল উলিয়ানার ব্যগ্র, ভীত, রুষ্ট কণ্ঠস্বর:

'কি করছ তুমি পিয়োতর্ ইলিচ্? এ তুমি করছ কি? মেয়েকে, আমাকে কি তুমি, লোকের হাসির পাত্র করতে চাও? দেখছ না, ভোর হয়ে গিয়েছে।'

কথা বলার সময় পিয়োতরের কাঁধ এক হাতে ধোরে আর এক হাতে তাকে পেছন দিকে ঠেলছিল উলিয়ানা। উত্তেজিত হোয়ে আবার বলল, 'কি হয়েছে কি? বল আমাকে; ভয় পেয়ো না। ব্যাপার কি . . . .'

মলিন স্বরে পিয়োতর্ উত্তর দিলে,

'ওকে দেখে দুঃখ হচ্ছিল, আবার ভয়ও করছিল আমার নিজের।' মুখ না দেখতে পেলেও তার যেন মনে হল শাশুড়ীর চাপা-ব্যঙ্গের হাসি কানে এল।

'না, না, যাও এবার; স্বামীর কর্তব্য করগে। সেণ্ট ক্রিস্টোফারকে স্মরণ কর। তার আগে, এস, তোমাকে একটা চুমো খাই,' বোলে আগ্রহ-কঠিন বেষ্টনে পিয়োতরের গলা জড়িয়ে ধোরে মিষ্টি, আঠালো ঠোঁটে চুমো খেল তাকে: পিয়োতরের মুখে লাগল তার মদে-উষ্ণ

নিঃশ্বাস। সে চুমো ফিরিয়ে দেবার সময় না পাওয়ায় সে শূন্যেই সশব্দে খেল এক চুমো; তারপর ফিরে এল তার ছোট্ট ঘরে। দরজায় ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে সে দৃঢ়চিত্তে বাড়িয়ে দিল নিজের বাহু; মেয়েটা বিনীতপদে এগিয়ে এসে ঢুকল পিয়োতরের বাহুবেষ্টনীতে, কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'মা একটু মাতাল হয়েছে।'

পিয়োতর্ আশা করছিল নাতালিয়া অন্য কিছু বলবে।

বিছানার দিকে ফিরে যেতে যেতে নিম্নস্বরে সে বললে, 'ভয় লাগছে না কি! আমি সুন্দর নই তা আমি জানি কিন্তু মানুষ হিসেবে · · '

পিয়োতরকে আরও ঘন আলিঙ্গন কোরে নাতালিয়া বললে কানে কানে,

'আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না যে·· ···'

ভ্রায়োমোবের লোকেরা ভোজ খেতে ভালোবাসে। পাচ দিন গড়ালো বিয়ের ভোজ। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত এর ওর বাড়ী ভোজ খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভীড় কোরে বেড়িয়ে, মত্ত জনতার সে এক উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ। ওলগা ওর্লোবা বোলে একটা মেয়ের সঙ্গে কি ফষ্টি নাষ্টি করার জন্যে বাস্কিদের ছেলেকে এ্যালোক্সি মারা সত্ত্বেও বাস্কিরা খুব ঢালাও ভোজের আয়োজন করেছিল। বাস্কিরা আর্টামোনোবের কাছে অভিযোগ করলে সে আশ্চর্য হোয়ে বলেছিল:

'কোন জায়গায় ছেলেপিলেরা মারামারি করেনা আমায় বল দেখি।'

মেলায় কেনা টুকিটাকি আর ফিতে প্রচুর উপহার দিলে সে মেয়েদের আর ছেলেদের দিলে টাকা। আর তাদের বাপ মায়েদের প্রাণ ভোরে মদ খাইয়ে, কোলাকুলি কোরে, কাঁধ ধোরে নেড়ে দিয়ে বললে,

'হাঃ, হাঃ, দাদারা! বেঁচে যে আছি সেটা বুঝতে হবে ত!'

এ ক'দিন ভীষণ মেতে উঠেছিল সে। এত মদ খেল, যেন

শরীরের ভেতরে জল ঢেলে আগুন নেভাচ্ছে তবু মাতাল হয়নি কিছুতেই ; তবে বেশ একটু রোগা হোয়ে গেল এই অল্প কয় দিনেই। আর উলিয়ানা বাইমাকোবাকে এড়িয়ে চললেও ছেলেরা লক্ষ্য করল যে বাবা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকে তার দিকে, যেন কিছু জোর কোরে আদায় করতে চায়। নিজের শক্তিতে আর্টামোনোবের ভারী অহঙ্কার ; সে সৈন্যদের সঙ্গে দড়া টানাটানিতে যোগ দেয়, একা একজন ফায়ার-ম্যান আর তিনজন রাজমিস্ত্রীকে হারিয়ে দেয় কুস্তিতে। তখনই মজুর টাইখন্ বায়ালোব এগিয়ে এসে, প্রস্তাব নয়, একেবারে দাবী কোরে বসল ঃ

'এইবার তোমাকে আমার সঙ্গে লড়তে হবে।'

তার বলার ধরণে আশ্চর্য হয়ে আর্টামোনোব মজুরটার আঁটসাঁট দেহ পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল,

'তুমি কি রকম লোক হে? গায়ে জোর টোর আছে না এমনিই দেমাক করছ?'

'জানিনা,' সে উত্তর দিল গম্ভীর হোয়ে।

কেউ কারও ওপর সুবিধে করতে না পেরে পরস্পরের কোমরবন্ধ ধোরে প্রথম ত খানিকক্ষণ লাফালাফি করল। ইলিয়া দু জনের মধ্যে দীর্ঘতর যদিও একটু কৃশ এবং সুগঠিত। সে বায়ালোবের মাথার ওপর দিয়ে নির্লজ্জ হোয়ে চতুষ্পার্শ্বের মেয়েদের দিকে চোখ পিট্ পিট্ করছে। আর বায়ালোব তার বুকে মাথা লাগিয়ে তুলে উল্টে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ইলিয়া বোলে উঠল ঃ

'তোমার কম্ম নয় ভাই, তোমার কম্ম নয়।'

তারপরেই কুঁথিয়ে সে হঠাৎ নিজেদের পারম্পরিক অবস্থানটা বদলে নিয়ে টাইখনকে এমন জোরে উল্টে ফেলে দিল যে মাটিতে পোড়ে মজুরটার দুই পায়েই জোর চোট লাগল।

ঘাসের ওপর বোসে পোড়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে লজ্জায় বললে সে, 'গায়ে জোর আছে বটে!'

দর্শকেরা পরিহাসে উত্তর দিল, 'তাই ত দেখছি।'

'হ্যাঁ, জোর আছে,' আবার বললে বায়ালোব।

ইলিয়া হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে তাকে, 'নাও, ওঠ।'

তার সাহায্য প্রত্যাখ্যান কোরে লোকটা নিজে নিজেই উঠতে গিয়ে পোড়ে গিয়ে ঘাসের ওপর পা দু'খানা ছড়িয়ে দিয়ে অপস্রিয়মান জনতার দিকে অদ্ভুত, করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নিকিটা তার কাছে এগিয়ে এসে বললে সহানুভূতিতে,

'লেগেছে বুঝি খুব? ধরব?'

মজুর হেসে বললে,

'হাড় ভেঙ্গেছে। আমার গায়ে জোর বেশী কিন্তু তোমার বাবার মত আমি চালাক নই। নাও চল নিকিটা হাঁদারাম, যাওয়া যাক।'

ভালো মনেই নিকিটার হাত ধোরে সে মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল ভিড়ের পেছু পেছু; ভাবল এতে বুঝি বেদনা কমবে।

বিনিদ্র রাত্রি-যাপনে ক্লান্ত হলেও বর-কনেকে বাধ্য হোয়ে এই মত্ত, বিচিত্র জনতার হুল্লোড়ে মিশে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াতে হল নিজেদের দেখাবার জন্যে। তাদের ভোজ খেতে হল, মদ খেতে হল, অশ্লীল রসিকতায় বিপর্যস্ত হতে হল আর চেষ্টা করতে হল পরস্পরের দিকে একেবারে না তাকাবার। হাত ধরা-ধরি কোরে কিংবা পাশাপাশি তারা চলতই, কিন্তু চলত অপরিচিতের মত একেবারে চুপ কোরে। এতে মাত্রিয়োনা বার্স্কায়া খুশী হোয়ে সদম্ভে একবার ইলিয়া একবার উলিয়ানাকে বলল,

'উলিয়ানা, মেয়েকে কেমন শিক্ষে দিয়েছি একবার দেখ। আর জামাই-এর কথা যদি বল, সে ত এর মধ্যেই ময়ূরের মত পেখম

তুলে বেড়াচ্ছে ; খাসা জামাই হয়েছে। ছেলেকে বেশ শিক্ষে দিয়েছি ইলিয়া।'

কিন্তু নিজেদেব ঘরে বিছানায় যখন তাবা শুত তখন এই সব মেনে-নেওয়া প্রথা ঝেড়ে ফেলে দিত পিয়োতব নাতালিয়া, যেমন ছেড়ে ফেলত তাদেব জামা-কাপড। তখন তারা দিনের ঘটনা নিয়ে কথাবার্তা বলত।

পিয়োতব্ বিস্মিত হোয়ে বলত, 'এখানকাব লোকেরা বড বেশী মদ খায়।'

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের দেশে বুঝি কম খায়?'

'চাষা-ভুষো লোক এত মদ খায় কি কোবে।'

'তোমরা ত চাষা-ভুষোব মত নও।'

'আমরা বড লোকের চাকর ছিলাম তাই বড লোকেব মত হোয়ে গিয়েছি।'

কখনও বা তাবা আলিঙ্গনবদ্ধ হোয়ে জানলায় চুপটি কোবে বোসে বাগান থেকে আসা সৌগন্ধ উপভোগ করত।

কোমল কণ্ঠে নাতালিযা যদি জিজ্ঞাসা কবে, 'তুমি এত চুপচাপ থাক কেন' পিযোতব ও তেমনি কোবে উত্তব দেয়, 'এমনি কথাবার্তা বলতে আমাব ভালো লাগে না।'

অসাধাবণ কথাবার্তা শুনতে তার ভালো লাগতে পারত হয়ত কিন্তু নাতালিয়া জানে না কেমন কোরে অসাধারণ কথাবার্তা কইতে হয়। পিযোতব যখন সোণাব ববণ স্টেপ-ভূমিব অসীম বিস্তারেব কথা বলত নাতালিয়া জিজ্ঞাসা কবত,

'সেখানে বন নেই বুঝি, একেবারেই নেই! কি ভয়ানক দেশ তাহলে বাবা!'

পিয়োতব্ একটু শ্রান্ত হোয়ে বলে, 'ভয় ত বনে, লম্বা ঘাসের

ভূঁয়ে আবার ভয় কি। সেখানে ত খোলা আকাশ, আর মাটি আর মাঝখানে তুমি নিজে।'

তারায় ভরা আকাশ দেখতে দেখতে নির্বাক আনন্দে তারা একদিন জানলায় বোসে আছে, বাগানের মধ্যে স্নানের ঘরের কাছে কিসের যেন খশ্ খশ্ শব্দ কানে এল। কে একজন ট্যাপারী ঝোপের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, ডাল-পালায় ধাক্কা খাচ্ছে আর ভেঙে সরিয়ে দিচ্ছে সেগুলোকে। তারপরেই চাপা, ক্রুদ্ধ, তীব্র কণ্ঠস্বর ঃ

'খবরদার বলছি! শয়তান কোথাকার!'

নাতালিয়া ভয়ে লাফিয়ে উঠে বললে,

'মায়ের গলা যে!'

পিয়োতর্ জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতেই তার মস্ত পিঠে জানলাটা গেল ঢেকে। সে দেখতে পেল যে তার বাবা তার শাশুড়ীকে মাটিতে শোয়াবার চেষ্টায় স্নানের ঘরের দেয়ালে ঠেসে ধরেছে আর শাশুড়ী এলোপাথাড়ি হাত ছুঁড়ে মারছে তার মাথায়।

হাঁফাতে হাঁফাতে ফিস্‌ফিস্ কোরে তর্জন কোরে উঠল উলিয়ানা, 'না ছাড় ত আমি চেঁচাব কিন্তু।'

তারপরেই সে বলে উঠল নিতান্ত অদ্ভুত গলায়,

'লক্ষীটি, ছুঁয়ো না আমাকে! দোহাই তোমার।'

একটুও শব্দ না কোরে জানলা বন্ধ কোরে দিল পিয়োতর্; তারপর নাতালিয়াকে ধোরে হাঁটুর ওপর বসিয়ে বলল,

'ওদিকে তাকিয়ো না!'

তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে চেঁচিয়ে উঠল নাতালিয়া 'কে, কে, বল আমাকে?'

তাকে শক্ত কোরে ধোরে রেখে উত্তর দিল পিয়োতর্, 'বাবা! এইটকু বুঝতে পার না.........'

'এঁ্যা, সে কি কথা!' লজ্জায় ভয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল নাতালিয়া। বৌকে কোলে কোরে বিছানায় নিয়ে যেতে যেতে সবিনয়ে বললে স্বামী:

'বাপ-মায়েদের বিচার আমরা করতে পারি না।'

নাতালিয়া মাথার পেছনে দুই হাত জুড়ে সামনে পেছনে দুলতে দুলতে দেখে বলতে লাগল:

'উঃ, কি ভীষণ পাপ!'

পিয়োতর্‌ বললে, 'আমাদের ত নয়'; বাপের কথাগুলো তার মনে হল, 'ভদ্রলোকেরা এর চেয়েও গর্হিত কাজ করে!'

কাঁদতে কাঁদতে বললে নাতালিয়া, 'যখনি দুজনে একসঙ্গে নেচেছে আমি তখনি ভেবেছি তোমার বাবা যদি মায়ের ওপর জোর করে তাহলে কি হবে!'

উত্তেজনা অবসন্ন নাতালিয়া জামা-কাপড় না ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরেই; পিয়োতর্‌ কিন্তু জানলা খুলে তাকাল বাগানের দিকে। কেউ নেই সেখানে—শুধু ঝিরঝিরে বাতাস প্রভাতের আভায় আর বুকচাপা অন্ধকারে গাছের মর্মর। জানালাটা খুলে রেখেই সে শুয়ে পড়ল বৌ-এর পাশে, ঘুমোবার জন্যে নয়, যা ঘটেছে তাই ভেবে দেখবার জন্যে। শুধু নাতালিয়াকে নিয়ে ছোট্ট একটু ক্ষেত-খামারে সে যদি জীবন কাটাতে পেত!

শীগ্‌গিরই জেগে উঠল নাতালিয়া; মায়ের ওপর এই অত্যাচারে বড় দুঃখু হয়েছে তার—আর কি ঘুমোনো যায়। খালি পায়ে শুধু সেমিজ গায়ে সে ছুটে নেমে গিয়ে দেখল তার মায়ের ঘরের দরজা আধ-খোলা। মায়ের ঘরের দরজা ত খোলা থাকে না। ভয় লেগে গেল তার আরও। কোণে মায়ের বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে চাদরের তলায় একটা দেহ-পিণ্ড, কালো চুল ছড়ানো বালিশের ওপর।

নাতালিয়া ভাবলে, দুঃখে 'কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়।'

কিছু একটা করা দরকার—আহত জননীকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। বাগানে যেতেই শিশিরে-ভেজা ঠাণ্ডা ঘাস নাতালিয়ার পায়ে দিল সুড়সুড়ি; সদ্য-ওঠা সূর্য এর মধ্যেই বেশ গরম হয়ে উঠে বনের মাথার ওপর থেকে বাঁকা কিরণে তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। শিশিরে-রুপোলি বার্ডকের একটী পাতা তুলে প্রথমে এক গালে তারপরে আর এক গালে ছোঁয়ায় সে। নিজের মুখ স্নিগ্ধ হোলে সেই পাতায় গুচ্ছ গুচ্ছ লাল করমচা তুলে রাখতে রাখতে সে নিরাসক্ত মনে ভাবতে লাগল শ্বশুরের কথা,—কেমন কোরে শ্বশুর তার পিঠে ভারী হাতের চাপড় মেরে মুচকি হেসে বলত:

'কেমন আছ? বেঁচে আছ ত? এই ত চাই; ভালো কোরে বাঁচতে হবে!'

ঐ কটি ছাড়া আর কোনো কথাই নাতালিয়ার হত না তার সঙ্গে; তবু মাঝে মাঝে তার মনে হত শ্বশুরের এই আদরের চাপড়ে—মনে হত এমনি চাপড় লোকে ঘোড়াকেই মারে।

জোর কোরে শ্বশুরের উপর চটে গিয়ে সে ভাবত,

'একেবারে চাষা!'

চ্যাফিং গাইছে, সিস্‌কিন কিচির-মিচির করছে, গাছের পাতায় কোমল রেশমী মর্মর। অনেক দূরে, সহরের প্রান্তে রাখাল বাঁশী বাজাচ্ছে, বাটারাক্‌শার ধারে, যেখানে কারখানা গোড়ে উঠছে, সেখান থেকে ধীর ভাস্বর বাতাসে ভেসে আসছে মানুষের কণ্ঠস্বর। কি একটা মট কোরে ভাঙতেই নাতালিয়া কেঁপে উঠে মুখ তুলে তাকাল; মাথার ওপর আপেল গাছের ডালে একটা পাখী-ধরা ফাঁদ ঝুলছে আর তারি মধ্যে একটা সিস্‌কিন পাখী হাঁকু-পাঁকু করছে।

সে ভাবলে, 'কে পাখী ধরছে? নিকিটা না কি?' কোথায় একটা

শুকনো ডাল ভাঙল মচ্ কোরে।

বাড়ীর মধ্যে ফিরে মায়ের ঘরে উঁকি মেরে দেখে মা চিৎ হোয়ে জেগে শুয়ে রয়েছে। উলিয়ানা মাথার পেছনে হাত এলিয়ে দিয়ে, বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে, উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করল কনুই-এ ভর দিয়ে উঠে,

'তু—তুই···এখানে কেন?'

'এমনি। এই দেখ না তোমার জন্যে কেমন লাল করমচা তুলে এনেছি!'

বিছানার ধারে টেবিলে ভাসের (রুষীয় রাই-এর মদ) শূন্য-প্রায় একটা বোতল। নাতালিয়ার নজরে পড়ল টেবিল-ঢাকায় উপছে-পড়া মদের দাগ, আর মেঝেতে পড়ে-থাকা বোতলের ছিপি। নাতালিয়া ভেবেছিল কেঁদে কেঁদে মায়ের চোখ নিশ্চয়ই ফুলে উঠেছে; তার বদলে উলিয়ানার স্বচ্ছ, কঠিন চোখের চারিদিকে পড়েছে কালীমা—দুই চোখ যেন আরও গভীর আরও অন্তর্মগ্ন, তাদের স্বাভাবিক ঈষৎ দুর্বিনীত দৃষ্টি আজ যেন কেমন সদূর, উদাস।

'মশায় ঘুমোতে পারি নি। গোলাঘরে গিয়ে ঘুমোই গে একটু,' বোলে মা চাদরে ঘাড় ঢাকলে। 'বড্ড কামড়েছে। কিন্তু তুই এত সকালে উঠেছিস্ কেন? খালি পায়েই বা বেড়াচ্ছিস কেন? দেখছিস্ না সেমিজের তলা ভিজে গিয়েছে; ঠাণ্ডা লাগবে যে।'

মায়ের কথার মধ্যে কেমন রূঢ়তা। কথা বোলে নিজের চিন্তার সূত্র ছিন্ন করতে চায় না সে। ক্রমে নাতালিয়ার উদ্বেগ রূপান্তরিত হয় তীব্র, প্রতিকুল নারীসুলভ কৌতুহলে। সে বলে,

'জেগে উঠে তোমার কথাই ভাবছিলাম।········ ···স্বপনে দেখলাম তোমাকে।'

উপরের দিকে তাকিয়ে মা জিজ্ঞাসা করলে,

'কেন, আমার কথা ভাবছিলি কেন?'

'আমি কাছে নেই, তুমি একা ঘুমোচ্ছ.........'

নাতালিয়ার মনে হল মায়ের গাল যেন লাল হোয়ে উঠল আর ভয় লাগে নি বোলে যখন মা মুচকি হাসল, সে হাসিতে ফুটে উঠল কেমন যেন অস্বাভাবিকতা।

চোখ বুঁজে মেয়েকে আদেশ করল, 'এইবার ঘরে যাও; স্বামী জেগে রয়েছে তোমার। শুনছ না ও ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে?'

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে নাতালিয়ার বিরূপতা রীতিমত শত্রুতায় পরিণত হল:

'সেই রাত কাটিয়েছে মায়ের সঙ্গে, সেই খেয়েছে মদ। মায়ের ঘাড়ে মশায় কামড়ানোর দাগ নয়, চুমোর দাগ। পিয়োতর্‌কে বলব না এ-কথা। আজ ঘুমোতে যাওয়া হচ্ছে গোলাঘরে আর কাল রাতে করা হচ্ছিল চীৎকার.........'

বৌ-এর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে পিয়োতর্‌, 'কোথায় গিয়েছিলে?' কোথাও তার ব্যবহারে কোনো দোষ হোয়ে গিয়েছে ভেবে চোখ নত করলে নাতালিয়া।

'করমচা তুলছিলাম আর অমনি মাকে একবার দেখে এলাম।'

'কেমন দেখলে?'

'ভালোই। ......'

কান টেনে পিয়োতর্‌ বললে, 'ওঃ, তাই বল!' তারপর হেসে থুতনির ওপর নবোদ্গত ঘন লাল দাড়ির রেখায় হাত বুলোতে বুলোতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, 'নির্বোধ বাস্কায়া তাহলে ঠিকই বলেছিল "চেঁচানিতেও বিশ্বাস কোরো না, চোখের জলেও না।'"

'নিকিটাকে দেখেছ?' কঠিন স্বরে সে জিজ্ঞাসা করল।

'না।'

'কি রকম? ঐ ত সে বাগানে পাখী ধরছে।'

'এ্যাঁ!' ত্রাসে চেঁচিয়ে উঠল নাতালিয়া, 'আর আমি শুধু সেমিজ পোরে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম!'

'তাহলেই দেখছ……'

'তাহলে ও ঘুমোয় কখন?'

পিয়োতর্ জুতো পায়ে দিতে দিতে শুধু একবার জোরে ঘোঁৎঘুঁতিয়ে উঠতেই বৌ তার দিকে আড়চোখে চেয়ে মুচকি হাসল। বলল,

'কুঁজ থাকলে কি হয় ও বেশ ছেলে, অন্ততঃ এ্যালেক্সির চেয়ে ভালো।' এবারেও স্বামী ঘোঁৎঘুতিয়ে উঠল তবে তত জোরে নয়।

প্রতিদিন যখন সূর্যোদয়ে রাখাল বিষণ্ণ সুরে বাঁশী বাজিয়ে পশুপাল একত্রিত করে নদীর ওপার থেকে শোনা যায় কুড়ুলের শব্দ; রাস্তা দিয়ে গরু-ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে তারা শোনে সহরের লোকেরা ব্যঙ্গভরে বলাবলি করছে পরস্পরকে:

'ঐ শোন! দিন আরম্ভ না হোতেই কাঠ চোপাতে শুরু করেছে।'

'লোভে কি আর মানুষকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়।'

কখনও কখনও ইলিয়া আর্টামোনোবের মনে হয় যে লোকেদের মিনমিনে প্রতিকূলতা যে বুঝি কাটিয়ে উঠেছে। ড্রায়োমোবের লোকেরা তাকে দেখে সসম্মানে মাথা থেকে টুপী খোলে। এমন কি মন দিয়ে রাটস্কি রাজাদের গল্প শোনে তার মুখ থেকে তবু সব সময়েই একজন না একজন মন্তব্য কোরে ফেলে, একটু গর্ব্বভরেই:

'আমাদের মনিবেরা আরও সাদাসিধে; গরীব তবু তাদের চরিত্র তোমার মনিবদের চেয়ে ভালো!'

এক ছুটির সন্ধ্যাবেলায়, ওকার ধারে বার্স্কির সরাইখানা সব্জিতে-ভরা সুন্দর বাগানে বোসে ড্রায়োমোবের প্রতিপত্তিশালী, ধনী লোকেদের কাছে আর্টামোনোব বলছে,

'আমার ব্যবসায় তোমাদের সকলেরি লাভ হবে।'

'তাই যেন হয়' বললে পমিয়ালোব তার ছোট্ট কুকুরের হাসি হেসে; তার থেকে বোঝা শক্ত সে কামড়াতে চায় না, পা চাটতে চায়। পমিয়ালোবের এবড়ো-খেবড়ো মুখ থোপনা থোপনা দাড়িতে ঢাকা পড়ে নি; ছেয়ে রঙের নাক সব কিছুব ওপরেই সন্দেহে ছোঁক ছোঁক করে; ওক-ফলের রঙের চোখে ঈর্ষার দৃষ্টি।

'তাই যেন হয়,' সে বললে আবার। 'তুমি যখন আস নি তখনও আমরা খারাপ ছিলাম না; আবার এখন তোমার আসাতেও যে খারাপ থাকব তা নয়।'

আর্টামোনোবের কপালে দেখা দিল ভ্রূকুটি:

'তোমাদেব কথার না হয় মানে, ওতে না আছে বন্ধুত্ব।'

বার্স্কি হো হো করে হেসে চেঁচিয়ে উঠল,

'ওর ঐ রকমই কথা।'

বার্স্কির মুখ-খানা যেন থানা থানা মাংসেব জোড়া-তাড়া দেওয়া। তার বাকী সব অঙ্গগুলো—প্রকাণ্ড মাথা, ঘাড়, গাল, বাহু—ভালুকের মত মোটা খশখশে লোমে ভরা। কান দুটো দেখাই যায় না আর চোখ দুটো চর্বিতে এমনি ঢাকা পড়েছে যে কোনো কাজে আসে না বললেই চলে।

'চর্বিতেই আমার সব জোর গিলেছে,' বোলে সে হাঁ কোবে দু'জোড়া ভোঁতা দাত দেখিয়ে কুকলে কুকলে হাসত।

গাড়ী তৈরী করে বোরোপোনোব; অত্যন্ত হাল্কা চোখ তার। সেও লক্ষ্য করত আর্টামোনোবকে, স্বাভাবিক শুষ্ক গলায় বলত, 'আপন আপন কাজ সকলের করা উচিত তাই বোলে ভগবানকেও ভোলা উচিত নয়। শাস্তরে আছে 'নানান কাজে ঘুরে বেড়াস, কাজের কাজে মন বসে না।'

বোরোপোনোবের স্থির, শূন্য দৃষ্টি দেখলে মনে হত সে বুঝি এখনি কোনো ঐশী অনুপ্রেরণা লাভ করেছে, প্রকাশ কোরে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলে বোলে। কখনও কখনও সে বলতে সুরুও করত:

'যীশু অবশ্য রুটীই খেতেন, তাই মার্থা.........'

কিন্তু চর্ম্ম-সংস্কারক ঝিতাইকিনও গির্জার তত্ত্বাবধায়ক। সে তাকে থামিয়ে দিত: 'যাও, যাও, কি সব বকে যাচ্ছ?

ধূসর রঙের কানদুটো টেনে চুপ কোরে যায় বোরোপোনোব। ইলিয়া জিজ্ঞাসা করত, 'আমার এ কাজের তুমি কিছু বোঝ?'

সত্যিই বিস্মিত হোয়ে ঝিতাইকিন জিজ্ঞাসা করত, 'কি জন্যে বুঝতে যাবে শুনি? তুমি ত অদ্ভুত লোক হে! তোমার ব্যবসা তুমি বুঝবে, আমার ব্যবসা আমি বুঝব।'

ঘন বিয়ার খেতে খেতে আটামোনোব গাছের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে থাকে ওকাব ঘোলা জলের ধারার দিকে আর একটু বাঁ দিকে আর একটা জায়গার দিকে যেখানে, বিচিত্র সবুজ সাপের মত এঁকেবেঁকে যাবার পর. বাটারাকশা জলা আর ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঐখানে, যেখানে সোনালী রেখা-চিহ্নিত সৈকতে কাঠেব কুচি আব চাঁছ তেলের মত জ্বলজ্বল্ কবছে আর ইঁটগুলো দেখাচ্ছে লালে লাল—ঐখানে পদদলিত উইলো ঝাড়ের মধ্যে কারখানাটা প্রসারিত বয়েছে একটা ঢাকনি-বিহীন শবাধাবের মত। গুদোমঘরটার দীপ্তিহীন লোহার ছাদে এখনও রঙ লাগানো হয় নি বোলে চকচক করছে রোদ্দুরে। দোতলা বাড়ীখানার হলদে কাঠামো যেন রোদে গোলে গোলে পড়ছে; উষ্ণ আকাশে উঁচিয়ে উঠেছে কোষে লাগানো সোণালী বরগাগুলো। এ্যালেক্সি একবার বলেছিল, দূব থেকে বাড়ীটাকে গির্জার পুরাকালীয় প্রার্থনার বাজনার মত দেখায়। এ্যালেক্সি এখন ঐ বাড়ীতে রয়েছে কি না। সহরের তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে দূরে থাকাই

তার উদ্দেশ্য। মেজাজের অসংযত প্রকাশের জন্যে তার বনছে না এদের সঙ্গে। পিয়োতব্ ভাই-এর চেয়ে হাঁদা; মোটা বুদ্ধির জন্যে সে বুঝতেই পারে না হিম্মৎ যাদের থাকে তারা কি কতদূর করতে পারে।

আর্টামোনোবেব মুখে ছায়া পড়ে—মুচকি হাসে সে সহরের এই লোকগুলোর দিকে ঘন ভুরুর তলা দিয়ে তাকাতে তাকাতে। সস্তা চরিত্রের লোক এরা—শুধু মুখে উৎসাহ দেখায়। আসলে কিছুই নেই।

রাতে সহর ঘুমিয়ে পড়লে নদীর ধারে ধারে, লোকেদেব বাড়ীব পেছন দিয়ে গুঁড়ি মেরে আর্টামোনোব এসে উপস্থিত হয় বিধবা বাইমাকোবাব বাগানে। মশার গুনগুনুনি এমনি ছেয়ে রয়েছে চারিদিক যে মনে হয় যে শশার, আপেলের, সুলফোর শাকের ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ বুঝি তাদেরি গা থেকে বেরুচ্ছে। ধূসর মেঘের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলা চাঁদের আলোয় ঐ মেঘেদেরি ছায়া পোড়ে চলেছে নদীর জলে। বাগানের ডালের বেড়া ডিঙিয়ে উঠোন পার হোয়ে ভাঁড়াব ঘবে ঢুকতেই এক কোণ থেকে সতর্ক ফিস্‌ফিসিনি আসে:

'কেউ দেখে ফেলে নি ত?'

জামা-জোড়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে ক্রুদ্ধস্বরে বিড়বিড় কোবে ওঠে আর্টামোনোব, 'লুকিয়ে কোনো কাজ করতে আমাব ঘেন্না লাগে। আমি কি ছেলেমানুষ না কি, এঁ্যা!'

'তাহলে মনেব মানুষ পেতে চেও না।'

'না পেলেই খুসি হই কিন্তু ভগবান যে জুটিয়ে দিয়েছেন।'

'মুখে ও-কথা বলতে বাধছে না, নাস্তিক কোথাকার। দুজনেই ত অধর্ম্ম কোরে চলেছি!......'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ও সব কথা পাব ভেবো। এঃ উলিয়ানা, এখানকার লোকগুলো........'

'হোয়েছে, হোয়েছে, ও নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই তোমার,'

বলে কানে কানে উলিয়ানা—আদরে আদরে বহুক্ষণ ধোরে ব্যাকুল আবেগে শান্ত করতে থাকে তাকে। তারপরে সহরের লোকেদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর তাকে দিয়ে শেষে উপদেশ দেয় কার সম্বন্ধে সতর্ক হোয়ে চলতে হবে, কে চতুর, কে অসাধু আর কার পয়সা-কড়ি আছে।

'তোমার অনেক জ্বালানির দরকার জেনে পমিয়ালোব আর বোরো-পোনোব কাছের ঐ বনগুলো কিনে নিয়ে তোমার কাছ থেকে কিছু লুইতে চায়।'

'দেরী কোরে ফেলেছে ওরা। রাজা আমায় ওগুলো আগেই বিক্রী করেছেন।'

এদের আশেপাশে চারিদিকে অন্ধকার এত দুর্ভেদ্য যে তারা এ ওর চোখ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না, শুধু কথা বোলে যাচ্ছে নিঃশব্দ গোপনতায়। খড়ের আর ভুজ্জি গাছের কাঁটার গন্ধ বেরুচ্ছে; নীচের বরফ-ঘর থেকে ঠাণ্ডা, জোলো বাতাস আসছে বেশ। সহরটুকুর ওপর নেমেছে নীরন্ধ্র স্তব্ধতা। এক আধটা ধেড়ে ইঁদুর ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক; নেংটিগুলো করছে কিচ্‌মিচ; ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেণ্ট নিকোলাসের গির্জার ফাটা ঘণ্টা অন্ধকারে ছুঁড়ে দিচ্ছে বিষণ্ণ কম্পমান ধ্বনি-তরঙ্গ।

তার উষ্ণ নরম দেহটিকে আদর করতে করতে আর্টামোনোব আগ্রহে বলে নিম্নকণ্ঠে, 'আঃ, তুমি কেমন বড়-সড়। কত শক্তি! তোমার আরও ছেলে হোলো না কেন?'

'হয়েছিল আরও দুটি, নাতালিয়া ছাড়া। রুগ্ন ছিল বোলে মোরে গেল।'

'তাহলে তোমার স্বামী কোনো কাজের ছিল না।'

বাইমাকোবা বলে কানে কানে, 'তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, তুমি আসার আগে ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানতাম না। মেয়েরা

কত ভালোবাসা-বাসির কথা বলত, আমি বিশ্বাস করতাম না। মনে হোত ওরা মিথ্যে কথা বলছে—লজ্জায়! স্বামী-সহবাসে আমি পেতাম লজ্জা। বিছানায় শুতে যাওয়া আমার কাছে মনে হোত কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। ভগবানকে ডেকে বলতাম, ঠাকুর, ওকে ঘুম পাড়িয়ে দাও, আমাকে যেন ও না ছোঁয়! ও লোক ভালো ছিল, চালাক চতুর, নির্বিরোধ। ভগবান শুধু ওকে ভালোবাসতে শেখান নি।'

তার কথায় জেগে ওঠে আর্টামোনোবের কামনা; সেই সঙ্গে সে অবাকও হয়। বাইমাকোবার উচুঁ বুক পীড়িত কোরে সে ক্ষোভ জানায়, 'তাহলে এই রকমটাই ঘটে; জানতাম না। ভাবতাম সব পুরুষই মেয়েদের বুঝি তুষ্ট করতেই চায়।'

রাত্রে এই স্ত্রীলোকের সাহচর্যে আর্টামোনোব যেন শক্তি পাচ্ছে দেহে মনে; অথচ দিনে উলিয়ানা শান্ত, ধীর, বুদ্ধিমতী গৃহিনী; সহরের লোকের তার সাধারণ বুদ্ধির ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা। লিখতে পড়তে জানে বোলে সে শ্রদ্ধা আরও বাড়ে।

তার বালিকা-সুলভ আদরে আর্টামোনোব একবার বলেছিল, 'তোমার কেমন লাগে আমি বুঝি। আমরা বিয়ে দিলাম ছেলেমেয়েদের অথচ উচিত ছিল আমাদের নিজেদেরি বিয়ে করা।'

'তোমার ছেলেরা বেশ। ওরা জানতে পারলেও কোনো ক্ষেতি নেই কিন্তু যদি সহরের লোকেরা জানতে পারে………'

সারা শরীর শিউরে উঠল উলিয়ানার।

'ও সব দুশ্চিন্তা কোরো না,' কানে কানে বলে ইলিয়া।

একদিন একান্ত কৌতুহলে উলিয়ানা শুধোলে,

'তুমি একটা লোককে মেরে ফেলেছ, না? বল না? আচ্ছা, তুমি তাকে স্বপন দেখ না?'

অন্যমনস্কে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে উত্তর দিল আর্টামোনোব:

'না। আমার ঘুম এত গাঢ় যে স্বপন-ফপন আমি দেখি না। তা ছাড়া, সে দেখতে কেমন তাই যখন জানি না তখন স্বপন দেখব কেমন কোরে? কতকগুলো লোক আমায় ঘুষি মেরে প্রায় যখন ফেলে দেবার যোগাড় করেছে তখন আমিও লোহার এক সেরী ডাণ্ডাটা দিয়ে পর পর দু জনকে মারতেই তৃতীয় জন ছুটে পালাল।'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আহত কণ্ঠে আপন মনে আবার বললে সে,

'নির্বোধেরা এসে তোমাকে মারে আর তারপর তোমাকে জবাবদিহি করতে হয় ভগবানের কাছে!'

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে রইল আর্টামোনোব।

'ঘুমুলে না কি?'

'না।'

'তাহলে এইবার যাও। এখনি সকাল হবে। তুমি কি কারখানা বাড়ীর দিকে যাবে না কি?'

ঠাণ্ডা শুক্তি-তরল রাত্রি শেষের অন্ধকারে সে বেরিয়ে গিয়ে কোটের পেছনে হাত ঢুকিয়ে নিজের জমির ওপর দিয়ে চলতে থাকে। কোটের তলায় হাত দুটো দেখায় মোরগের ল্যাজের মত।

ভারী পায়ে কাঠের কুচি আর চাকলা গুঁড়োতে গুঁড়োতে সে ভাবতে ভাবতে আপনমনেই বলতে থাকে, 'ওলিওস্কাকে আরও স্বাধীনতা দিয়ে ওর ফেনাটুকু মেরে ফেলা দরকার। ওকে চালানো শক্ত হলেও ওর মনটা ভালো।'

হয় বালির ওপর নয় ত কাঠের কুচির গাদার ওপর শুয়ে তার ঘুম আসতে দেরী হয় না। ইতিমধ্যে প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে যায় সবজেটে আকাশে আর সূর্য তার বর্ণ-কলাপ পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে নিজে উঠে আসে সোণার গোলকের মত। মজুরেরা জেগে উঠে দেখে আর্টামোনোবের মস্ত দেহ মাটিতে পোড়ে রয়েছে লম্বা হোয়ে; তারা

বলাবলি করে পরস্পরে :

'দেখ, দেখ্!'

গালের হাড়-উঁচু টাইখন বাম্নালোব কাঁধে একখান লোহার কোদাল নিয়ে এমনি মিটির মিটির চাইছে যেন সে একটু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারলেই আর্টামোনোবের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে।

চারিদিকে পিঁপড়ের মত মানুষ চলা-ফেরা, চেঁচামেচি, ঠকাঠকেও প্রকাণ্ড-দেহ আর্টামোনোবের ঘুম ভাঙে না। সে আকাশের দিকে মুখ কোরে ভোঁতা করাতের মত নাকের শব্দ কোরেই চলেছে। টাইখন পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চোলে গেল। এখন তার চোখের পিট্‌পিটুনি দেখলে মনে হবে কেউ তার মাথায় বুঝি ঘুষি মেরেছে।

সাদা সুতী সার্ট আর ঘন নীল পায়জামা পোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে এ্যালেক্সি, পাছে কাঠের কুচি ভাঙার শব্দে বাপ জেগে ওঠে তাই সাবধানে তাকে গোল হোয়ে ঘুরে পার হোয়ে, এমনি আলগা পায়ে হেঁটে স্নান করতে চোলে গেল যেন সে বাতাসে ভেসে চলেছে। ভালো কোরে আলো না হতেই নিকিটা বনে চোলে গিয়েছে : সেখান থেকে সে দু গাড়ী বোঝাই পচা-পাতার সার প্রায় রোজই নিয়ে এসে, যেখানটা বাগান করবে বোলে পরিষ্কার করেছে, সেইখানটায় ঢালে। এর মধ্যেই সেখানে বার্চ, মেপ্‌ল্, পাহাড়ী এ্যাশ আর বার্ড-চেরী লাগিয়ে এখন সে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে পাতার সারে আর পাঁকে ভর্তি করছে ফলের গাছ পুঁতবে বোলে। ছুটির দিনে নিকিটার কাজে সাহায্য করে টাইখন, বলে, 'বাগান করার কোন আপত্ত থাকতে পারে না।'

কান টানতে টানতে পিয়োতর্ আর্টামোনোব কাজ দেখতে আসে। দ্রুতগতিতে কারখানা তৈরী হোয়ে চলেছে : কাঠে করাতের দাঁত বসার ঘন আওয়াজ, র‍্যাঁদার হিস্‌হিস্ ঘষ্‌ঘষ, কুড়লের থন্‌থন্, ভিজে

চূণের পোঁচড়ার পটাৎ পটাৎ শব্দের মোহ আর কুড়ুল শান দেওয়ার শান-পাথরের ফোঁস ফোঁস। ছুতোরেরা কড়ি-কাঠ চাগাতে চাগাতে সুর ধরেছে। তার সঙ্গে গেয়ে উঠল এক তরুণ কণ্ঠ:

"কিল তুলে মারতে আসে বুড়ো ঝাথারি
আমাদের মেরীকে বুড়ো ঝাথারি।"

পিয়োতর্ বললে মজুর বায়ালোবকে, 'অশ্লীল গান।'

বালির ওপর হাঁটুগেড়ে বোসে টাইখন উত্তর দিলে, 'গান যে রকনই হোক তাতে কিছু যায় আসে না।'

'কেন?'

'ওর ত কোনো মানে নেই।'

'চাষাটার কথা বোঝা ভার,' চোলে যেতে যেতে ভাবে পিয়োতর্; মনে আসে বায়োলোব কি বলেছিল যখন আর্টামোনোব তাকে কারখানা তৈরীর কাজের পরিদর্শক করতে চেয়েছিল। মনিবের পায়ের দিকে তাকিয়ে সে উত্তর দিয়েছিল,

'না, ও আমার দ্বারা হবে না। লোকজন আমি ঠিকমত খাটাতে পারবনা। তার চেয়ে আমাকে মজুর কোরে নেন।' এই উত্তরের জন্যে পিয়োতরের বাপ তাকে বকুনি দিয়েছিল ভীষণ।

হেমন্ত এল, ভ্যাপ্‌সা, ঠাণ্ডা। বাগানের গাছে দেখা দিল লাল-মরচে রোগ। বনানীর লৌহ-কালিমায় অস্বাস্থ্যের লালচে ছোপে এখানে-সেখানে ধীরে ধীরে মরচের রঙ ধরছে। শাদা কাঠের গুঁড়ো উড়িয়ে নদীতে ফেলে দিচ্ছে জোলো বাতাস আর প্রতিদিন সকালেই শণ বোঝাই গাড়ী খোসকো খোসকো ঘোড়ায় টেনে এনে ফেলছে গোলাঘরের সাম্‌নে। এই সব কাঁচা মাল বুঝে নিতে হোত পিয়োতরকে, সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হোত দাড়িওয়ালা, বদ-মেজাজী চাষীগুলোর ওপর পাছে তারা আগে জলে ভিজিয়ে শণ ভারী কোরে কিংবা খারাপ শণ ভালো শণের দরে

বিক্রী করে। ভারী অসুবিধায় পড়েছে পিয়োতর্; এ্যালেক্সি একটুতেই ধৈর্য হারিয়ে রেগে আগুন হোয়ে দিব্যি গালতে সুরু করে চাষাদের ওপর। বাপ এদিকে মস্কৌতে। তীর্থে যাওয়ার নাম কোরে শাশুড়ীও তার পেছন পেছন ছুটছে।

চা খাবর সময় কি রাতে খাবার সময় রেগে অনুযোগ করে এ্যালেক্সি 'বিরক্ত লাগে এখানে থাকতে। লোকগুলোকেও আমি দেখতে পারি না।' এই সব কথায় পিয়োতর্ ক্ষুব্ধ হয়।

'নিজের কথা ভাব আগে! সকলকে উদ্বাস্ত কোরে বেড়াও নিজের অহংকারে।'

'অহংকার করবার কিছু আছে বোলেই করি।'

কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে, কাঁধ সোজা কোরে, বুক চিতিয়ে, আধ-বোজা চোখে দুর্বিনীত দৃষ্টিতে সে তাকায় ভাইদের আর ভাজের দিকে। নাতালিয়া তার সঙ্গে কথায় কোনো আবেশ লাগায় না, তাকে এড়িয়ে চলে। এ্যালেক্সির মধ্যে কিসে যেন ওর ভয় লাগে।

দুপুরে খেয়েদেয়ে স্বামী আর এ্যালেক্সি আবার কাজে গেলে তার সেলাই নিয়ে নাতালিয়া নিকিটার ছোট্ট নিরাভরণ ঘরে জানলার কাছে আরাম কেদারায় গিয়ে বসত কুঁজো সেই ঘরে বোসে কেরাণী হিসেবে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত হিসেব-নিকেশ করত কিন্তু নাতালিয়া এলেই সে কাজ বন্ধ কোরে রাজরাজড়াদের জীবনের রীতি নিয়ে গল্পের পর গল্প কোরে যেত আর তাদের উষ্ণগৃহে কতরকমের ফুল ফোটে সে বর্ণনাও করত। তার তীব্র মেয়েলি কণ্ঠস্বর কৃত্রিম অথচ স্নিগ্ধ বোলে মনে হয়, নীল চোখের দৃষ্টি নাতালিয়াকে পার হোয়ে জানালায় নিবদ্ধ হয়; নাতালিয়া তখন, যেন একেবারে একেলা আছে এমনিভাবে, চিন্তিত স্তব্ধতায় ঝুঁকে পড়ে সেলাইএর ওপর। পরস্পরের দিকে প্রায় না তাকিয়েই তারা গল্প কোরে যায় এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা। অবশ্য মাঝে

মাঝে সাবধানে, প্রায় অজ্ঞাতেই এক আধবার চেয়ে ফেলে নিকিটা ভাজের দিকে। তখন তার নীল দৃষ্টির স্নিগ্ধ উষ্ণতা দিয়ে সে যেন আদর করে নাতালিয়াকে; বড় বড়, কুকুরের মত, তার কাণ লজ্জায় হোয়ে ওঠে রীতিমত লাল। তার ক্ষণিক দৃষ্টিতে কখনও কখনও নাতালিয়া বাধ্য হোয়ে সদয় প্রতিদান দেয়—অদ্ভুত হেসে। সে হাসিতে নিকিটাব মাঝে মাঝে বুঝতে বাকী থাকেনা যে নাতালিয়া তার উত্তেজনার কারণ অনুমান করেছে। কখনও বা নিকিটার মনে হত নাতালিয়া আহত হোয়ে হাসিতে তাকে আঘাত করেছে। অপরাধীর মত তখন সে চোখ নত করে।

জানালার বাইরে হিস্‌হিস্ ছপ্‌ছপ্ কোরে বৃষ্টি পোড়ে গ্রীষ্মের জ্বোলে-যাওয়া রং ধুয়ে মুছে দিচ্ছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই শোনা যাচ্ছে এ্যালেক্সির হাঁকডাক, সম্প্রতি এক কোণে শৃঙ্খলিত ভালুক-শাবকটার চীৎকার আর শণ-বাছুনীদের শণ পিটোনোর শব্দ। সশব্দে ঢুকল এ্যালেক্সি জল-কাদা মেখে, টুপী মাথার পেছনে ঝুলে পড়েছে। তবু সে যখন হাসতে হাসতে বর্ণনা করে কেমন কোবে টাইথন বায়ালোব কুড়ুলে হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলেছে তখন ঘবের সকলের মনে পড়ে বসন্তের দিনের কথা!

'ঘটনাটা আকস্মিক বটে তবে এ কথা সত্যি যে টাইথনের বড় ভয় ছিল পাছে তাকে সেনাদলে নিয়ে যায়। শুধু কেবল এখান থেকে চোলে যাবার জন্যেও আমি যদি সৈন্য হতে পারতাম!' ভ্রূকুটি কোরে ঐ ছোট ভালুকটার মতই ও ঘোঁৎঘোঁৎ কোরে ওঠে।

'দেশের কোন্ এঁদো কোণে যে এসে পড়েছি!'

উদ্ধত-ভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে,

'চার আনা দাও দেখি, সহরে যাব।'

'কেন?'

'সে খোজে তোমার কি দরকার?' বোলে গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল :

"পথ দিয়ে ছুটে যায় তরুণী
তুলে দিতে প্রিয় হাতে নবনী।"

'শেষ পর্যন্ত ভালো হবে না ওর,' বলে নাতালিয়া। 'ওলগুস্কা ওর্লোবার বয়েস এই মোটে চোদ্দ। তারি সঙ্গে ওকে দেখেছে আমার বন্ধুরা। মেয়েটার মা নেই, বাপটা মাতাল.........'

এই সব কথায় বেদনা, উদ্বেগ, এমন কি একটা ঈর্ষাও লক্ষ্য করে বোলে নিকিটার পছন্দ হয় না নাতালিয়া এই সব কথা বলে।

নিশ্চুপে সে তাকিয়ে থাকে জানালা দিয়ে। জলের মধ্যে দুলছে পাইন গাছের ডাল আর সবুজ সুঁচোল আগা থেকে ঝোরে পড়ছে পারার ফোটার মত জলের ফোটা। সেই পুঁতেছে পাইন গাছগুলো— শুধু পাইন গাছ কেন, বাড়ীর চারিদিকে সমস্ত গাছই তার পোঁতা।

পিয়োতর্ আসে ক্লান্ত, বিরক্ত।

'চা খাওয়ার সময় হয়েছে, নাতালিয়া।'

'আর একটু দেরী আছে।'

সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি বলছি হয়েছে।' বৌ বেরিয়ে যেতেই তার জায়গায় বোসে পোড়ে পিয়োতর্ অভিযোগ অনুযোগ করতে শুরু করে।

'সব কাজ বাবা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। চাকার মত ঘুরেই মরছি, কোথায় যে যাচ্ছি তা জানি না। তবু সব ঠিক-ঠাক না হোলেই আমার ওপরেই কোপ পড়বে।'

ধীর সতর্কতার সঙ্গে নিকিটা এ্যালেক্সি আর ওর্লোবার কথা ভাইকে বলতে গেল; ভাই কিন্তু হাত নেড়ে তাকে থামতে বোলে কথায় স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে সে তার কথা শুনছেই না।

'মেয়েদের দিকে তাকাবার আমার সময়ই নেই। স্ত্রীকে পর্যন্ত আমি দেখি রাতে স্বপনে; দিনের বেলায় আমি পেঁচা হোয়ে যাই, পেঁচা। অত সব বাজে জিনিষ তোর মাথার মধ্যে……'

কান টেনে সে সাবধানে আবার বোলে গেল:

'কল-কারখানা চালানো আমাদের কাজ নয়। তার চেয়ে তৃণ-প্রান্তরে গিয়ে জমি কিনে চাসাব মত নিজের হাতে চাষ করা ঢের ভালো। সে কাজের একটা মানে আছে; এখানে কেবলি কথা আর কথা।'

পুনর্নবায়িত হোয়ে হাসি-খুশী ইলিয়া আর্টামোনোব বাড়ী ফিরে এল: সে দাড়ি ছেঁটেছে, তার কাঁধ হয়েছে আরও চওড়া, চোখ উজ্জ্বলতর। সব-শুদ্ধ তাকে নতুন দেখাচ্ছে সদ্যসারানো চকচকে একখানা লাঙ্গলের মত।

'আমাদেব কারখানা এগিয়ে চলবে সৈন্যদলের মত,' বললে আর্টামোনোব ভদ্রলোকের মত দেহ সোফায় এলিয়ে দিয়ে। 'কাজ কি সোজা! তোমাদের ছেলেদের, তোমাদের নাতিদের পর্যন্ত প্রাণপাত কোরে খাটতে হবে। তিনশ' বছরেও শেষ হবে কি না সন্দেহ। আমাদের আর্টামোনোবদের শ্রমিক-শিল্পের অলঙ্কাব স্বরূপ হোতে হবে।'

ছেলের বউ-এর দিকে নজর কোরে বোলে উঠল, 'আরে নাতালিয়া, তুমি ত বেশ বেড়ে উঠছ দেখছি। যদি ছেলে হয় ত চমৎকার একটা উপহার দেব তোমাকে।'

সেদিন রাত্রে শুতে যাবার সময় নাতালিয়া স্বামীকে বললে, 'মন ভালো থাকলে বাবা চমৎকার লোক।'

আড়-চোখে চেয়ে স্বামী রূঢ়ভাবে উত্তর দিলে, 'উপহার দিলে আর চমৎকার লোক হবে না কেন?'

কিন্তু দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই আর্টমোনোব আবার কথাবার্তা বন্ধ কোরে বিষণ্ণ হোয়ে উঠল।

'বাবা চটেছে কেন ?' নাতালিয়া জিজ্ঞাসা করে নিকিটাকে।

'কি জানি। বাবাকে কেউ বুঝতে পারে না।'

সেই দিন সন্ধ্যাবেলাতেই চা খেতে বোসে এ্যালেক্সি বললে স্পষ্ট, উচ্চ কণ্ঠে: 'বাবা আমায় সৈন্য হোতে দাও।'

'কে—কেন ?' ছর্‌ছরিয়ে উঠল আর্টামোনোব।

'এখানে আমি থাকতে চাই না।······'

'এখান থেকে যা সব!' আর্টামোনোব হুকুম করতেই ছেলেদের সঙ্গে এ্যালেক্সি ও চোলে যায় দেখে সে আবার বোলে উঠল, 'ওলিওশা, দাঁড়াও!'

তার চোখের ভুরু চঞ্চল, হাত দু-খান পেছনে ন্যস্ত—অনেকক্ষণ ধোরে সে চেয়ে চেয়ে দেখল ছেলেটার পানে।

'আর আমি ভেবেছিলাম তুমিই আমার কাজের লোক হবে।' অবশেষে বোলে ফেলল আর্টামোনোব।

'এখানে আমি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না।'

'মিথ্যে কথা! এইখানেই তোমায় থাকতে হবে। আমার যেমন খুশী তেমনি কোরে তৈরী করব বোলে তোমার মা তোমাকে দিয়েছিল আমার হাতে। যাও!'

সে যেন পরাধীন এমনি ভঙ্গীতে হেঁটে চোলে যাবার চেষ্টা করতেই কাকা তার কাঁধ চেপে ধোরে বললে,

'এই ভাবে তোর সঙ্গে কথা বলা উচিত হয় নি আমার, বাবা আমার সঙ্গে কথা বলত হাতের মুঠো দিয়ে। যা!'

তারপর তাকে আবার ডেকে প্ররোচনার স্বরে বললে, 'বড় হোতে হবে তোকে, বুঝলি! ভবিষ্যতে আর এ রকম ঘ্যান্‌ঘ্যানানি যেন না শুনি।'

মুঠোর মধ্যে শক্ত কোরে দাড়ি ধোরে একা একা সে অনেকক্ষণ

দাঁড়িয়ে রইল জানলায়। ধূসর, রঙের তুষার ঝোরে ঝোরে পড়ছে মাটির ওপর। জানলার বাইরে ধীরে ধীরে ভুগর্ভের ঘরের মত অন্ধকার হোয়ে এল। আর্টামোনোব চলল সহরের দিকে। উলিয়ানার উঠোনের দরজায় এর মধ্যেই তালা পড়েছে। আর্টামোনোব জানলায় টোকা মারতেই উলিয়ানা নিজে এসে দবজা খুলে দিল, অসন্তুষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল,

'এত দেরী হল কেন আসতে ?'

তার কথার উত্তর না দিয়ে, কোট খুলে সে সোজা ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে টুপীটা ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে টেবিলে কনুই রেখে বোসে দাড়ির মধ্যে দিলে অঙুল ডুবিয়ে।

এ্যালেক্সির ঘটনা বর্ণনা করতে করতে বললে, 'ও ত আমাদের রক্তের নয়। এক ভদ্দব লোকের সঙ্গে আমার বোনের এক ঘটনার ফলে ও জন্মায়। তারি চরিত্র ফুটে বেরুচ্ছে এখন।'

খড়খড়ি গুলো ঠিক বন্ধ আছে কি না দেখে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিল মেয়েছেলেটা। এক কোণে মহাত্মাদের মূর্তির রূপোব পাদপীঠের নীচে একটীমাত্র নীল বাতি জ্বলতে লাগল।

'তাড়াতাড়ি বিয়ে দিযে দাও তাহলেই ঠাণ্ডা হোযে যাবে, বললে উলিযানা।

'হ্যাঁ, দিতেই হবে। শুধু তাই ত নয়, পিয়োতবের যে কোনো উৎসাহই দেখি নে। সেই যে হয়েছে মুশ্‌কিল। সে কাজ করে বটে কিন্তু কাজে কোনো আনন্দই পায় না। দেখলে মনে হয় সে বুঝি এখনও ক্রীতদাস, প্রভুর আদেশে কাজ কবছে। বুঝতে পারছ না, নিজের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তার কোনো বোধই নেই। নিকিটা সম্বন্ধে কিছু বলবাব নেই। একে বিকলাঙ্গ তার ওপব ফুল আর বাগানের কথা ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না ও। আশা করেছিলাম এ্যালেক্সির ওপব, ভেবেছিলাম ব্যবসায় ও জেঁ'কে বসবে।'..... ...'

উলিয়ানা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে,

'এত শীগ্‌গিরি ভয় পাবার কিছু নেই। কাজের চাকা আরও জোরে ঘুরুক তখন দেখবে সব কটাই একেবারে কাদা হোয়ে গিয়েছে।'

উষ্ণ, স্তব্ধ ঘরের এক কোণে নীল আলোর কুয়াশার তলায় ছোট্ট একটু আলোর ফুল কাঁপছে। এরা দুজনে পাশাপাশি বোসে কথা বলতে বলতে রাত্রি বারটা বেজে গেল। ছেলেদের কাজে অনুৎসাহের অভিযোগ করতে করতে আর্টামোনোব অবশ্য সহরের লোকদেরও বাদ দেয় নি।

'বড় ছোট মন ওদের,' বলে সে।

'সফল হচ্ছ বোলেই তোমায় ওরা সইতে পারে না। আমরা মেয়েরা সফল লোককেই ভালোবাসি কিন্তু অপরিচিতের ভালো হলে পুরুষদের সে চক্ষুশূল হয়।'

উলিয়ানা বাইমাকোবা জানে কেমন কোরে ওকে শান্ত কোরে আনতে হয়। তাই বাইমাকোবা নীচের কথাক'টি বলতেই আর্টামোনোব শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ কোরে উঠল।

'একটা জিনিষে আমার বড় ভয় লাগে—যদি ছেলে হয়।'

'মস্কোতে ব্যবসা লক্ লক্ কোরে বেড়ে চলে বাড়ীতে-লাগা আগুনের মত!' বলতে বলতেই উঠে তাকে আলিঙ্গন করল, 'আঃ, তুমি যদি পুরুষ হতে!'

'আচ্ছা এস এইবার, কেমন!

সাগ্রহে উলিয়ানাকে চুমু খেয়ে চোলে গেল আর্টামোনোব।

ইস্‌টারের আগে একদিন শ্লেজ্‌-গাড়ীতে কোরে এ্যালেকিসকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ী নিয়ে এল এর্দানস্কায়া—কাপড় চোপড় ছিন্ন-ভিন্ন, সারা গায়ে আঘাত। অনেকক্ষণ ধোরে নিকিটাতে আর তাতে ঘোড়া-মূলোর কুচি আর বোদকা দিয়ে তার গা ডোলে দেওয়া সত্ত্বেও সে কেবল কোঁথাতেই

লাগল, একটিও কথা বলল না। বুনো জানোয়ারের মত ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর্টামোনোব দাঁতে দাঁত ঘষছে, সার্টের আস্তিন গুটোচ্ছে আবার নামাচ্ছে। এ্যালেক্সির জ্ঞান ফিরতেই আর্টামোনোব তার দিকে মুঠো ওস্কাতে ওস্কাতে চীৎকার করতে লাগল,

'কে করেছে তোকে এ-রকম? বল্ আমাকে!'

করুণ চেষ্টায় ফুলে-ওটা চোখ একটুখানি খুলতে পারল এ্যালেক্সি। ভাঙা গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে আর রক্ত বমি করতে করতে সে বললে, 'শেষ কোরে ফেল আমাকে……'

নাতালিয়া ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করতেই মাটিতে পা ঠুকে তার শ্বশুর চেঁচিয়ে উঠল:

'থাম! যাও এ ঘর থেকে!'

এ্যালেক্সি কোঁথাচ্ছে আর দুই হাতের মধ্যে মাথাটাকে ধোরে যেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। তারপরেই হাত ছড়িয়ে দিয়ে কাৎ হোয়ে একেবারে স্থির হোয়ে গেল সে। রক্তাক্ত মুখ হাঁ কোরে ঘড়্ ঘড় কোরে নিতে লাগল নিঃশ্বাস। বিছানার ধারে টেবিলের ওপর কম্পমান বাতিটার ছায়া ওর ক্ষত-বিক্ষত দেহের ওপর পড়ায় মনে হচ্ছে সে যেন ক্রমশই আরো কালো আর স্ফীত হোয়ে উঠছে। পায়ের কাছে স্থির মর্মাহত হোয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাইএরা। বাপ এদিক-ওদিক করছে আর শুধোচ্ছে:

'কি মনে হচ্ছে, বাঁচবে না?'

আট দিনের মধ্যেই এ্যালেক্সি কাশতে কাশতে আর রক্ত তুলতে তুলতে উঠে দাঁড়ালো। লঙ্কা দিয়ে বোদকা খেতে সুরু করলে সে আর সুরু করলে ভাড়াটে স্নান-গৃহে গিয়ে বাষ্প-স্নান। চোখে দেখা দিল আরও যে গভীর চাপা দীপ্তি তাতে এ্যালেক্সিকে দেখাল আরও সুন্দর। কে যে তাকে মেরেছে এ-কথা সে না বললেও এর্দানিস্কায়া

জানে মেরেছে স্টাইপান বার্স্কি আর তাকে সাহায্য করেছে তুজন ফায়ারম্যান আর বোরোপোনোবের মজুর। মজুবটা আবার জাতে মর্ডভিনিয়ান। আর্টামোনোব যখন জিজ্ঞাসা করল এ কথা সত্যি কি না এ্যালেক্স্রি উত্তর দিলে,

'আমি জানি না।'

'মিথ্যে কথা!'

'আমি তাদের দেখি নি: পেছন থেকে এসে একটা কোট না কি চাপা দিয়েছিল আমার মাথায়।'

'তুই কথা লুকোচ্ছিস্,' বোলে দেখল আর্টামোনোব। এ্যালেক্স্রি কিন্তু তার সেই অস্বস্তিকর দীপ্ত চোখ তুলে তাব মুখের দিকে শুধু একবার তাকিয়ে বললে,

'আমি ত সেরে উঠছি।'

'আরও বেশী কোরে খেতে হবে!' উপদেশ দিয়ে আর্টামোনোব দাড়ির মধ্যে বিড়্বিড়্ করতে লাগল, 'এই রকম কাজ করার জন্যে তাদের বাড়ী ঘর তুয়োর পুড়িয়ে হাতগুলো পুড়িয়ে আঙার কোরে দেওয়া উচিত………'

আরও বুঝমান হোয়ে উঠল আর্টামোনোব; কর্কশ দয়াও দেখাতে লাগল এ্যালেক্স্রির ওপর আর কাজ করছে দেখাবার জন্যেই শুধু কাজ করতে লাগল সে, নিজের উদ্দেশ্য একেবারেই গোপন না কোরে। সে উদ্দেশ্য হোল ছেলেদের মনে কাজের প্রতি অনুরাগ জাগানো।

'সব কাজই নিজেরা করবে; কোনো কাজই হীন মনে করবে না, সে বলত ছেলেদের আর অনেক কিছুই, যা নিজে না করলেও চলত, তাও সে করত। সব কাজেই, অনেকটা বন্য পশুর মত, তার এমন একটা তীক্ষ্ণ সহজাত বোধ ছিল যে কোথায় বাধা সব চেয়ে বেশী তাও সে যেমন বুঝতে পারত তেমনি সব চেয়ে সহজে সে বাধা কি

কোরে অতিক্রম করতে হবে তাও ঠিক কোরে নিত।

অস্বাভাবিক দেরীর পর শেষ পর্যন্ত, দু'দিন দু'রাত্তির ব্যথা খেয়ে নাতালিয়ার যখন একটা মেয়ে হল তখন দুঃখে আর্টামোনোব বলেছিল :

'এ আমার কি কাজে আসবে বলতে পার?'

'যা হয়েছে তারি জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, রূঢ় উপদেশ দিল উলিয়ানা। 'আজ যে শণ বোনার উৎসব।'

তাই নাকি?'

পাঁজিখান টেনে নিয়ে দেখে সে শিশুসুলভ আনন্দে বোলে উঠল :

'চলো, তোমার মেয়েকে দেখে আসি!'

নাতালিয়ার বুকের ওপর পান্নার একটা মাকড়ি আর তিন রুবলের পাঁচটা মুদ্রা রেখে সে বললে,

'এই নাও তোমাব উপহার। ছেলে হয় নি ত কি হয়েছে? এই বেশ।'

তাবপর পিয়োতরকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হে বাবু, মন সুখী হয়েছে ত? তুই হলে আমি কিন্তু হয়েছিলাম।'

আশঙ্কায় পিয়োতর তাকিয়েছিল স্ত্রীব রক্তহীন মুখের দিকে- যন্ত্রণায় বিকৃত সে মুখ আব প্রায় চেনাই যায় না। তার ক্লান্ত, বোসে-যাওযা চোখ কালিমা-পড়া গর্তের মধ্যে থেকে চেয়ে রয়েছে যেন কোন্ বহুদিনেব ভুলে-যাওয়া দৃশ্যের দিকে। ঠোঁঠের যে জায়গাগুলো কামড়ে ফেলেছে সেগুলোর ওপব ধীরে ধীরে জিভ বোলাচ্ছে নাতালিয়া।

সে জিজ্ঞাসা করল শাশুড়ীকে, 'ও কথা বলছে না কেন?' তাকে ঠেলে ঘর থেকে বের কোরে দিতে দিতে উলিয়ানা বুঝিয়ে দিলে, 'যন্ত্রণায় চেঁচিযে চেঁচিয়ে ক্লান্ত হোয়ে পড়েছে।'

দু'দিন দু'রাত্তির ধোরে সে সমানে স্ত্রীর কাতর কান্না শুনেছে। প্রথমে তার দুঃখু হযেছে, ভয় হয়েছে বুঝি নাতালিয়া মবে যাবে; কিন্তু শেষে নাতালিয়ার চীৎকারে ঝালাপালা হোয়ে আর বাড়ীতে গণ্ডগোলো

হতবুদ্ধি হোয়ে এখন আর তার দয়াও নেই, ভয়ও নেই, এখন সে শুধু পালাতে পারলে বাঁচে। তবু পালাতে সে পারলে না। নাতালিয়ার আর্তনাদ তার মাথার মধ্যে পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হোয়ে জাগিয়ে তুলছে মনে অদ্ভুত এক চিন্তার ধারা। আর যেখানেই যায় দেখে কুঁজো নিকিটা কুড়ুল আর কোদাল নিয়ে হয় কাটাকুটি করছে নয় ছাঁটছে নয় গর্ত খুঁড়ছে। নিঃশব্দে সে যেন গোল হোয়ে ঘুরছে ছুঁচোর মত; তা না হলে পিয়োতর তাকে সব জায়গায় দেখছে কেমন কোরে।

ভাইকে বললে পিয়োতর, 'ওর আর প্রসব হল না বোধ হয়।

বালিতে কোদালখানা গুঁজে কুঁজো জিজ্ঞাসা করে, 'দাই কি বলছে?'

'সে ত ভোলাচ্ছে, বলছে কোনো ভয় নেই। তুই কাঁপছিস্ কেন?'

'দাঁত ব্যথা করছে।'

যেদিন মেয়ে হল সেদিন সন্ধ্যায় নিকিটা আর টাইথনের সঙ্গে সিঁড়ির ওপর বোসে ছিল পিয়োতর।

সে বলছিল গম্ভীর হেসে, 'শাশুড়ী যখন মেয়ে দিল আমার কোলে তখন আনন্দে আমি তাকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত ছুঁড়ে দিয়েছিলাম আর কি; এত হাল্কা লাগছিল! বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না যে ঐ ছোট্ট জিনিষটুকু এত কষ্ট দিতে পারে।'

টাইথন বায়ালোব গালের হাড় চুলকোতে চুলকোতে তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে বললে:

'মানুষের সব কষ্টই ছোটখাটো জিনিষ থেকে।'

'তা হয় কেন?' কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করল নিকিটা।

'এই রকমই হয়। কেন, তা কেউ জানে না,' হাই তুলতে তুলতে উত্তর দেয় মজুরটা উদাসীন স্বরে।

ভেতর থেকে কে তখন খেতে ডাকল।

জন্মাবার সময় বেশ বড়-সড়, ভারী হয়েছিল মেয়েটা কিন্তু পাঁচ মাস

যখন বয়েস তখন কাঠ কয়লার ধোঁয়ায় দম আটকে মারা গেল, মেয়ের মাও প্রায় যাব যাব হয়েছিল।

শ্মশানে বাপ বললে ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে, 'এতে কি আসে যায়? আবার ছেলে হবে বৌমার। আর এইবার থেকে আমাদের কবরও এইখানেই হবে। এইখানেই নোঙর পড়ল আমাদের আর কি। মাটির ওপরে নীচে সবই যখন তুমি তোমার বলতে পারবে তখনি কেবল সে জায়গায় তোমার সত্যিকারের অধিকার জন্মালো।'

পিয়োতর ঘাড় নেড়ে বৌ-এর দিকে তাকিয়ে দেখে সে কি রকম বেঁকে দাঁড়িয়ে পায়ের কাছে যে ছোট্ট ঢিবিটা নিকিটা এক মনে কোদাল দিয়ে চাপড়াচ্ছে সেইটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর লাল-হোয়ে ওঠা নাক যেন চোখের জলে পুড়ে যাবে এই ভয়ে ক্ষিপ্র, হাতের আক্ষেপে গালের ওপরের চোখের জল ঝেড়ে ফেলছে। আঙুল দিয়ে।

কেবল বলছে সে, 'আ ভগবান। আ ভগবান।

আরও রোগা হোয়ে গিয়েছে এ্যালেক্সি, আরও যেন বয়েস বেড়ে গিয়েছে তার। সে ক্রুশ চিহ্নগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্মৃতি-ফলক পোড়ে পোড়। তার মুখের চেহারায় চাষীর মত কিছুই নেই। কালো দাড়ি দেখলে মনে হয় সেগুলো পুড়ে কালো হোয়ে গিয়েছে ধোঁয়ায়। কালো ভুরুর নীচে তার কোটরে ঢোকা উদ্ধত চোখ শত্রুর মত তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। সে কথা বলে একঘেয়ে জাহির করা গলায়, মনে হয় সে ইচ্ছে কোরে নিজেকে অস্পষ্ট কোরে তোলে, লোকে বুঝতে না পারলে তীক্ষ্ণকণ্ঠে দিব্যি গেলে বলে,

'শুনতে পাও নি?'

ভাইএদের প্রতি ব্যবহারে তার কেমন যেন একটা অবজ্ঞার, বিরাগের ভাব। আর নাতালিয়াকে এমন চীৎকার কোরে ডাকত যেন সে বাড়ীর চাকরাণী।

নিকিটা একদিন অনুযোগ করেছিল, 'নাটাশার সঙ্গে ঐ রকম হীন ব্যবহার করা তোমার উচিত নয়।'

'আমি অসুস্থ সে কথাটা মনে রেখো,' উত্তর দিলে সে।

'ও এত শান্ত।'

'তাহলে ওটা সহ্য কোরে নিক।

সে যে অসুস্থ এ কথা সে সব সময়েই বলে আর গর্বের সঙ্গেই বলে, যেন অসুস্থ হওয়ার মধ্যে কোনো গৌরব আছে, যেন এই গৌরবেই সে অন্যের চেয়ে পৃথক।

সমাধিক্ষেত্র থেকে খুড়োর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসবার পথে সে বললে,

'আমাদের একটা আলাদা গির্জা থাকা উচিত। মরে গেলেও এখানকার এদের মধ্যে কবরস্থ হওয়াও অপমান।

আর্টামোনোব মুচকি হাসল, বলল,

'হবে; তৈরী করব আমরা একটা। সবই আমাদের নিজেদের হবে—গির্জা, সমাধিক্ষেত্র, স্কুল, হাঁসপাতাল। একটু সবুর কর।'

বাটারাকুশার ওপর পুল পার হতে গিয়ে তাদের চোখে পড়ল একজনা ভিখিরী গোছের লোক পুলের রেলিং ধোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পরণে ছিন্ন-বিছিন্ন ললচে-বাদামী রঙের ঢিলে গাউন। তাকে দেখাচ্ছে নেশায় সর্বস্বান্ত কোনো সরকারী কর্মচারীর মত। লোকটার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ির চাবলা। রোমে ভর্তি ঠোঁঠ নাড়লেই দেখা যায় তার কালো কালো দাঁত; জোলো চোখ থেকে বেরুচ্ছে এক-রকমের ভোঁতা দ্যুতি। আর্টামোনোব মুখ ফিরিয়ে থুঁতু ফেলে লক্ষ্য করল যে এ্যালেক্সি হতভাগাটার দিকে মাথা নাড়ল সদয় ভাবে। এ্যালেক্সির পক্ষে এ ত অসাধারণ ব্যাপার।

'ব্যাপার কি?' জিজ্ঞাসা করল আর্টামোনোব।

'ঘড়ি তৈরী করে, ওর্লোব।'

'সে আমি জানি।'

এ্যালেক্সি বলতে লাগল, 'ও বুদ্ধিমান লোক; তবে বড় অত্যাচার সয়েছে।

আর্টামোনোব ভাগনের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে আর কিছু বললে না।

শুকনো, গুমোট গ্রীষ্ম আরম্ভ হতেই ওকার ওপারে বনে দাবানল সুরু হয়েছে। সারাদিন সাদা ঝাঁঝালো ধোঁয়ার মেঘ সোজা ওঠে মাটি থেকে আকাশের দিকে; রাতে দীপ্তিহীন চাঁদের লালচে চেহারা মন খারাপ কোরে দেয় আর কুয়াসায় আভাহীন তারাগুলো দেখায় ঠিক তামার পেরেকের মাথার মত। জলে বিক্ষুব্ধ আকাশের প্রতিচ্ছবি— মনে হয় যেন নদীর জল ভূগর্ভস্থ, ঠাণ্ডা, ঘন ধোঁয়ার স্রোত।

অত্যন্ত গরমের জন্যে আর্টামোনোবেরা, রাতের খাওয়ার পরে, বাগানে মেপল গাছের সারির অর্ধ-বৃত্তের মধ্যে বোসে চা খাচ্ছিল। মেপ্‌ল্ গাছগুলো লেগেছে বেশ; অবশ্য তাদের নক্সা-কাটা বাহারে পত্রপুঞ্জের অপূর্ব সুন্দর চূড়া কুয়াশার টিপিটিপি বৃষ্টি আটকাতে পারছে না। ঝিঁঝিঁর, গুবরে পোকার আর কেটলির শব্দে বাতাস গমগম করছে। নাতালিয়া বডিসের ওপরকার বোতামগুলো খুলে দিয়ে চা ঢালছে নিঃশব্দে; ফাঁক দিয়ে দেখা যায় তার বুকের চামড়ার সতেজ মাখনের মত রং। কুঁজো মাথা নীচু কোরে বোসে কাঠিকুঠি দিয়ে পাখী-ধরা ফাঁদ সারছে; পিয়োতর টানছে নিজের কানের নীচের দিকটা।

'লোককে চটালে শুধু ক্ষতিই হয় আর বাবা তাই কেবল করবে,' বললে পিয়োতর ধীরে ধীরে।

শুকনো কাশি কাশছে এ্যালেক্সি আর গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে সহরের পানে যেন কিছুর প্রতীক্ষায়।

একটা ঘণ্টা বেজে উঠল সহরে।

'বিপদের ঘণ্টা না কি? আগুন?' জিজ্ঞাসা কোরেই এ্যালেক্সি কপালের ওপর হাতের তালু রেখে লাফিয়ে উঠল।

'আগুন কেন হবে? ও হল সময় জানানোর ঘণ্টা।'

এ্যালেক্সি উঠে চোলে যেতে একটু নিস্তব্ধতার পর নিকিটা আস্তে আস্তে বললে,

'কিছু হলেই ও ভাবে আগুন।'

'ও কি রকম বদ-মেজাজী হোয়ে উঠেছে অথচ কত হাসিখুশী ছিল আগে,' সতর্ক মন্তব্য করলে নাতালিয়া।

পিয়োতর, বড় ভাই হিসেবে, ভাই আর বউ দু'জনকেই একটু সূক্ষ্মভাবে বোকে দিল,

'দু'জনেই তোমরা বোকা—ওকে কেউ-ই বুঝতে পারো না। ওর প্রতি তোমাদের দয়া দেখানো মানে ওকে অপমান করা। চল নাতালিয়া, শুয়ে পড়া যাক্।'

এরা দু'জনে চোলে গেল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল নিকিটা; তারপব উঠে বাগানের মধ্যে গ্রীষ্মাবাসে গিয়ে দরজার সিঁড়ির ওপর বোসে পড়ল। এই ঘরেই সে এক গাদা খড়ের ওপর শুয়ে ঘুমোয়। উঁচু তৃণাকীর্ণ জমির ওপর এই গ্রীষ্মাবাসের বেড়ার ওপর দিয়ে দেখা যায় সহরের কালো কালো বাড়ীর গোছা, গির্জা আর আগুন লাগলে সতর্ক কোরে দেবার জন্যে রক্ষিস্তম্ভ। পেয়ালার ঠুং ঠাং আওয়াজ কোরে চাকরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছে টেবিল থেকে। তাঁতীরা চলেছে বেড়ার পাশ দিয়ে—একজনের হাতে মাছ ধরা জাল, একজনের হাতে লোহার হাঁড়ি আর একজন চকমকি ঠুকে পাইপ ধরাবার চেষ্টা করছে। একটা কুকুর ডেকে উঠতেই নিস্তব্ধতা গেল ভেঙে। টাইখন জিজ্ঞাসা করল স্থির কণ্ঠে:

'কে যায়?'

ঢোলকের ওপর টান কোরে লাগানো চামড়ার মত স্তব্ধতার কঠিন বিস্তার পৃথিবীর ওপর। তাঁতীদের পায়ের তলায় মুড়্‌মুড়্‌ কোরে বালি ভাঙার ক্ষীণতম শব্দও কানে বেজে উঠছে অস্বস্তিকর স্পষ্টতায়। রাতের এই নৈঃশব্দ্য নিকিটার কাছে ভারি আনন্দপ্রদ। স্তব্ধতা যত বাড়ে তত সে নাতালিয়ার ওপর মন নিবিষ্ট করে, ততই দেদীপ্যমান হোয়ে ওঠে নাতালিয়ার ভীত-চকিত, বাঞ্ছিত চোখের আলো। বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটছে, সবি নিকিটার অনুকূলে—এ কল্পনা করাও সহজ হোয়ে ওঠে: এই যেমন একটা অমূল্য সম্পদ পেয়ে পিয়োতরকে দিতেই সে নাতালিয়াকে দিয়ে দিল তার হাতে। নয়ত তাদের ডাকাতে আক্রমণ করেছে আর সে এমন অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়েছে যে বাপ-ভাই স্বেচ্ছায় নাতালিয়াকে দিয়ে দিল তাকে পুরস্কার স্বরূপ। আর নয় ত অসুখে বাড়ীর সকলে মারা গেল—বেঁচে রইল শুধু সে আর নাতালিয়া—তখন সে নাতালিয়ার কাছে প্রমাণ কোরে দেবে যে তারি হৃদয়ে ছিল নাতালিয়ার যত সুখ লুকোনো।

তখন মাঝ রাতেরও বেশী। নিকিটা দেখল যে সহরের বাড়ীগুলোর ছাদ আর বাগানের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে নিশ্চল মেঘের মত আর একখানা মেঘ—অতি ধীরে ধূসর-কৃষ্ণ মলিন আকাশে উঠে যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন হোয়ে। পর মুহূর্তেই সেই মেঘ আলোকিত হোয়ে উঠল তলাকার লাল দীপ্তিতে। আগুন লেগেছে বুঝে সে বাড়ীতে ছুটে গিয়ে দেখে এ্যালেক্সি সিঁড়ি দিয়ে পড়ি ত মরি কোরে গোলাঘরের ছাদে উঠছে। নিকিটা, 'আগুন!'

আরও উঁচুতে উঠতে উঠতে ভাই উত্তর দিলে, 'আমি জানি। আর কিছু বলবে?'

উঠোনের মাঝখানে বিস্ময়ে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে কুঁজো এ্যালেক্সির

আগের কথা স্মরণ কোরে বললে, 'তুমি তাহলে আশাই করছিলে।'

'করছিলাম তাতে কি? এই রকম শুকনো খরায় আগুন ত হয়েই থাকে।'

'তাঁতিদের জাগিয়ে দিলে হত না........'

কিন্তু টাইখন তাদের ইতিমধ্যেই জাগিয়ে দিয়েছে; তারা আনন্দে চীৎকার করতে করতে নদীর দিকে একে একে ছুটে চলেছে।

দু ধারে ঢালু ছাদের দুই দিকে পা দিয়ে বোসে এ্যালেক্সি নিকিটাকে বললে, 'এইখানে উঠে আয়। তার কথামত উঠে কুঁজো বললে,

'নাতালিয়া ভয় না পেলেই বাঁচি!'

'পিয়োতর তোর পিঠে যে আর একটা কুঁজ বের কোরে দিতে পাবে সে ভয় নেই বুঝি?'

'না; কেন?' ধীরে শুধোল নিকিটা। উত্তর এল:

'তাহলে ওর বৌ-এর দিকে হাঁ কোরে চেয়ে থাকিস না।'

অনেকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। নিকিটার মনে হচ্ছিল সে বুঝি গড়িয়ে একেবারে মাটিতে পড়ল বোলে।

শেষে চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছ তুমি? তা যদি তুমি ভাব.........'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! বুঝেছি · ভয় পাবার কিছু নেই.' বহুক্ষণ পরে খুসী হোয়ে বলল এ্যালেক্সি। হাতেব তলা দিয়ে সে তাকিয়ে ছিল কম্পমান আগুনের শিখার দিকে। সেই কম্পনে নিস্তব্ধতা ব্যাহত হোয়ে এক রকমের মৃদু গুন্ গুন্ শব্দ হচ্ছে ক্রমান্বয়ে।

উত্তেজিত স্বরে সে বললে, 'ওটা বাস্কির বাড়ী পুড়ছে। ওদের উঠোনে কুড়ি পিপে আলকাৎরা আছে। তবে বাগানখানা আছে বোলে আশেপাশের বাড়ীতে লাগবে না।'

অগ্নি-বিভক্ত দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিকিটা ভাবলে,

'আমাদের দৌড়ে সাহায্য করতে যাওয়া উচিত।' দূরে ঐ লাল আভার মধ্যে গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন লোহা থেকে কেটে বের করা। ছোট্ট ছোট্ট পুতুলের মত মূর্তিরা লাল ভুঁই-এর ওপর ছুটোছুটি করছে, এমন কি তারা যে লম্বা সরু আঁকড়া দিয়ে আগুনে খোঁচা মারছে তাও দেখা যাচ্ছে।

'বেশ বড় আগুন হয়েছে!' বোলে উঠল এ্যালেক্সি অনুমোদনের স্বরে।

'আমি কোনো মঠে চলে যাব,' ভাবলে কুঁজো।

পিয়োতরের তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠ ভাষণ অস্পষ্ট ভেসে এল বাতাসে উঠোন থেকে আর এল ভেসে অলস গতিতে টাইখনের উত্তর। জানলায় সেঁটে দাঁড়িয়েছিল নাতালিয়া ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে আঁকতে।

নিকিটা বোসেই রইল ছাদে। অবশেষে যেখানে আগুন জ্বলেছিল সেখানে রইল শুধু এক গাদা পোড়া কাঠ-কাঠরা—কালো চিমনির চারিদিকে সেগুলো জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগল সোণার মত। তখন সে নীচে নেমে এসে উঠোনের ফটক খুলে বেরুতেই বাপের সঙ্গে লাগাল ধাক্কা। কোট ছিঁড়ে খুঁড়ে, খালি মাথায়, ঝুল মেখে ভিজে ফিরছিল আর্টামোনোব।

নিকিটাকে জোর কোরে আবার ভেতরে ঠেলে দিয়ে অসাধারণ উগ্র কণ্ঠে বলে উঠল আর্টামোনোব, 'কোথায় যাচ্ছিস্?' তারপরেই এ্যালেক্সির শাদা মূর্তি ছাদের ওপর দেখে সে আরও উগ্র আরও অপ্রতিবোধ্য স্বরে বলল, 'ওখানে কি হচ্ছে, এঁ্যা? নেমে আয়। নিজের শরীরের ওপর লক্ষ্য নেই, হাঁদা কোথাকার।'

বাগান পার হোয়ে বাপের ঘরের জানলার নীচে বেঞ্চিতে এসে বসতেই নিকিটা দম্ কোরে দরজা দেওয়ার শব্দ আর তারপরেই বাপের ভোঁতা, চাপা গলা গেল

'নিজের সঙ্গে আমারও সর্বনাশ আর মাথা হেঁট করতে চাও? এ্যাঁ, চাও? শেষ কোরে ফেলব.........'

উত্তরে এ্যালেক্সি ঘ্যান্‌ঘ্যান্ কোরে উঠল, 'তুমি নিজেই ত আমাকে এই পথে ঠেলে দিচ্ছ।'

'থাম্। তোর খুব ভাগ্যি যে লোকটাব মুখ বন্ধ হোয়ে গেল।'

নিকিটা উঠে ধীর পদে বাগানের এক কোণে গ্রীষ্মাবাসে গিয়ে উপস্থিত হল তাড়াতাড়ি।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের সময় আর্টামোনোব ছেলেদের বললে যে আগুন কে লাগিয়ে দিয়েছিল।

'দেখা গেল, লাগিয়েছিল ঐ মাতাল ঘড়ির কারিগর। ফলে যে পরিমাণ মার সে খেয়েছে তাতে তার বাঁচার আশা অল্প। বার্স্কি না কি তার সব হরে-হুম্মে নিয়েছিল আর তার ওপর বার্স্কির ছেলে ষ্টিয়েপকার ওপর তার ছিল রাগ। কদর্য ব্যাপার।'

এ্যালেক্সি নিঃশব্দে দুধ খেয়ে চলেছে: নিজের হাত কাঁপছে দেখে নিকিটা সে-দুখানিকে হাঁটুর মধ্যে পুরে খুব চাপে। তার ভঙ্গী লক্ষ্য কোরে বাপ জিজ্ঞাসা করে:

'ও রকম কোরে কুঁজ বের করছিস্ কেন?'

'শরীরটা কেমন লাগছে।'

'তোমাদের কারও শরীরই ভালো নয় কেবল আমারি যত ভালো,' বোলে রেগে চায়েব গ্লাস না খেয়েই সরিয়ে দিয়ে চোলে গেল আর্টামোনোব।

আর্টামোনোবের ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হয়ে শীগ্‌গিব গোড়ে উঠল এক বসতি। কারখানা থেকে মাইল দেড়েক দূরে, হেদার গাছে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়ের ছাড়া ছাড়া পাইন গাছের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট নীচু খুপরি গজিয়ে উঠল। সে খুপরি গুলোর না আছে উঠোন না

আছে বেড়া। দূর থেকে দেখলে মনে হয় অনেকগুলো মৌমাছির চাক জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। অবিবাহিত এবং পরিবারহীন মজুরদের জন্যে আর্টামোনোব লম্বা ব্যারাক কোরে দিয়েছে। ব্যারাকটার সামনেই একটা অগভীর খাত—এক সময় কোনো নদী বইত এখান দিয়ে। সেটা এখন শুকিয়ে ত গিয়েছেই, তার নামও কারও মনে নেই। ব্যারাকের ওপর একদিকে—ঢালু ছাদ, গরম থাকবে বোলে জানলাগুলো ছোট ছোট; তিনটে চিমনি উঠে গিয়েছে আকাশে। সবশুদ্ধ ব্যারাকটা দেখতে আস্তাবলের মত। তাই মজুরেরা ওটার নাম দিয়েছে 'অশ্বপ্রাসাদ'।

আর্টামোনোবের অহংকার এবং হাঁকডাক বাড়লেও যাকে বলে বড়লোকী চাল তা সে ঠিক অর্জন করতে পারল না। মজুরদের সঙ্গে সাদাসিধে ব্যবহার করত সে, তাদের বিয়ে-অন্নপ্রাশনে যোগ দিত ধর্মপিতাও হোত তাদের ছেলেমেয়েদের। ছুটির দিন বুড়ো তাঁতিদের সঙ্গে গল্প করতে বসত। তারা আর্টামোনোবকে বলত, এমনি পোড়ে রয়েছে যে সব চষা ভূঁই, চাষাদের সেই সব ভূঁয়ে শণ বুনবার সুবুদ্ধি দিতে, আর যে সমস্ত জায়গায় দাবানল হোয়ে গিয়েছে সেখানেও। এতে কাজ হল যথেষ্ট। মনিব দয়া কোরে তাদের কথা রাখায় বুড়ো তাঁতিরা সন্তুষ্ট হল খুব; দেখল যে তাদের মনিবও তাদের মতই চাষ-আবাদ বোঝে, ভালোবাসে। ওর ওপর লক্ষ্মী সদয় হবেন না ত কি।

যুবকদের উপদেশ দিয়ে বলত তারা, 'কেমন কোরে ব্যবসা চালাতে হয় দেখ!'

আর আর্টামোনোব ছেলেদের বলত যে মজুর হিসেবে সহরের লোকেদের চেয়ে চাষীরা অনেক ভালো কাজ বোঝে।

'সহরের লোকেরা দেহে মনে দুর্বল, লোভী অথচ ভীতু। বড় স্থায়ী কিছু তারা গড়তে পারে না। যা করে সব ছোট, ক্ষণস্থায়ী।

এদিকে সংযম বোলে জিনিষ নেই। চাষীরা কিন্তু যা বোঝে তার বাইরে কখনও যায় না; একবার এদিকে একবার ওদিকে তারা হেলে না। বাস্তব তাদের কাছে অতি সরল, যেমন, ভগবান, জার, আর রুটী। এদের সম্বন্ধে তাদের ধারণায় কেনো ফাঁক নেই। একেবারেই সোজা ওরা। ওদের ছেড়ো না। পিয়োতর্, তুমি ওদের সঙ্গে অমন নিষ্প্রাণ কথা বল কেন আর যা বল সবই কাজের কথা? ওতে কোনো কাজ হবে না। যা তা নিয়ে ওদের সঙ্গে বকতে শিখবে, রসিকতা করবে। হাসিখুশী লোককে সহজে বোঝা যায়।'

'রসিকতা করতে আমি জানি না,' বোলে পিয়োতর্ অভ্যাসমত কান টানতে লাগল।

'শিখতে হবে। একটা রঙের কথা বলতে লাগে মিনিট খানেক কিন্তু তার ফল থাকে বহুক্ষণ। এ্যালেক্সিও ওদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে পারে না। ও চেঁচাতে আর দোষ ধরতেই ব্যস্ত।'

এ্যালেক্সি বোলে উঠল বিরক্তিতে, 'কেবল কুঁড়ে আর ঠগ ঐ লোকগুলো।'

'ওদের সম্বন্ধে তুমি অনেক জানো, না? অনেক?' রুষ্ট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল আর্টামোনোব তবু দাড়ির ভেতর মুচকি হেসে সেই হাসি ঢাকল হাত দিয়ে। তার মনে পোড়ে গেল কি না, এ্যালেক্সি কি রকম বুদ্ধিমত্তা দেখিয়েছিল সহরের লোকেদের সঙ্গে সমাধি স্থান নিয়ে এক ঝগড়ার সময়। ড্রায়োমোবের লোকেরা আর্টামোনোবের মজুরদের তাদের গোরস্থানে গোর দিতে আপত্তি করায় তাকে বাধ্য হোয়ে এ্যালডার বনের মধ্যে একখণ্ড জমি কিনে নিজের এক গোরস্থান তৈরী করতে হয়েছে।

সরু, গিঁঠোলো এ্যালডার গাছগুলো নিকিটাতে আর তাতে কাটতে কাটতে টাইখন ভাবছিল, 'গোরস্থান! লোকে জিনিষের ঠিক নাম

দেয় না। গোরস্থানকে আমরা বলি জিরোবার জায়গা অথচ সেখানে থাকি যুগ যুগ ধোরে পোড়ে। বাড়ী ঘর দুয়োর, সহর, এই সবই ত হোল সত্যি জিরোবার জায়গা।'

তার সহজ, নিপুণ কাজ করার ধরণ দেখে নিকিটা। বোঝে যে হঠাৎ গভীর কথা বলার চেয়ে দৈহিক পরিশ্রমে তার বুদ্ধি খোলে ভালো। আর্টামোনোবের মতই বায়ালোব বুঝতে পারে কোনখানে আঘাত করলে সহজে কাজটা হোয়ে যাবে। সেই দুর্ব্বল স্থানটি আবিষ্কার কোরে সে শক্তি প্রয়োগ করে এবং কৌশলে জেতে। তবু আর্টামোনোবে আর তাতে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। নিকিটার বাবা সব কাজেই হাত দেয় উৎসাহের সঙ্গে আর বায়ালোব কাজ করে, করতে ইচ্ছে আছে বোলে নয়, যেন কাজ কোরে কাউকে দয়া করছে এই ভাবে। সে যেন জানে আরও উচ্চতর কাজের যোগ্য সে। তাই সে কথা বলে যে ধরণে কাজও করে সেই ধরণে। যেটুকু কথা বায়ালোব বলে তার মধ্যে থাকে অনুগ্রহ আর একটু যেন ঔদাসীন্য। অথচ সে বলে বেশ, কথাও তার ইঙ্গিতে ভরা।

সে যেন বলে, 'আমি আরও অনেক কিছু জানি, আরও অনেক ভালো কথা বলতে পারি।'

বায়ালোবের কথার ইঙ্গিতে বিরক্ত হয় নিকিটা, ভয় করে তার, আবার মনে তীব্র, অস্বস্তিকর কৌতূহলও জাগে।

'তুমি অনেক কিছু জানো,' নিকিটা বললে তাকে। বায়ালোব রয়ে বোসে উত্তর দিলে,

'শিখবার জন্যেই ত বেঁচে আছি। তবে তাতে কারও কিছু ক্ষেতি নেই; আমার জ্ঞান আমি নিজের কাছেই রাখি। কৃপণের ধন সিন্দুকে তালা দিয়ে রেখেছি; কারও নজরে পড়বে না। তুমি নিশ্চিন্তে থাক।'

তারা ধরতে পারত না, টাইখন কিন্তু বুঝবার চেষ্টা করত লোকে কি ভাবছে। সে শুধু তার মিটমিটে পাখীর মত চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি কারও ওপর স্থাপন কোরেই হঠাৎ এমন সব কথা বোলতে আরম্ভ করত যা তার বলা উচিত নয়। অপরের মগজের চিন্তা সে যেন পোড়ে ফেলতে পারত। নিকিটা ভাবত বায়ালোব যদি তার জিভটা কামড়ে কেটে ফেলে একেবারে অথবা যেমন আঙুল কেটে ফেলেছে তেমনি যদি জিভখানাও ফেলে কেটে! আঙুলটাও তেমন সুবিধে কোরে কাটতে পারে নি। কোথায় কাটবে ডান হাতের আঙুল, তা না কাটল বাঁ হাতের তর্জনী। পিয়োতর্, তার বাবা এবং অন্যান্য সকলেই তাকে বোকা ভাবত; শুধু ভাবত না নিকিটা। তার মনে টাইখন সম্বন্ধে কেবলি জাগত অদ্ভুত কৌতুহল আর ততই বেশী ভয় লাগত তার গালের হাড়-উঁচু দুর্বোধ্য এই চাষাটাকে। বন থেকে একদিন দু'জনে ফিরবার পথে বায়ালোবের একটা আকস্মিক মন্তব্যে ভয় নিকিটার আরও বেড়ে গেল:

'একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছ যে। অদ্ভুত তুমি! ওকে বোলেই দেখনা ওর দয়া হলেও হতে পারে। নাতালিয়াকে দেখলে ত দয়ালু বোলেই মনে হয়।'

কুঁজো দাঁড়িয়ে গেল স্থির হোয়ে, ভয়ে তার হৃৎ-স্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম হোল। পা দুটো যেন পাথর। বিড়্‌বিড়্ কোরে অসংলগ্ন বোকে গেল: 'কাকে কি বলব?'

বায়ালোব তার দিকে একবার তাকিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে দূরে চোলে গেল। নিকিটা এগিয়ে গিয়ে তার জামার হাতা চেপে ধরতেই সে ঘৃণাভরে হাত টেনে নিয়ে বললে,

'হয়কে নয় করার ভাণ করছ কেন?'

বন থেকে যে বার্চের চারাটা তুলেছিল সেটাকে কাঁধ থেকে ফেলে

দিয়ে নিকিটা তাকিয়ে দেখল চারিদিকে ; ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল টাইখনের ঐ খশখশে গালে এক চড় মেরে ওর মুখ বন্ধ কোরে দেয়। টাইখন কিন্তু আধ-বোঁজা চোখে উই দূরে তাকিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বোলে চলল,

'আর সত্যি কোরে দয়ালু না হোলেও ঘণ্টা খানেক দয়ালু হবার ভাণও ত করতে পারবে। মেয়েদের এমনিই কৌতুহল বেশী। অন্য একটা পুরুষ মানুষ কি রকম, চিনির চেয়েও মিষ্টি কি না তা প্রত্যেক মেয়ে মানুষেরই দেখবার ভারি সাধ। আমাদের পুরুষেরা বেশী চায় না। তবু তুমি শুকিয়ে উঠছ। চেষ্টা কোরে বোলে ফেল—মত দিলেও দিতে পারে।'

বন্ধু-সুলভ করুণাতেই কথাগুলো টাইখন বলেছে, ভাবলে নিকিটা। এ রকম বন্ধুত্ব তার কাছে নতুন, অভূতপুর্ব। তার গলা ধোরে এল। তবু মনে হয় টাইখন তাকে এমন উলঙ্গ কোরে দেবার চেষ্টা করছে। 'যত সব বাজে কথা।' বললে সে।

রাত্রের প্রার্থনায় আহ্বান করছে লোকেদের গির্জার ঘণ্টা। কাঁধের ওপর গাছের চারাগুলোকে একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে, মাটিতে লোহার কোদালের বাঁট ঠুকতে ঠুকতে সেই আগের মতই ধীর গলায় কথা বলতে বলতে পথ চলতে লাগল সে।

'আমাকে ভয় পেও না। জানইত তোমাকে দেখে আমার দুঃ হয়। লোক হিসেবে তুমি বেশ, জানবার মত। আর শুধু তুমি কেন, তোমরা আর্টামোনোবেরাই বেশ মজার লোক। পিঠে কুঁজ থাকলে কি হয় তোমার মনটা শরীরের মত নয়।'

অসহ্য দুঃখে পরিণত হোল নিকিটার ভয়, মাথা ঘুরতে লাগল। মাতালের মত সে পথে হুঁচোট খেতে লাগল। ইচ্ছে হচ্ছিল কোথাও শুয়ে পোড়ে বিশ্রাম করে।

'এ কথা আর কাউকে বোলো না,' অনুনয় কোরে বললে নিকিটা।

'বলেছি ত, আমি যা জানি সব সিন্দুকে বন্ধ আছে।'

'ও সব কথা ভুলে যাও। ভুলেও কখনও যেন মুখ থেকে বেরিয়ে না যায়।'

'ওর সঙ্গে আমি কখনও কথা বলি না। আর কি-ই বা তাকে বলব আমি?'

বাড়ী যেতে সমস্ত পথটাই নিঃশব্দে অতিবাহিত করলে তারা। কুঁজোর ঘন নীল চোখ আরও বড়, আরও গোল, আরও বিষণ্ণ হোয়ে ওঠে। লোকজনের দিকে আর সে তাকায় না—তাদের ছাড়িয়ে দূরে চোলে যায় তার দৃষ্টি। আরও চুপচাপ থাকে সে, আরও নগণ্য কোরে তোলে নিজেকে। নাতালিয়া অবশ্য বোঝে কিছু একটা ঘটেছে।

'এত মন-মরা হোয়ে আছ কেন?' জিজ্ঞাসা করলে সে।

'অনেক কাজ করতে হয়,' বোলে তাড়াতাড়ি চোলে গেল নিকিটা। রাগ হোল নাতালিয়ার। দেওর যে আর আগের মত তার ওপর সদয় নেই এ সে আগেই লক্ষ্য করেছে কি না। এই ভাবের জীবনে বিরক্তি ধোরে গিয়েছে নাতালিয়ার। চার বছরে দুটো মেয়ে হয়েছে তার; আবার সে সন্তানসম্ভবা।

'তোমার কেবল মেয়েই হয় কেন বল ত? মেয়ে নিয়ে আমি কি করব?' অসন্তোষ জানায় তার শ্বশুর দ্বিতীয় মেয়েটি হবার সময়; উপহারও আর দেয় না এবার।

পিয়োতরের কাছে বাপ অভিযোগ করে, 'নাতি চাই আমার, নাতনীর বর চাই নে। যারা আমার কেউ নয় তাদের জন্যে ব্যবসা গোড়ে তুলে আমার লাভ?'

শ্বশুড়ের প্রত্যেক কথাটি শোনে আর নাতালিয়া ভাবে তারি কেবল দোষ। স্বামীও যে তার ওপর সন্তুষ্ট নয় তাও সে বোঝে। বিছানায়

তার পাশে শুয়ে নাতালিয়া জানলা দিয়ে দূরে আকাশে তারার দিকে চেয়ে থাকে আর পেটে হাত ঠুকে গোপন প্রার্থনা জানায়:

'ভগবান, একটা ছেলে দাও আমাকে.........'

তবু মাঝে মাঝে তার চীৎকার কোরে স্বামী, শ্বশুরকে বোলতে ইচ্ছে করে:

'আমি ত ইচ্ছে কোরেই এ রকম করছি। তোমাদের শত্রুতা করবার জন্যে আমি শুধু মেয়েরি জন্ম দেব।'

অভাবিত, বিস্ময়কর কিছু করতে সাধ যায় তার—হয় এমন কিছু যাতে লোকে তার প্রতি আরও সদয় হোয়ে উঠবে নয় ত এমন কিছু যাতে সকলেই ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু এমন কি করা যায় তা সে ভেবে পায় না।

ভোর বেলায় উঠে সে নীচে রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধুনীকে প্রাতরাশ তৈরীতে সাহায্য কোরেই ছুটে আবার ওপরে আসে মেয়েকে খাওয়াবার জন্যে। তারপরে এসে শ্বশুর, স্বামী, দেওরদের জন্যে প্রাতরাশ ঠিক কোরে রেখে আবার যায় ছোট মেয়েদের খাওয়াতে। তারপর সে প্রত্যেকের কাপড়-জামায় জোড়াতালি লাগায়। খাওয়ার পরে সে মেয়েদের নিয়ে বাগানে গিয়ে বিকেলে চা খাবার সময় পর্যন্ত সেইখানেই বোসে থাকে। কাঠিতে সূতো জড়াতে জড়াতে মুখ-ফোঁড় মেয়ে মজুরগুলো বাগানের মধ্যে উঁকি মেরে নাতালিয়ার মেয়েদের রূপের সুখ্যাতি করে মন-ভোলানো ভাষায়। হাসলেও তাদের কথায় তেমন বিশ্বাস করতে পারে না নাতালিয়া। তার নিজের চোখেই ওদের সুন্দর লাগে না যে।

মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্যে নিকিটাকে দেখা যায় গাছের ফাঁকে। শুধু নিকিটাই অনুকূল ছিল তার ওপর; আজকাল সেও কাছে এসে বোসতে বোললে অপরাধীর মত উত্তর দেয়: 'মাপ করো সময় নেই।'

কুঁজো হয়ত বন্ধুত্বের ভাণ কোরে পিয়োতরের গোয়েন্দা হোয়ে তার আর এ্যালেক্সির ওপর নজর রাখছে—অলক্ষিতে এই বেদনাদায়ক ধারণা বাসা বাঁধে নাতালিয়ার মনে। আকর্ষণ করে বোলেই এ্যালেক্সিকে ভয় করে নাতালিয়া; সে জানে সুদর্শন দেবর তাকে কামনা করলে সে নিজেকে সামলাতে পারবে না। দেওর কিন্তু তাকে চায় না, লক্ষ্যই করে না। এতেও মনে মনে আহত হয় সে; শত্রুতায় ভোরে ওঠে মন উদ্ধত, প্রগলভ এ্যালেক্সির প্রতি।

পাঁচটায় তারা চা খায়; আটটায় খায় রাতের শেষ খাওয়া। তারপর মেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোরে খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় ফেলে নাতালিয়া। অনেকক্ষণ ধোরে সে নতজানু হোয়ে প্রার্থনা করে। তারপর শুয়ে পড়ে বরের পাশে ছেলে গর্ভে ধরবার আশায়। তাকে পাবার ইচ্ছে হোলে স্বামী শুয়ে শুয়েই বিড়বিড় কোরে ওঠে:

'ওতেই হবে। এস, শুয়ে পড়।'

তাড়াতাড়ি প্রার্থনা শেষ কোরে মাঝ পথেই সে; আজ্ঞাধীন হোয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে, অবশ্য খুব কদাচিৎ পিয়োতব্ মজা মেরে বলে,

'এত প্রার্থনা কর কেন, এ্যাঁ? তুমি যা চাও সবি যদি পাও তাহলে অন্য লোকেদের ভাগ্যে যে আর কিছুই জুটবে না।'

রাত্রে কোনো মেয়ে হয় ত কেঁদে উঠতেই ওর গেল ঘুম ভেঙে। তাকে খাইয়ে চুপ করিয়ে সে জান্‌লায় গিয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধোরে তাকিয়ে থাকে বাগান আর আকাশের পানে আর নির্বাক ভাবনায় ডুবে যায়। স্বামী, নিজে, শ্বশুর, মা সকলের সম্বন্ধেই ভাবে সে, আর ভাবে যে দিনটা অলক্ষ্যে শেষ হোয়ে যাচ্ছে সেই দিনে তার জীবনে যা কিছু ঘটেছে সব সম্বন্ধে। দিনের বেলার কোনো শব্দই কানে আসে না এখন। সেই সব গলার আওয়াজ, মজুরণীদের কখনও ম্লান

কখনও উৎফুল্ল গানের ধ্বনি আর কারখানার নানান রকম চঞ্চল শব্দের একটানা গুনগুনুনি—কিছুই নেই রাতে। অদ্ভুত লাগে। অথচ এই কারখানারি অবিরাম, ক্ষিপ্র একঘেয়ে আওয়াজ তার দিন ভরিয়ে রাখে—প্রতিধ্বনি ভেসে আসে বাড়ীর মধ্যে, গাছের পাতায় তোলে মর্মর ধ্বনি, জানলার কাঁচে লাগায় সস্নেহ স্পর্শ—কাজের একটানা সুর ব্যস্ত কোরে রাখে নাতালিয়ার মন, ভাবতে দেয় না তাকে।

কিন্তু রাতের এই স্তব্ধতায়, সব জীবই যখন সুষুপ্ত তখন তার মনে আসে নিকিটার বলা সেই সব রক্ত-হিম-কোরে-দেওয়া গল্প– তাতারদের হাতে বন্দিনী নারীদের অথবা পূত-চরিত্র সাধুদের আর ধর্মের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের গল্প। যে সব লোকেরা সুখে স্বচ্ছন্দে, আমোদে জীবন কাটায় তাদের গল্পও মনে পড়ে তার, তবে যাতে মনে আঘাত লাগে সেই সব গল্পই যেন জোর কোরে মনে আসে।

শ্বশুর তার দিকে এমন কোরে চেয়ে থাকে যেন সে একটা দেহ-হীন শূন্য। এতে মনে কিছু করে না নাতালিয়া। কিন্তু কখনও সখনও যাওয়া-আসার পথে কি ঘরের মধ্যে মুখোমুখি দেখা হোয়ে যায় তার সঙ্গে। তখন আর্টামোনোর নির্লজ্জ দৃষ্টি দিয়ে তার বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত যেন তলিয়ে দেখে আর বিদ্বেষে ঘোঁৎঘুঁতিয়ে ওঠে।

স্বামীর ব্যবহার নীরস, নিষ্প্রাণ। কখনও কখনও তার দিকে এমন কোরে তাকায় পিয়োতর্ যেন সে পেছনের কিছু দেখতে তাকে বাধা দিচ্ছে। জামা-কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ার বদলে সে প্রায়ই অনেকক্ষণ ধোরে বিছানার ধারে বোসে এক হাতে বালিশে ভর দিয়ে অন্য হাতে হয় কান টানতে থাকে নয় গালের দাড়িতে হাত বোলাতে থাকে—দেখলে মনে হয় তার বুঝি দাঁত বেদনা করছে। প্রায়ই সে আবার তার কুশ্রী মুখে এমন ভ্রূকুটি করে, বিষাদেই হোক আর রাগেই হোক যে, সে সময় নাতালিয়ার বিছানায় শুতে ভয় লাগে: বেশী কথা

বলে না পিয়োতর্ আর যাও বা বলে তাও ঘর-গৃহস্থালি সম্বন্ধে। চাষী-জমিদারের গল্প আগের চেয়ে আরও কম করে সে, আর নাতালিয়াও সে সব বড় বোঝে না। শীতের, বড়দিনের আর ইস্টারের ছুটিতে নাতালিয়াকে সে সহরে গাড়ী কোরে বেড়াতে নিয়ে যায়। তখন মস্ত কালো পালের ঘোড়াটাকে জোতা হয় শ্লেজ গাড়ীতে। তার তামাটে হলদে চোখ লাল শিরায় ডোরাকাটা। সব সময় সে রেগে মাথা দোলায় আর সশব্দে হাঁচে। নাতালিয়ার ভয় লাগত পশুটাকে; টাইখন সেই ভয় দিত আরও বাড়িয়ে:

'জমিদারের ঘোড়া; মনিব বদল হওয়ায় চোটে গিয়েছে।'

মাঝে মাঝে মা দেখতে আসত। মায়ের চোখে আহ্লাদের ঝলক দেখে মায়ের স্বাধীন জীবনকে হিংসা হত নাতালিয়ার। তার হিংসা আরও তীব্র আরও কষ্টদায়ক হোয়ে ওঠে যখন তার চোখে পড়ে শ্বশুড়ের প্রগলভ হাসি-ঠাট্টা আর প্রিয়ার দিকে সপ্রণয় চোখে তাকিয়ে তৃপ্তিতে দাড়ি চোমড়ানো। উলিয়ানা আবার মাজা দুলিয়ে, নির্লজ্জ ভঙ্গীতে আর্টামোনোবকে রূপ দেখিয়ে ময়ুরীর মত ঠমক কোরে চোলে বেড়ায়। আর্টামোনোবের সঙ্গে তার অবৈধ সম্বন্ধের কথা সহরের লোকে অনেক দিন থেকেই জানত বোলে উলিয়ানাকে যথেষ্ট নিন্দে ত তারা করতই, এড়িয়েও চলত। যে সব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা বন্ধু ছিল নাতালিয়ার তাদের আসা-যাওয়া বারণ হোয়ে গেল। সে যে চরিত্রহীনার মেয়ে, কোথাকার এক অপরিচিতের ছেলের বউ, আর অহংকারে ফুলে-ওঠা এক গোমরা-মুখোর বউ। তাই কুমারী যখন ছিল তখন যে সব ছোটখাটো আনন্দ ছিল তার জীবনে, পাবার সম্ভাবনা নেই বোলে সেগুলো এখন মহৎ, অপূর্ব ঠেকে তার কাছে।

আগে এত সোজা মানুষ ছিল তার মা আর এখন এত ধূর্ত, এত ঠগ হয়েছে যে দেখে নাতালিয়ার বড় মন খারাপ হোয়ে যায়।

পিয়োতরকে যে উলিয়ানা ভয় করে তা পিয়োতরের কাছ থেকে ঢাকবার জন্যে উলিয়ানা তার ব্যবসা বুদ্ধির তারিফ করে। আর এ্যালেক্সির অবজ্ঞার দৃষ্টিকেও নিশ্চয় ভয় করে সে; তা না হোলে ওর সঙ্গে অত সস্নেহ হাসি-তামাসাই বা করে কেন, অত চুপি-চুপি কথাই বা বলে কেন আর কেনই বা উপহার দেয় প্রায়ই। এ্যালেক্সির নামের দিনে (যে মহাপুরুষের নামানুসারে নাম রাখা হয় তাঁর উৎসবের দিনে) উলিয়ানা তাকে এক চায়না-ঘড়ি উপহার দিল। ঘড়ির ওপর কয়েকটি ভেড়া আর একটী পুষ্প-সজ্জিত নারী খোদাই করা। সবাই অবাক হোয়ে গেল সুন্দর, পরিপাটী জিনিষটী দেখে।

মা ব্যাখ্যা করলে, 'তিন রুবলের দেনা শোধ করতে এটি আমাকে দিয়েছে একজনা। ঘড়িটা পুরোনো ধরণের, চলে না। এ্যালেক্সির বিয়ে হলে বাড়ী সাজানোর কাজে লাগবে।'

'আমি ত বাড়ী সাজাতে পারতাম,' ভাবলে নাতালিয়া।

তার গেরস্থালির খুঁটিনাটি নিয়েও আবার খোঁজ-খবর করত তার মা।

অভ্যস্ত একঘেয়ে ধরণে বলত সে, 'রবিবার ছাড়া অন্যদিন টেবিলে গামছা দিস্ না। দাড়ি-গোঁফ মুছে একেবারে নোংরা কোরে ফেলে ওরা।'

যে নিকিটাকে আগে তার ভালো লাগত এখন তার দিকে উলিয়ানা তাকায় দুই ঠোঁট চেপে; এমনভাবে তাব সঙ্গে কথা বলে যেন সে বাড়ীর সরকার, অসাধুতার জন্যে ধরা পড়েছে। মেয়েকে পর্যন্ত সাবধান কোরে দেয়,

'দেখিস, ওকে যেন প্রশ্রয় দিস্ না। কুঁজোরা বড় ধূর্ত্ত হয়।'

একাধিকবার নাতালিয়া মনে করেছে মায়ের কাছে স্বামীর নামে অভিযোগ করবে: স্বামী তাকে বিশ্বাস করে না, কুঁজোটাকে রেখেছে

তার ওপর পাহারা দিতে। তবু কিসে যেন তাকে বলতে দেয় না।

নাতালিয়ার সব চেয়ে খারাপ লাগত তার দাম্পত্য জীবনের গোপনীয় খুঁটিনাটি সম্বন্ধে মায়ের কৌতুহলী প্রশ্ন। ছেলের জন্ম না দিতে পারায় অন্ত সকলের মতই অস্বস্তি বোধ কোরে উলিয়ানা হাসিতে সজল চোখ আধখানা বুঁজে, চাপা গলায় বেড়ালের মত ঘড়ঘড়্ শব্দ কোরে মেয়েকে ছুঁড়ে মারে ভোঁতা, নির্লজ্জ প্রশ্ন। কৌতুহলে উত্তেজিত তার মাকে শ্বশুর যখন জিজ্ঞাসা করে:

'উলিয়ানা, গাড়ী জুতব?' তখন নাতালিয়া খুসী হয়।

'হেঁটেই যাব।'

'বেশ। তাহলে আমি আসছি তোমার সঙ্গে।'

চিন্তিতমুখে বললে পিয়োতর্, 'তোমার মা খুব চালাক মেয়েমানুষ। বাবাকে কেমন ধোরে রেখে দিয়েছে! এখানে যখন থাকে তখন বাবা বেশ সদয় হোয়ে ওঠে। ও বাড়ীখানা বিক্রী কোরে দিয়ে এখানে এসে যদি থাকে ত বেশ হয়।'

নাতালিয়ার বলতে ইচ্ছে হয়, 'না, তা করা উচিত হবে না,' কিন্তু সাহস হয় না। মাকে লোকে ভালোবাসে, মা সুখী, এই ভেবে তার আরও মন খারাপ হোয়ে যায়।'

ঝোপের ওদিকে স্নানের বাড়ীর কাছে নিকিটা আর টাইথন কাজ করতে করতে কথা বলে; বাগানের ধারে জানলায় কিংবা বাগানে সেলাই নিয়ে বসলে নাতালিয়ার কানে আসে তাদের কথাবার্তার টুকরো। টাইথনের ধীর কথাগুলো কারখানার মৃদু একটানা ধ্বনির মধ্যে দিয়ে ছেঁকে আসে।

'লোকেই ত বিরক্তি ধরায়। ওরা এক জায়গায় জড়ো হোয়ে ভীড় করে আর তখনই বিশ্রী লাগতে সুরু হয়।'

'কথাটা কি সত্যি!' ভাবে নাতালিয়া কিন্তু নিকিটার খুসী ভরা

কণ্ঠস্বরে তিরস্কার ধ্বনিত হয়:

'কি যা তা বকছ। নাচ, খেলাধূলা—এগুলো, এগুলো সম্বন্ধে কি বলতে চাও? লোক না থাকলে ত আমোদই হয় না।'

'সে কথাও ত সত্যি,' আশ্চর্য হোয়ে স্বীকার করে নাতালিয়া।

নাতালিয়া দেখে প্রত্যেকেই বেশ নিশ্চয়তার সঙ্গে কথা বলে, আর প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো বিষয়ে বেশ গভীর জ্ঞান আছে। সোজা, সরল কথা ঠিক ঠিক বসাতে পারলেই প্রত্যেকের কাছে সেটা গভীর সত্যের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা বোলে প্রতিভাত হয়। প্রত্যেক লোকই নিজের মত কথা বলে, আর কারও মত নয়। কথা দিয়ে মানুষ নিজেকে সাজায়; খেলনার মত কথা বাজায় মানুষ; রূপোর, সোণার ঘড়ির চেনের মত কথা নিয়ে খেলা করে তারা। কিন্তু খেলবার মত কথা নাতালিয়ার নেই, কিছুই নেই যা দিয়ে সে নিজের চিন্তাকে সাজিয়ে বের করতে পারে। তার ভাবনাগুলো তাই হেমন্তের কুয়াসার মত অস্পষ্ট হোয়ে নাগাল এড়িয়ে বেড়ায়; তাদের ভার চেপে বসে তার মনে, বুদ্ধিকে দেয় মলিন কোরে, আর ততই সে ক্ষোভে, দুঃখে আপন মনে ভাবে:

'আমি বোকা, আমি কিছু জানি না, কিছু বুঝি না.... '

'ভালুকটা যাদুকর, কোথায় মধু আছে ঠিক জানতে পারে,' স্বগতোক্তি করে টাইথন ট্যাপারী ঝোপের মধ্যে থেকে।

'ঠিক বলেছে ত,' ভাবে নাতালিয়া আর এ্যালেক্সি কি কোরে তার সাধের ভালুকটাকে মেরে ফেলেছে মনে কোরে ভয়ে শিউরে ওঠে। তের মাস বয়েস পর্যন্ত সেটা পোষা কুকুরের মত অনুগত হোয়ে সারা উঠোনে ছুটোছুটি কোরে বেড়াত। রান্নাঘরে ঢুকে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে, মজার চোখ পিট্‌পিট্‌ কোরে রুটি চাইত সে। দেখলে হাসি পেত। স্বভাবটি ভারি শান্ত, ভালো ব্যবহারে

সাড়া দিত। সবাই ভালোবাসত তাকে। নিকিটা তার এত প্রিয় হোয়ে উঠেছিল যে সেই তার দেখাশোনা করত; লোমের জট ছাড়িয়ে দিত, নদীতে নিয়ে যেত স্নান করাতে। সে কোথায়ও গেলে ভালুকটা প্রথমে নাক উঁচু কোরে বাতাস শুঁকত উদ্বেগে, তারপর উঠোনের চারিদিকে ছোঁক ছোঁক কোরে ঘুরে নিকিটার অফিস ঘরের জানলার কাঁচ চাড় দিয়ে ভেঙে ঘরে ঢুকত জোর কোরে। নাতালিয়া তাকে চিটে গুড় মাখিয়ে গমের ময়দার রুটি খাওয়াতে ভালোবাসত। ভালুকটা আবার নিজে নিজেই গুড়ের পেয়ালায় রুটি ডুবোতে শিখেছিল। আনন্দে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে, লোমশ পায়ের ওপর তুলে তুলে সে রুটির টুকরো পুরে দিত দাঁতে-ভরা লাল মুখের মধ্যে আর মিষ্টি, আঠালো থাবাখানা চাটত। তারপর ছোট্ট সদয় চোখে আনন্দ ঝরিয়ে নাতালিয়ার কোলের মধ্যে মাথা পুরে দিয়ে তাকে খেলতে আহ্বান করত। কথা পর্যন্ত বলা চলত এই মনোহর জন্তুটার সঙ্গে; এর মধ্যেই সে কথা বুঝতে শিখেছিল।

এ্যালেক্সি এক দিন ওকে খেতে দিল বোদকা। বোদকা খেয়ে, নেচে কুঁদে ডিগবাজি খেয়ে, মাতাল ভালুকটা স্নানের ঘরের ছাদের ওপর উঠে টানাটানি কোরে চিমনি ত ভেঙে ফেলতে লাগলই টুকরো টুকরো কোরে; ইঁটগুলো গড়িয়ে ফেলে দিল নীচে। একদল মজুর জড়ো হোয়ে ভালুকের কীর্তি দেখে ত হেসেই খুন। সেই থেকে লোকেদের আমোদের সুযোগ দেবার জন্যে এ্যালেক্সি প্রত্যেক ছুটির দিনেই মদ খাওয়াতে লাগল তাকে। শেষে ভালুকটা নেশায় এমন অভ্যস্ত হোয়ে উঠল যে, কোনো মজুরের গা দিয়ে মদের গন্ধ বেরুলেই সে ছুটত তার পেছন পেছন আর এ্যালেক্সিকে ত উঠোন দিয়ে যেতে দেখলেই ধাওয়া করত। গলায় চেন দেওয়া হোল তার। ঘর ভেঙে বেরিয়ে শূন্যে থাবা তুলে, মাথা নাড়তে নাড়তে সে উঠোনে ঘুরে

বেড়াতে লাগল গলায় শিকল নিয়ে আর শিকলের গোড়ায় এক খুঁটি ঝুলিয়ে। ধরতে গেলে সে টাইখনকে দিলে আঁচড়ে, মোরোজোব বোলে একজন মজুরকে দিলে মাটিতে ফেলে আর নিকিটার উরুতে বসিয়ে দিলে এক থাবা। তখন এ্যালেক্সি এসে তাড়া কোরে শিকারের বরশা দিলে তার পেটে বসিয়ে। জানলা থেকে নাতালিয়া দেখল ভালুকটা পেছনের পায়ের ওপর ভেঙে পড়তে পড়তে সামনের থাবা দুটো তুলে যেন সমবেত ক্রুদ্ধ জনতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। কে একজন দয়া কোরে এ্যালেক্সির হাতে একখান ধারালো ছুতোরের কুড়ুল দিতেই নাতালিয়া দেখল সুঁচোল দাড়ি নিয়ে তার দেওরটি লাফিয়ে গিয়ে প্রথমে ভালুকটার এক থাবায় তারপর আর এক থাবায় আঘাত করল সেই কুড়ুল দিয়ে। যন্ত্রণায় গোর্জে উঠে ভালুকটা দীর্ণ-বিদীর্ণ থাবার ওপর পোড়ে যেতেই রক্ত ছিটকে পড়ল এদিক ওদিক, পায়ে মাড়ানো মাটি ভোরে উঠল লাল লাল দাগে। মাথার ওপর আর এক আঘাতে সে করুণ আর্তনাদ কোবে উঠল আর তার পরেই দুই পা ফাঁক কোরে দাঁড়িয়ে, এক খণ্ড কাঠ যেমন কোরে চেরে তেমনি কোরে, ভালুকটার ঘাড়ে মারল এক কুড়ুল আর জানোয়ারটা পোড়ে গিয়ে নিজের নাক ডুবিয়ে দিল নিজেরি রক্তে। হাড়ের মধ্যে এমন গিঁতে গিয়েছিল কুড়ুলখানা যে এ্যালেক্সিকে তার লোমশ মৃতদেহের ওপব পা দিয়ে চাড় মেরে তবে খুলির ভেতর থেকে কুড়ুল বার করতে হল। ভালুকটার জন্যে দুঃখু হল নাতালিয়ার মনে কিন্তু আরও বেশী দুঃখ হল এই দেখে যে তার চালাক চতুর, গোঁয়ার, বাবু দেওরটি তাকে একেবারেই আমল না দিয়ে আর একটা হতচ্ছাড়া মেয়েমানুষের পেছনে ঘুরছে।

সাহস ও নৈপুণ্যের জন্যে সুখ্যাতি করলে তাকে ভায়েরা; বাপ কাঁধে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল:

'আর তুই বলিস কি না তোর অসুখ? বা····· বা······'

নিকিটা কিন্তু পালিয়ে গেল উঠোন থেকে আর নাতালিয়া এত কাঁদতে লাগল যে বিস্ময়ে বিরক্তিতে স্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করলে,

'তোমার সামনে যদি মানুষ খুন করে কেউ, তুমি কি কর তাহলে?'

শিশুকে যেমন তাড়া দেয় লোকে তেমনি তাকে তাড়া দিয়ে উঠল পিয়োতর্,

'কোথাকার হাঁদা! থাম বলছি!'

নাতালিয়া ভাবলে পিয়োতর্ বুঝি তাকে মারবে তাই কান্না বন্ধ কোরে সে ভাবতে লাগল তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রির কথা—সেদিন কত ভীরু, কত স্নেহময় মনে হয়েছিল পিয়োতরকে। এখনও অবশ্য মার তাকে খেতে হয় নি স্বামীর হাতে যেমন অন্য মেয়েদের হয়। কান্না চেপে তাই সে বললে,

'আমাকে ক্ষমা করো। ভালুকটার জন্যে ভারী দুঃখু হয়েছিল তাই।'

'তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত আমার জন্যে, ভালুকটার জন্যে নয়,' বললে সে আরও নীচু আরও শান্ত গলায়।

প্রথম যখন মায়ের কাছে স্বামীর রূঢ়তা নিয়ে অভিযোগ করেছিল নাতালিয়া, মা বলেছিল,

'পুরুষেরা মৌমাছি আর আমরা হচ্ছি ফুল। আমাদের কাছ থেকে মধু সঞ্চয় কোরে নিয়ে যায় ওরা। এই কথা মনে রেখে ধৈর্য ধরতে হবে, মা। পুরুষদের হাতেই সব, তাদের দায়িত্বও আমাদের চেয়ে বেশী —তারা গির্জা গড়ে, কারখানা গড়ে। পোড়ো জমির ওপর তোমার শ্বশুর কি গোড়ে তুলেছে দেখেছ?'

আর্টামোনোব বোধ হয় আগেই বুঝতে পেরেছিল যে তার আর পরমায়ু বেশী দিন নেই। তা না হলে এমন উন্মত্ত ক্ষিপ্রতায় সে

ব্যবসা এমন ফাঁপিয়ে, জমিয়ে তুলবে কেন? সেণ্ট নিকোলাসের উৎসবের দিনের কয়েক দিন আগে মে মাসে দ্বিতীয় আর একটা কারখানার জন্যে আর একটা বাষ্পীয় বইলার এসে গেল। বাটারাকশার সবুজ কর্দমাক্ত জল যেখানে এসে মন্থর গতিতে ওকায় পড়ছে সেইখানে ওকার সৈকতে বইলারটা এনে রাখা হয়েছে মস্ত নৌকোয় কোরে। এর পরের মস্ত কাজ হচ্ছে সেটাকে সাড়ে তিন শ' গজ বালির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে তোলা। বোদকা আর বিয়ার সহযোগে সেণ্ট নিকোলাসের উৎসবের দিন আর্টামোনোব এক ঢালাও ভোজের আয়োজন করল কারখানার মজুরদের জন্যে। টেবিল পাতা হল উঠোনে; মেয়েরা ফার, বার্চের ডাল পাতা আর বাসন্তিক ফুলের গুচ্ছ দিয়ে সাজিয়ে দিল জায়গাটা। নানা-রঙা পোষাক পরেছে বোলে তাদের নিজেদেরও দেখাচ্ছিল ফুলের মত। নিজের পরিবারবর্গ এবং আর কয়েকজন অতিথির সঙ্গে গৃহকর্তা বোসেছে একটা টেবিলে বুড়ো তাঁতিদের সঙ্গে আর বেশ ঝাঁঝালো রসিকতা করছে মুখরা মজুরণীদের সঙ্গে; এরা কাঠিমে সুতো জড়ায়। প্রচুর মদ খাচ্ছে আর্টামোনোব আর সুকৌশলে অন্যান্য মজায় মাতিয়ে তুলছে।

'আরে, ভাইসব! আমরা আছি ভালো, কি বল। হাত দিয়ে সাদাকালো দাড়ি দু ভাগ করতে করতে উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠছে সে।

তার ব্যবহারের যে সবাই তারিফ করছে এ সম্বন্ধে সে বেশ সচেতন। তাই নিজের চরিত্রে নিজেই মুগ্ধ হোয়ে সে আরও আনন্দে মেতে উঠতে লাগল। সে যেন বসন্তের দিনের উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস। তৃণ-পত্রের প্রগলভ আবরণে, হরিৎ শোভায় ভরা পৃথিবীর ওপর বার্চ আর তরুণ পাইন গাছ তাদের সোনার প্রদীপ যেমন তুলে দেয় নীল আকাশে আর গন্ধে ভরে বাতাস, তেমনি নিজেকে আজ ছড়িয়ে দিচ্ছে আর্টামোনোব।

বসন্ত এবার এসেছে আগেভাগেই; এর মধ্যেই বার্ড-চেরী আর লাইলাক গাছে ফুল ফুটেছে। চারিদিকে উৎসব, আনন্দ। মানুষও যেন সেদিন তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করেছে।

বুড়ো তাঁতি বোরিস্ মোরোজোব আসন থেকে উঠে দাঁড়াল— ছোট্ট ক্ষীণ, বৃদ্ধ সে, মড়ার মত শাদা ফ্যাকফেকে, মোমের মত মুখ সবুজ-ধূসর দাড়িতে লুকোনো। ষাট বছরের বুড়ো তার বড় ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে, লম্বা, মাংসহীন একখানা হাত শূন্যে নেড়ে হিংস্র কণ্ঠে বলতে লাগল:

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, নব্বুই আমার বয়েস। নব্বুই কি, তারও বেশী। তাক লেগে যাচ্ছে বোধ হয়! যখন সন্মি ছিলাম তখন আমি পুগাচোবের বিপক্ষে লড়েছি, প্লেগের বছব মস্কৌর বিদ্রোহে যোগ দিয়েছি। তারপর! তারপর লড়েছি বোনাপার্টির সঙ্গে……'

'আর পীরিত করেছ কার সঙ্গে?' তার কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল আর্টামোনোব। মোরোজোব কালা কি না।

'কেন, তুই বউ-এর সঙ্গে; তা ছাড়া আরও অনেকের সঙ্গে। দেখ না আমার দিকে চেয়ে। আমার সাত ছেলে, দুই মেয়ে, উনিশ জন নাতি, পাঁচ জন নাতির ছেলে। এই হল আমার বুনুনি। ঐ ত সব দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনেই—সবাই তোমার কারখানায় খাটে……'

'আরও জন কয়েক দাও না আমাদের!' চেঁচিয়ে উঠল ইলিয়া।

'হবে হবে, আরও হবে। তিনজন জার আর তিনজন জারিনাকে মরতে দেখেছি আমি। কি বলবে এইবার বল? যতগুলো মনিবের কাজ আমি করেছি সব ক'টা মরেছে, আমিই কেবল বেঁচে আছি। আর কত কাপড় যে বুনেছি! তুমি খাঁটি লোক, ইলিয়া আর্টামোনোব, দীর্ঘজীবি হও! তুমি মনিব হয়েও কাজ ভালোবাস আর কাজও তোমায় ভালোবাসে। লোকজনদের তুমি চটাও না। তুমি আমাদের

ঝাড়ের-ই লোক; এগিয়ে চলো! লক্ষ্মীই তোমার বউ, আর কেউ নয়। অন্য কেউ তোমার সর্বনাশ কোরে সোরে পড়ে, লক্ষ্মী তা করে না। চল, এগিয়ে চল, স্যাঙাৎ! ভগবান তোমার সহায়। আমি বলছি ভগবান তোমার সহায়।'

এত বিচলিত হোয়ে পড়ল আর্টামোনোব যে তাকে কোলে কোরে তুলে চপাং কোরে এক চুমু খেয়ে বসল:

'ঠিক বোলেছ, ভাই, ঠিক বোলেছ! তোমাকে আমি স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ কোরে দেব।'

লোকে হেসে চেঁচিয়ে একেবারে গাঁ মাথায় করছিল আর বুড়ো মাতাল মোরোজোব তাদের মাথার ওপর শূন্যে উঠে কঙ্কালসার হাত নেড়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে খিল খিল কোরে হাসছিল:

'যা করবে ইলিয়া সবি ওর নিজের মত। আর কারও মত নয়।'

উলিয়ানা বাইমাকোবা নির্লজ্জ হোয়ে আবেগের চোখের জল মুছে ফেলছিল গাল থেকে।

'কি মজাই করছে বাবা!' নাতালিয়া বললে মাকে।

'আনন্দ দেবার জন্তেই ওর মত লোক ভগবান সৃষ্টি কবেন,' নাক ঝেড়ে মা উত্তর দেয়।

'লোকের সঙ্গে কেমন কোরে ব্যবহার করতে হয়, শেখ,' বললে আর্টামোনোব ছেলেদেরকে; 'এই পিয়োতর্, দেখ!'

খাওয়া-দাওয়ার পর, টেবিল সরানো হলে, মেয়েরা স্থরু করল গান আর পুরুষেরা শক্তি পরীক্ষা করতে লাগল কুস্তি কোরে আর দড়া টেনে। আর্টামোনোব যোগ দিচ্ছে সব তাতেই—নাচছে, কুস্তি করছে। হোই-হুল্লোড় চলল সারা রাত। প্রত্যূষের প্রথম আলোকরেখার সঙ্গে, সত্তর জন পানোন্মত্ত মজুরের এক দল আর্টামোনোবের নেতৃত্বে, শিস্ দিতে দিতে, গান গাইতে গাইতে, কাঁধে মোটা রলা আর ওকের

হুঁড়কো আর দড়া নিয়ে, ওকার ধারে চলল এক দল লুঠেড়ার মত তাদের পেছন পেছন চলল নেঙচাতে নেঙচাতে সেই বুড়ো তাঁতিটা।

নিকিটাকে বিড়বিড় কোরে বললে সে, 'ও ঠিক ঠেলে উঠবে; আমি বলছি ঠেলে উঠবে······'

স্থূল, লালচে, মুণ্ডহীন ষাঁড়ের মত রাক্ষসটাকে বজরা থেকে তীরে ত নামানো হলো। বালির ওপর পাটাতন পেতে তার ওপর মোটা রলাগুলো সাজিয়ে দেওয়া হল। এইবার বইলারটার চারদিকে দড়া জড়িয়ে সকলে এক সঙ্গে হাঁই-হুঁই কোরে সেটাকে ঠেলবার চেষ্টা করতে লাগল রলার ওপর দিয়ে। হেলতে দুলতে চলতে লাগল বইলার এগিয়ে। তার প্রাণহীন গোল দুটো চোয়াল, নিকিটার মনে হল, যেন লোকগুলোর শক্তির এই প্রফুল্ল প্রকাশের দিকে হাঁ কোরে চেয়ে আছে। আর্টামোনোবও মাতাল হয়েছে। সেও টানছে বইলারটা।

ঝাঁকানির মাঝে মাঝে সে চীৎকার কোরে উঠছে, 'অত জোরে নয়, অত জোরে নয়।'

লৌহ দৈত্যটার লাল গায়ে এক চাপড় মেরে সে যোগ করে,

'চল বইলার, চল!'

কারখানা থেকে যখন এক শ' কুড়ি গজেরও কম দূরে তখন বইলারটা অসাধারণ জোরে কাৎ মেরে ধীরে ধীরে সামনের রলার ওপর থেকে পিছনে বালিতে পড়ল নাক থুবড়ে।

নিকিটা দেখল তার গোল চোয়ালের ঘায়ে ধূসর ধূলো ছড়িয়ে গেল আর্টামোনোবের পায়ের ওপর। রেগে ভীড় কোরে এল লোকগুলো প্রকাণ্ড জড় পদার্থটার নীচে একটা রলা চালিয়ে দেবার চেষ্টায়। কিন্তু ক্লান্ত হোয়ে পড়েছে তারা। বইলার সেই যে মাথামুড় গুঁজে পড়েছে আর উঠবার নামটি করছে না। তারা যত চেষ্টা করছে ততই সে যেন আরও মাটি নিচ্ছে। হাতে হুঁড়কো নিয়ে মজুরদের মধ্যে হন্তদন্ত

হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর্টামোনোব আর মাঝে মাঝে বোলে উঠছে:

'সবাই হাত লাগিয়ে, ভাই! হেঁইও!'

অনিচ্ছায় বইলারটা একটু নোড়ে আবার পুঁতে গেল আরও গভীর হোয়ে, আর নিকিটা দেখল, মজুরদের ভীড়ের মধ্যে থেকে আর্টামোনোব কি রকম অদ্ভুত ভঙ্গীতে হেঁটে বেরিয়ে আসছে। তার মুখের চেহারাও অদ্ভুত। চলতে চলতে সে দাড়ির নীচে হাত পুবে দিয়ে গলা চেপে চেপে ধরছে আর এক হাত দিয়ে অন্ধ লোকের মত পথ হাঁৎড়ে চলছে। বুড়ো তাঁতিটা তার পেছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে আর চীৎকার করছে:

'খানিকটা মাটি খেয়ে ফেল, খানিকটা মাটি!'

বাপের কাছে ছুটে গেল নিকিটা।

আর্টামোনোব কেশে খানিকটা রক্ত তুলে,

'রক্ত!' বললে নিস্তেজ গলায়।

তার মুখ হয়ে গেল পাংশু বর্ণ, চোখ দুটো পিট্‌পিট্ করতে লাগল ভয়ে, চোয়াল লাগল কাঁপতে। তার সমগ্র প্রাণবন্ত মস্ত দেহটাই যেন কুঁকড়ে গেল ভয়ে।

বাহু ধোরে নিকিটা জিজ্ঞাসা করলে, 'লেগেছে বুঝি কোথাও?' টাল সামলাতে গিয়ে ধাক্কায় নিকিটাকে সরিয়ে দিয়ে আর্টামোনোব বললে নিম্নস্বরে,

'বোধ হয় কোনো শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে।'

'বলছি খানিকটা মাটি........'

'বক্ বক্ কোরো না! সোরে যাও!'

আবার খানিকটা রক্ত উঠল মুখ দিয়ে।

আপন মনে বললে আর্টামোনোব উদ্‌ভ্রান্ত হোয়ে,

'রক্ত বেরুচ্ছে। উলিয়ানা কোথায়?'

কুঁজো ছুটে যেতে চাইল বাড়ীতে। জোর কোরে তার কাঁধ ধোরে, মাথা নীচু কোরে কোনোরকমে পা টেনে টেনে চলতে লাগল আর্টামোনোব। দেখলে মনে হচ্ছে সে বুঝি কান পেতে পায়ের তলায় বালি-ভাঙার মুড়মুড় শব্দ শুনবার চেষ্টা করছে মজুরদের ক্রুদ্ধ চীৎকার সত্ত্বেও।

গভীর নদীর ওপর পাতা একখণ্ড কাঠের ওপর দিয়ে যেন চলছে আর্টামোনোব অতি সতর্ক হোয়ে গৃহাভিমুখে আর জিজ্ঞাসা করছে, 'আমার হল কি, এ্যাঁ?' উলিয়ানা বাড়ীব সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল। নিকিটা লক্ষ্য করল যে তার বাপের দিকে তাকাতেই উলিয়ানার সুন্দর মুখখানা একবার বাঁ দিকে একবার ডান দিকে চাকার মত অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঘুরে গিয়ে একেবারে রক্তহীন হোয়ে গেল।

অভ্যাসমত এক পা আর এক পা-এর আগে ফেলে সিঁড়ির ওপরেই বোসে পোড়ে আর্টামোনোব যেই আরও বেশী কাশতে আর রক্ত তুলতে লাগল অমনি উলিয়ানা চীৎকার কোরে উঠল, 'বরফ, বরফ নিয়ে এস।' স্বপনেব মধ্য দিয়ে যেন টাইখনের কথা এল নিকিটার কানে :

'বরফ ত জল। জল দিয়ে কখনও রক্তের স্থান পূরণ করা যায়। ·······'

'খানিকটা মাটি খেয়ে ফেলা উচিত·········'

'টাইখন, ঘোড়ায় চোড়ে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার পুরুত-ঠাকুরকে ডেকে আন।·· ······'

এ্যালেক্সি আদেশ দিল, 'ধরাধরি কোরে ভেতরে নিয়ে চল।' কনুই ধোরে বাবাকে তুলতেই কে একজন তার পা এমন জোরে মাড়িয়ে দিল যে নিকিটা মুহূর্তের জন্যে বেদনায় যেন অন্ধ হোয়ে গেল। কিন্তু তার পরেই তার দৃষ্টি এমন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হোয়ে উঠল যে বাপের

ঘরের অন্ধকারে এবং উঠোনো যা কিছু ঘটছিল সাব্‌সে উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতায় সঞ্চয় কোরে নিচ্ছিল স্মৃতিতে। বড় কালো ঘোড়াটায় কোরে টাইখন উঠোন থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে কিন্তু ঘোড়াটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না। ভয়ে লোকজন ছুটে পালাচ্ছে এদিক ওদিক আর সে বিদ্বেষে নাক উঁচু কোরে ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাবার বদলে উঠোনময় লাফালাফি কোরে বেড়াচ্ছে। আকাশে সূর্য যে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে দিয়েছে তাতেই বোধ হয় চোখে ধাঁধাঁ লেগে ভীত হোয়ে পড়েছে ঘোড়াটা। শেষ পর্যন্ত সে লাফিয়ে ফটক পার হোয়ে চলল ছুটে কিন্তু লাল মস্ত বইলারটার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে টাইখনকে উল্টে ফেলে দিল মাটিতে; তারপর হাঁচতে হাঁচতে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ফিরে এল উঠোনে।

কে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'ছুটে যাও ছেলেরা!'

কালো দাড়ি মোচড়াতে মোচড়াতে জানলায় বোসে আছে এ্যালেক্সি —তার বিদ্বেষে ভরা মুখ একটী বিন্দুতে সূঁচোল হোয়ে গিয়েছে; চাষীর ছেলের কোনো ছাপ সে মুখে নেই। দেখলে মনে হয় মুখময় যেন ধূলো মাখা। সমবেত লোকেদের মাথার ওপর দিয়ে নিষ্পলক চোখে সে চেয়ে রয়েছে বাপের বিছানার পানে। বাপ শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত গলায় কথা বোলে যাচ্ছে:

'এর মানে এই যে আমি ভুল করেছি। সবই তাঁর ইচ্ছা। শোনো তোমরা ছেলেরা, এই আমার শেষ আদেশ। উলিয়ানাকে মায়ের মত দেখবে, বুঝলে? আর উলিয়া, তুমিও যেন ওদের ছেড়ে যেও না। ভগবানের দোহাই, ওদের ছেড়ে যেও না তুমি! এঃ, বাইরের লোকেদের সব ঘর থেকে যেতে বল।'

একটানা করুণ স্বরে কাঁদতে কাঁদতে উলিয়ানা তার মুখে বরফের কুচি পুরে দিতে দিতে বললে, 'কথা বোলো না। এখানে বাইরের

লোক কেউ নেই।'

বরফ গিলে প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল আর্টামোনোব।

'আমার পাপের বিচার তোমাদের করবার নয় আর সে পাপের দোষও ওর নয়। নাতালিয়া, তোমার সঙ্গে আমি কর্কশ ব্যবহার করেছি। তা, যাক গে সে কথা। শোনো পিয়োতর্, ওলিওশা, ভাই-এ ভাই-এ ঝগড়া কোরো না; আর লোকজনদের সঙ্গে আর একটু সদয় ব্যবহার কোরো। চমৎকার লোক ওরা, সেরা লোক—এমন কাজের লোক পাবে না। ওলিওশা, যে মেয়েটিকে তুমি পছন্দ করেছ তাকেই বিয়ে কোরো………। কোনো দোষ হবে না।'

হাঁটুর ওপর ভেঙে পোড়ে অনুনয় কোরে বলল পিয়োতর্, 'বাবা, আমাদের ছেড়ে যেও না।' এ্যালেক্সি তাকে কনুই দিয়ে পিঠে ঠেলা দিয়ে কানে কানে বললে,

'কি বলছ তুমি? আমার মনেই হয় না যে………।'

রান্নাঘরের ছুরি দিয়ে একটা তামার পাত্রে বরফ কাটছে নাতালিয়া। বরফ ভাঙার কড়্মড়্ শব্দের সঙ্গে মিশচে তামার পাত্রের ঘটাং ঘটাং শব্দ আর তার নিজের কান্নার শব্দ। নিকিটা দেখছে তার চোখের জল ঝোরে পড়ছে বরফের ওপর। হলদেটে আলোর একটা রশ্মি ঢুকছে এসে ঘরে আর দেওয়ালের ওপরে তারি কম্পমান আকৃতিহীন প্রতিফলন, নৈশ-নীল রঙের দেওয়াল-কাগজের ওপরকার লম্বা গোঁফ-ওয়ালা চিনেম্যানদের চেহারাগুলোকে যথাসাধ্য বিকৃত কোরে দিচ্ছে।

মনে পড়বার অপেক্ষায় বাপের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকিটা, আর বাইমাকোবা কখনও বা ইলিয়ার ঘন কোঁকড়া চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, কখনও বা গামছা দিয়ে কস থেকে গড়িয়ে-পড়া অনর্গল রক্তের ধারা দিচ্ছে মুছিয়ে আর কপাল আর রগের ওপরকার ঘামের বিন্দু। তার চকচকে চোখের ওপর কি যেন সে ফিস্‌ফিস্ কোরে বলে—প্রার্থনার

আকুল আবেদন হয়ত। আর আর্টামোনোব এক হাত উলিয়ানার কাঁধের ওপর আর এক হাত তার হাঁটুর ওপর রেখে নিজের শেষ কথা বলে কোনোরকমে, নেতিয়ে-পড়া জিভ দিয়ে:

'আমি জানি। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। আমার নিজের জমিতে, আমাদের নিজেদের সমাধিস্থলে আমাকে মাটি দিও—সহরে নয়। ওদের মধ্যে আমি শুয়ে থাকতে চাই না·· ···'

যন্ত্রণার পাত্র উপছে পড়তেই ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল আর্টামোনোব:

'এঃ ভগবান, ভুল কোরে ফেলেছি আমি· ········ভুল কোরে ফেলেছি।'

লম্বা, ঝুকে-পড়া এক পুরুত এসে উপস্থিত হলো—তার বিষণ্ণ চোখ আর যীশুখ্রীষ্টের মত দাড়ি।

তাকে 'একটু দাঁড়ান' বোলে আর্টামোনোব আর একবার সম্বোধন করে ছেলেদেব।

'এক সঙ্গে বন্ধুর মত থাকবে সকলে। ঝগড়া-ঝাটি করলে ব্যবসাতে উন্নতি করা যায় না। তুমিই সকলের বড় পিয়োতর্‌—তোমার সব দায়িত্ব—শুনছ? যাও এবার·· ······'

'নিকিটা,' মনে করিয়ে দিল বাইমাকোবা।

'নিকিটাকেও ভালোবাসবে তোমরা। সে কোথায়? আচ্ছা, যাও এইবাব। পরে পরে ·· । আর নাতালিয়াকেও·········'

সূর্য তখনও মাথার ওপর কিরণের আশীর্বাদ ঢেলে দিচ্ছে; বিকেল বেলা; রক্তপাতের ফলে মারা গেল আর্টামোনোব। প্রশস্ত মণিবন্ধ পরস্পরের ওপর স্থির হোয়ে রইল বুকে। মাথা উঁচু কোরে শুয়ে আছে সে—ভ্রূকুটি-কুটিল রক্তহীন মুখ দেখলে মনে হয় তার অর্ধোন্মুক্ত চোখের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি বুঝি মণিবন্ধের ওপর ন্যস্ত।

নিকিটার মনে হল যে আর্টামোনোবের মৃত্যুতে বাড়ীর লোকে শোক

অথবা ভয় পাওয়ার চেয়ে আশ্চর্য হয়েছে বেশী। বাড়ীর সকলের মধ্যেই নিকিটা দেখতে পেল এই নিষ্প্রাণ বিস্ময়ের ভাব, দেখতে পেল না শুধু উলিয়ানার মধ্যে। মৃতের পাশে চেয়ারে পাষাণ হোয়ে বোসে রয়েছে সে, অশ্রুহীন, স্তব্ধ, চতুষ্পার্শ্বের সব কিছুর প্রতি একান্ত অচেতন। তার হাত হাঁটুর ওপর রাখা আর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ তুষারের মত শাদা দাড়িতে স্পষ্টীকৃত নিশ্চল আর্টামোনোবের মুখের ওপর।

বাপের ঘরে ঢুকতে পিয়োতরকে কিন্তু দেখে মনে হল সে খুব কাজে ব্যস্ত। এক স্থূল-কায়া মঠ-বাসিনী নিকিটার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে ফিরে প্রার্থনার বই থেকে শোকগাথা আবৃত্তি কোরে চলেছে সেই ঘরে। এত বেশী কথা বোলতে লাগল পিয়োতর্ এবং এত জোরে যে অত্যন্ত বিসদৃশ লাগতে লাগল। বাপের মুখের ওপর প্রথমেই অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে সে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল হাত দিয়ে এবং দু তিন মিনিট ঘরে থেকেই অতি সতর্কতার সঙ্গে আবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর তারপর বাগানে, উঠোনে তার আঁটসাঁট দেহ বারে বারেই দেখা গেল এবং মিলিয়ে গেল—মনে হল সে বুঝি কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এ্যালেক্সি সৎকারের বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত। সে ঘোড়ায় চোড়ে সহরে যাচ্ছে, আসছে, ঝপ্ কোরে ঘরে ঢুকে উলিয়ানাকে জিজ্ঞাসা করছে কি ভাবে শব শোভাযাত্রা পরিচালিত হবে অথবা শ্রাদ্ধের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হবে।

'এখনও সময় আছে,' বলে উলিয়ানা; এ্যালেক্সি ক্লান্ত হোয়ে ঘেমে ভিজে উঠে অন্যত্র চোলে যায়। তারপর নাতালিয়া এসে ভীরু সহানুভূতিতে মাকে একটু চা কি অন্য কিছু খেতে অনুরোধ করে; উলিয়ানা মন দিয়ে তার কথা শুনে উত্তর দেয়,

'হবে এখন।'

বাপের জীবদ্দশায় নিকিটা অত ভেবে দেখে নি সে বাপকে ভালোবাসে কি না। সে শুধু ভয়ই করত বাবাকে। তবে ভয় করা সত্ত্বেও ঐ নির্দয় লোকটার কর্মোন্মাদনার তারিফ করত নিকিটা। বাপ অবশ্য লক্ষ্যই করত না কুঁজোটা বেঁচে আছে কি না। এখন তার মনে হল সেই কেবল সত্যি কোরে ভালোবাসত বাপকে প্রাণ দিয়ে। অস্পষ্ট বেদনায় ভোরে গেল তার প্রাণ; এই শক্তিমানের আকস্মিক মৃত্যুতে সে যেন নিষ্ঠুর, রূঢ় আঘাত পেল মনে। গভীরতম আঘাতে আর বেদনায় নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারছিল না নিকিটা। এক কোণে এক সিন্দুকের ওপর বোসে চারিদিকে ফ্যালফ্যাল কোরে চাইতে চাইতে সে প্রার্থনার মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছিল আপনমনে, তার বলবার পালা আসার অপেক্ষায়। উষ্ণ অন্ধকারে ভরা ঘরে মোমবাতিগুলো যেন জীবন্ত হলদে ফুল। কোন্ মন্ত্রবলে চায়ের পেটী কাঁধে, দীর্ঘগুম্ফ চীনেম্যানেরা দেওয়ালের গায়ে চ্যাপ্টা হয়ে লেগে গিয়েছে। প্রত্যেক খণ্ড দেওয়াল-কাগজের ওপর দুই সাড়িতে আঠার জন চীনেম্যান—এক সারি ওপরে ছাদের দিকে উঠে যাচ্ছে আর এক সারি নেমে আসছে মেঝের দিকে। তেলের মত খানিকটা জ্যোৎস্না পড়েছে দেওয়ালের এক জায়গায়—সেখানকার চীনেম্যানগুলো আরও জীবন্ত হোয়ে ওপর-নীচে চলাফেরা করছে।

প্রার্থনার একটানা স্বর ছাপিয়ে একটা ধীর, আকুতিময় প্রশ্ন হঠাৎ কানে এল নিকিটার:

'এ কখনও হতে পারে? ও কি মরে যেতে পারে? ভগবান!' উলিয়ানা; তার কণ্ঠস্বরের বেদনার তীব্রতায় বিচলিত হোয়ে মঠ-বাসিনী তার প্রার্থনা থামিয়ে দিয়ে অপরাধীর মতন বললে:

'না ভাই, উনি আর বেঁচে নেই। সবই ভগবানের ইচ্ছা····'

আর সইতে পারল না নিকিটা। মঠ-বাসিনীর ব্যবহারে অত্যন্ত

রুষ্ট হোয়ে সে উঠে সশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উঠোনের ফটকের কাছে বোসে টাইথন একখান বড় কাঠ থেকে চোঁচ ভেঙে ভেঙে বালির মধ্যে পুঁতে পা দিয়ে সে গুলোকে এত তলায় বসিয়ে দিচ্ছিল যাতে তাদের আর দেখা না যায়। তার পাশে এসে বোসে নিকিটা নীরবে দেখে যায় তার কাজ আর মনে পড়ে সহরের ভাঁড়, সেই অদ্ভুত জীব এ্যান্টোস্কাকে। লোমশ, খশখশে কালো এক ছোঁড়া সে—পা ছু খানা বাঁকা আর চোখ ছুটো কালো পেঁচার মত গোল। সে বালির ওপর গোল গোল রেখা আঁকত আর ডাল-পালা কাঠের টুকরো দিয়ে পাখীর খাঁচা তৈরী কোরে সেই গোল রেখার মাঝখানে বসাত। কিন্তু যেই কিছু তৈরী করা সে শেষ করত অমনি পা দিয়ে দিত গুঁড়িয়ে আর ধূলোবালি ছিটিয়ে সব ঘোষে মুছে দিতে দিতে নাকি স্বুরে গাইত:

'ক্রাইস্ট্ গেলেন স্বর্গে, গেলেন চোলে
খুলে গেল গাড়ীর চাকা, গেল খুলে।
বু-উ-রী ধান ভানে, মসনে কুটন দিয়ে
ভানে মসনে কুটন দিয়ে।'

চটাস্ কোরে ঘাড়ের ওপর একটা মশা মেরে বললে টাইথন, 'এমন কাজও মানুষের ঘাড়ে এসে চাপে, এঁ্যা?'

হাঁটুর ওপর হাতখান মুছতে মুছতে সে ওপরে চেয়ে দেখে উইলো গাছের একটা ডালে চাঁদ গিয়েছে বিঁধে। তার পরেই তার দৃষ্টি স্থির হোয়ে যায় মাংসের রং-এর বইলারটার ওপরে এসে।

সে বলে 'এবারে ডাঁশগুলো আগেই এসে পড়েছে। এই ডাঁশ-গুলো রইল বেঁচে আর উনি কি না........'

অজানা কিসের ভয়ে ভীত হোয়ে কুঁজো তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না।

'কিন্তু তুমি ত একটা ডাঁশ মারলে।'

টাইথনের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি উঠে পোড়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার বাপের ঘরে এসে মঠ-বাসিনীর বদলে নিজেই শোকগাথা পড়তে আরম্ভ কোরে দিলে নিকিটা; নাতালিয়া যে ভেতরে এল তা সে লক্ষ্যই করল না—প্রার্থনার মধ্যে অন্তরের সমস্ত শোক ঢেলে দিচ্ছিল সে। হঠাৎ পেছন থেকে তার কানে এল শান্ত কথার হিল্লোল। নাতালিয়া কাছে থাকলেই নিকিটার মনে হয় সে বুঝি অসাধাবণ কিছু বোলে বা কোরে ফেলতে পারে, হয়ত বা ভয়ানক কিছু। এমন কি এই রকম একটা মুহূর্তেও তার ভয় হচ্ছে সে এমন কিছু বোলে ফেলতে পারে যা তার বলা উচিত হবে না। তাই নিকিটা মাথা নীচু কোরে, কুঁজ উঁচু কোরে, শোক-ভগ্ন কণ্ঠ আরও নামিয়ে দিল; আর যেই সে নবম পরিচ্ছেদের গাথা পড়তে যাচ্ছে অমনি দুটি কান্নার স্বর তার কানে এল:

'এই দেখ, ওর ক্রুশখানা তুলে নিয়েছি, আমি পরব।'

'মা, আমিও যে একা।'

কেঁদে কেঁদে চাপা গলায় তারা যা বলছে তা যাতে তার কানে না আসে সেইজন্যে নিকিটা নিজের গলার আওয়াজ আবও উঁচু কোরে দিল তবু তাদের কথা তার কানে আসতে লাগলই:

'ভগবান আমাদের পাপ সইবেন না·· ·····'

'এই অদ্ভুত পাখীর বাসায় আমি একা·· ······'

'তোমাব থেকে দূরে কোথায় আমার পথ, তোমার রোষের কাছে আমাব পরাজয়', নিকিটা অধ্যবসায়-সহকাবে ভয়, হতাশার এই গাথা পড়ে যেতে লাগল। তার স্মৃতিতে চমকে উঠল বিষণ্ণ এই প্রবাদ-বচনটি:

'ভালো না বাসার এক দুঃখু; ভালোবাসার দুঃখু দ্বিগুণ'।

লজ্জিত হয়ে সে ভাবলে নাতালিয়ার দুঃখ আমার সুখের আকাশ-প্রদীপের দ্যুতি।

সকালবেলা দ্রোস্কিতে (রুষদেশীয় নীচু চার চাকার গাড়ী) কোরে পঞ্চায়েতের সভাপতি ইয়াকোব ঝিতাইকিনকে নিয়ে বার্স্কি পৌছাল। ঝিতাইকিনের চোখে কোনো ভাবেরই প্রকাশ হয় না; লোকে তাকে বলত 'আধ-সেদ্ধ।' তার গোলগাল চেহারা; সত্যিই তাকে দেখলে প্যালপেলে ময়দার তৈরী বোলে মনে হয়। মৃতের সামনে এসে তারা নিজেদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলে। যে রকম ভয় আর সন্দেহে তারা আর্টামোনোবের কালিপড়া মুখের ওপর ঝুঁকে দেখল তাতে বুঝতে বাকী রইল না যে তারাও ওর মরণে আশ্চর্যই হয়েছে। ঝিতাইকিন তার তীক্ষ্ণ উপহাসের স্বরে বললে পিয়োত্তরকে:

'শুনছি বাবাকে তুমি নিজেদের গোরস্থানে গোর দিতে চাও, তাই না? কিন্তু পিয়োতর্ ইলাইচ, তাতে আমাদের সকলের অপমান হবে—মনে হবে তোমরা আমাদের সঙ্গে মিশতে চাও না, কখনও বন্ধুভাবে বাস করবার কথাও বুঝি বলো নি; তাই নয় কি?'

দাঁতে দাঁত ঘোষে ভাই-এর কানে বললে এ্যালেক্সি ফিস্ ফিস্ কোরে:

'যেতে দাও ওদের!'

উলিয়ানার কাছে গিয়ে বার্স্কি এক ঘেয়ে গলায় বললে,

'এ কি কথা শুনছি? এটা কি ভালো হচ্ছে?'

ঝিতাইকিন পিয়োতরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে:

'সাধু গ্লেবের উপদেশে তোমরা এ কাজ করছ না বোধ হয়? না, না, মত তোমাদের বদলাতে হবে। তোমার বাবা এই জেলায় প্রথম কারখানা খুলেছিলেন। নতুন ব্যবসার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল সহরের অলংকার-স্বরূপ। তাই না এই অন্ত জায়গায়

গোর দেবার কথায় পুলিশের ক্যাপ্টেন পর্যন্ত অবাক হোয়ে জিজ্ঞাসা করছে তোমরা ধর্ম মানো কি না।'

পিয়োতরের বাধা দেবার চেষ্টা লক্ষ্য কোরেই অনর্গল বকতে বকতে ঝিতাইকিন যখন শুনল যে পিয়োতর্ তার বাপের আদেশই প্রতিপালন করছে তখন সে একেবারে ঝপ কোরে চুপ কোরে গেল।

'তবু আমরা শবানুগমন করব,' মন্তব্য করে সে।

সকলে স্পষ্টই বুঝল যা বলছে ঝিতাইকিন তাই বলবার জন্যেই সে আসে নি; অন্য কারণ আছে। যেখানে এক কোণে উলিয়ানাকে কোণ-ঠেসা কোরে বাস্কি বিড়্ বিড়্ কোরে কি বলছে তার কানে কানে সেইদিকে ঝিতাইকিন এগিয়ে তাদের কাছে পৌছাবার আগেই উলিয়ানা চেঁচিয়ে উঠল:

'কি বোকার মত বকছ, যাও!'

ঠোঁট, ভুরু কাঁপছিল উলিয়ানার। সদর্পে মাথা তুলে সে বললে পিয়োতরকে:

'এরা দুজন, পমিয়ালোব আর বোরোপোনোব আমাকে বলছে তোমাদের বোলে কোয়ে কারখানা ওদের কাছে বিক্রী করিয়ে দিতে। সাহায্য করার জন্যে এরা আমায় টাকাও দেবে বলছে।'

দরজা দেখিয়ে এ্যালেক্সি এদের বললে, 'আপনারা যান······চোলে যান!'

মুচকি হেসে কাশতে কাশতে ঝিতাইকিন কনুই দিয়ে বাস্কিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল দরজার দিকে; বাইমাকোবা একটা সিন্দুকের ওপর ভেঙে পড়ল কান্নায়।

'ওর স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলতে চায়,' কেঁদে বললে উলিয়ানা।

আর্টামোনোবের মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্বেষের গৌরবে বোলে উঠল এ্যালেক্সি, 'বরং উচ্ছন্নে যাব, মাথা খুঁড়ে মরব তবু ঐ ওদের

মত হব না কখনও।'

পিয়োতর্-ও আড় চোখে বাপের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বললে, 'কেনা-বেচা করবার সময়টা বটে।'

নিকিটার কাছে কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করলে নাতালিয়া,

'তুমি কিছু বলছ না কেন?'

তার কথা তাহলে মনে পড়েছে এতক্ষণে আর মনে পড়েছে কিনা নাতালিয়ার! আনন্দ হল তার মনে। মুখ-খানা সুখের হাসিতে ছড়িয়ে দিয়ে তারি মত কোমল কণ্ঠে বললে নিকিটা:

'আমি কেন.........? তুমি আর আমি.........'

নাতালিয়া চিন্তিত মুখে চোলে গেল।

সহরের সব সম্ভ্রান্ত লোকই এল আর্টামোনোবের শব-সৎকারে; তাদের মধ্যে লম্বা, রোগা পুলিশের ক্যাপ্টেনও ছিল। তার গোঁফে ধরেছে পাক; দাড়ি ভালো কোরে কামানো। পিয়োতরের পাশে পাশে সে খুঁড়িয়ে চলতে চলতে দুবার বলল,

'রাজা গর্গি রাটস্কি মৃতের উচ্চ প্রশংসা করছিলেন আমার কাছে আর সে প্রশংসার যোগ্যও ইনি ছিলেন।'

একটু পরেই সে আবার 'মৃতদেহ নিয়ে চড়াই ভাঙা বড় কষ্ট,' বোলে ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল একটা পাইন গাছের ছায়ায় কামানো ঠোঁট জোরে চেপে ধোরে। আর তার সামনে দিয়ে সৈন্যদলের মত হেঁটে চোলে গেল সহরের লোকেদের আর মজুরদের ভীড়।

সূর্যের মৃদু কিরণে উজ্জ্বল দিন। হলদে সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ভীড় আর তাদের নানা-রঙা পোষাক দীপ্ত হোয়ে উঠছে রোদে। দুটো বালিয়াড়ির মধ্যে দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে জনতা আর একটা বালিয়াড়ির দিকে। ইতিমধ্যেই তার ওপরে কয়েক ডজন ক্রুশ

নীল আকাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বাঁকা-চোরা শাখা-বহুল গাছের ছায়ায়। পায়ের নীচে মুড়মুড়ে বালি মুক্তোর মত চক্‌চক্ করছে আর মাথার ওপর ধ্বনিত হচ্ছে পুরোহিতদের প্রার্থনার গভীর স্বর। সব শেষে হুঁচোট খেতে খেতে লাফাতে লাফাতে আসছে জরদ্গব এ্যান্‌টোনুস্কা। তার চোখের ওপর ভুরু নেই। বালির ওপর চোখ রেখে চলতে চলতে সে কেবলি নীচু হোয়ে সরু কাঠি কুড়োচ্ছে রাস্তা থেকে। সেগুলো রাখছে বুকের মধ্যে আর সমানেই গাইছে:

'ক্রাইস্ট গেলেন সর্গে, গেলেন চোলে,
খুলে গেল গাড়ীর চাকা, গেল খুলে ...'

ধর্মভীরু লোকেরা তাকে মেরে ধোরে কতবার বারণ করেছে ঐ গান গাইতে। এইবারে পুলিশের ক্যাপ্টেন শাসনের আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বোলে উঠল:

'থাম্, এই গবেট!'

এ্যান্‌টোনুস্কা হয় মর্ডভিনিয়ান নয় চুভাশ জাতীয় বোলে খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের ধ্বজা ধরা তার পক্ষে সম্ভব নয়; তাই সহরের লোকেরা তাকে দেখতে পারে না। তবু সে এলেই কিছু না কিছু অমঙ্গল ঘটবে এই ভয়ে লোকে ভীত হয়। শ্রাদ্ধের খাওয়া-দাওয়ার সময় আর্টামোনোবদের উঠোনে ঢুকে ভোজের টেবিলের মাঝে ঘুরে ঘুরে সে চীৎকার করতে থাকে অর্থহীন ভাষায়:

'কুইয়াতির, কুইযাতির, গির্জার মধ্যে শয়তান! আই, ইয়াই, জল এল বোলে। সব উঠবে ভিজে; কায়ামাসের চোখ দিয়ে কালো জল পড়বে।'

তার কথায় কয়েকজন সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক পরস্পরে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল:

'আর্টামোনোবদের ভাগ্য খারাপ দেখছি!'

বেচারী পিয়োতরের কানে এল কথাটা আর একটু পরেই শুনল

টাইখন জরদ্গবটাকে উঠোনের এক কোণে দেয়ালে-ঠেসা কোরে স্থির, সন্ধানী প্রশ্ন করছে :

'কায়ামাস কি? জানিস না, না! যা বেরো, বেরো বলছি!'

নদীর ক্লিষ্ট জলও যেমন পাহাড় বোয়ে দ্রুত গতিতে নামে তেমনি বোয়ে গেল বছরটা। এর মধ্যে ঘটল না বিশেষ কিছুই শুধু উলিয়ানা বাইমাকোবার চুল আরও শাদা হোয়ে কপালের ওপর পড়ল বার্ধক্যের গভীর রেখা। লক্ষণীয় পরিবর্তন হোল এ্যালেক্সির। সে আরও শান্ত আরও সদয় হোয়ে উঠল বটে কিন্তু একটা অপ্রীতিকর অস্বস্তি দেখা দিল তার চরিত্রে। সবাইকে ধারালো কথায়, ঠাট্টায় যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। ব্যবসা পরিচালনায় তার হঠকারিতায় ভয় লাগত পিয়োতরের। যে ভালুকটাকে সে পরে মেরে ফেলেছিল সেইটার সঙ্গে সে আগে যেমন খেলা করত তেমনি যেন এ্যালেক্সি খেলা করছে কারখানাটাকে নিয়ে। ভদ্রলোক হবার তার অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা। তাই বাইমাকোবার দেওয়া সেই ঘড়িখানা ছাড়া আরও কতকগুলো ফাটকি-নাটকি সৌখীন জিনিষ সে ঘরে জড়ো করেছে :

কাপড়ের ওপর পুঁতির তৈরী নৃত্যপরা মেয়েরা ঝুলছে দেয়ালে। তবু এ্যালেক্সি হিসেবী লোক। কেন যে সে এই সবে পয়সা খরচ করে বোঝা শক্ত। ফ্যাশান-মাফিক দামী পোষাক পরতে লাগল সে। গাল কামিয়ে সূক্ষ্মাগ্র কালো দাড়িটি সযত্নে সে লালন করত। সাধারণ চাষী আর তাকে বলা চলল না কোনো মতেই। তার পিসতুত ভাইটির মধ্যে অদ্ভুত, অস্পষ্ট যে কিছু আছে এ পিয়োতর্ অনুভব করত বোলেই অলক্ষ্যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখত তার ওপর। সন্দেহ ক্রমে পিয়োতরের বেড়েই চলল।

যেমন লোকেদের তেমনি কারখানাকে—দুইই পিয়োতর্ চালাত সাবধানে, ভেবেচিন্তে। রোয়ে বোসে এগোয় সে; সে কাছে এলেই

হাত ফসকে যাবে এমনিভাবে গোপনে, তার ভালুকের মত চোখ মিটমিট কোরে, কাজ হাতে নিত পিয়োতর্।

মাঝে মাঝে কাজে-কর্মে ক্লান্ত হোয়ে পড়লে কি এক রকম ভীতিপ্রদ, জড় অবসাদের মেঘে আবৃত হোয়ে পড়ত সে। কারখানাটাকে তখন মনে হত পাষাণের তৈরী কোনো জীবন্ত পশু—মাটির ওপর হাত পা গুটিয়ে বোসে মস্ত মস্ত ডানার মত ছায়া ফেলেছে পাশে, চিমনিটা যেন তার লেজ আর সামনে ভয়াবহ থ্যাবড়া মুখখানা। দিনের বেলায় জানলাগুলোকে মন হয় বরফের তৈরী ধারালো দাঁত আর শীতের সন্ধ্যার সেগুলো লোহায় রূপান্তরিত হোয়ে রাগে যেন লাল হোয়ে ওঠে। আর মনে হয় কারখানার আসল কাজ যেন কাপড় তৈরী নয়; পিয়োতর্ আর্টামোনোবের স্বার্থের হানি করে এমন কোনো শত্রু তৈরী করা।

বাপের মৃত্যুতিথি সমাধিস্থলে উদ্‌যাপনের পর সমস্ত পরিবারই জড়ো হোল এ্যালেক্সির আলোকোজ্জ্বল, ছিমছাম ঘরখানিতে।

উত্তেজিত স্বরে সে বললে, 'বাবার শেষ আদেশ ছিল বন্ধুভাবে আমরা যেন বাস করি। তাই, বন্দীর মত হোলেও, এইখানেই আমাদের বাস করতে হবে।'

নিকিটা দেখল তার পাশে বোসে নাতালিয়া শিউরে উঠে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল দেওরের দিকে। এ্যালেক্সি বোলে গেল অতি ধীরে:

'কিন্তু পরস্পর মৈত্রীতে বাস করলেও পরস্পরের পথের বাধা হওয়া আমাদের উচিত নয়। ব্যবসাতে আমরা সকলে এক তবু প্রত্যেকের জীবন প্রত্যেকের নিজের। তাই নয় কি?'

ভাই-এর মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে সতর্ক হোয়ে বললে পিয়োতর্, 'হুঁ, তারপর?'

'তোমরা সকলেই জানো ওর্লোবা বোলে একটী মেয়ের সঙ্গে বাস

করছিলাম। তাকে এখন আমি বিয়ে করতে চাই। তোমার মনে আছে নিকিটা, তুমি যখন জলে পোড়ে গিয়েছিলে ঐ ওর্লোবাই কেবল আহা বলেছিল।'

নিকিটা ঘাড় নাড়ল। এই বোধ হয় জীবনে প্রথম সে নাতালিয়ার এত কাছে বসেছে। সুখে এত মগ্ন হোয়ে গিয়েছে সে যে, নড়বার কথা বলবার কি অন্যে কি বলছে শুনবারও ইচ্ছে নেই তার। আর নাতালিয়া যখন কোনো কিছুতে শিউরে উঠে কনুই দিয়ে মৃদু স্পর্শ করছে তাকে নিকিটা তখন মুচকি হেসে টেবিলের তলায় নাতালিয়ার হাঁটুর পানে তাকাচ্ছে।

এ্যালেক্সি বললে, 'ভাগ্যই ওকে দিয়েছে আমার হাতে; এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ওর সঙ্গে অন্তত আমি একটু অন্য ধরণের জীবন যাপন করতে পারি। তবে ওকে এখানে আনতে চাই না; তোমাদের সঙ্গে তার বনবে না।'

চিন্তিত, অবনমিত চোখ তুলে উলিয়ানা বাইমাকোবা সমর্থন করলে এ্যালেক্সিকে :

'আমি ওকে ভালো করেই জানি। হাতের কাজ চমৎকার। তার ওপর লিখতে পড়তে জানে। ছেলে বয়েস থেকে নিজের আর মাতাল বাপের ভরণ-পোষণ কোরে আসছে মেয়েটি। তবে বড় এক রোখা, নাতালিয়ার সঙ্গে বনবে না।'

আহত কণ্ঠে নাতালিয়া বললে, 'আমার সকলের সঙ্গেই বনে।' স্বামী স্ত্রীর দিকে আড় চোখে চেয়ে ভাইকে বললে,

'এটা বিশেষ কোরে তোমার নিজের ব্যাপার।'

এ্যালেক্সি তখন বাইমাকোবার দিকে ফিরে বললে,

'আপনার বাড়ীখানা আমাকে বিক্রী করে দিন না। আপনার ত কোনো দরকারে লাগছে না।'

ভাইকে সমর্থন কোরে পিয়োতর্ বললে, 'তোমার এসে আমাদের সঙ্গে বাস করা উচিত।'

এ্যালেক্সি, 'এখন আমায় উঠতে হবে; ওলগার কাছে যাওয়ার সময় হয়েছে।'

সে বেরিয়ে গেলে নিকিটাব কাঁধে নাড়া দিয়ে পিয়োতব্ জিজ্ঞাসা করলে, 'এই ঘুমুচ্ছিস্ কেন? কি ভাবছিলি কি?'

'এ্যালেক্সি ঠিকই কবছে………'

'তাই না কি? দেখা যাবে পরে। মা, তুমি কি বল?'

'বিয়ে কোরে ভালো কাজই করছে তবে পরস্পরে কেমন বনবে তা বলতে পারি না। মেয়েটা অদ্ভুত ধরণের—এক রকম পাগোল বললেই চলে।'

পিয়োতব্ মুখ বেঁকিয়ে একটু হেসে বললে, 'এই রকম আত্মীয়লাভের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

সামনে এক অন্ধকার জায়গায় সব কিছুই বিশৃঙ্খলায় আন্দোলিত হোয়ে তার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। সেইখানে তাকিয়েই যেন উত্তর দিলে উলিয়ানা, 'যা বলেছি তা ঠিক নাও হোতে পারে।' তারপব,

'ও চতুর। ওদেব বাড়ীতে অনেক জিনিষপত্তর ছিল; পাছে মাতাল বাপ সেগুলো বেচে মদ খায় সেই ভয়ে সেগুলো ও আমার বাড়ীতে লুকিয়ে বাখত। ওলিভশা রাতে জিনিষ নিয়ে আসত আর সকালে সেগুলো আমি তাকে যেন উপহার দিতাম। ওর্লোবার সব জিনিষই এই কোবে যৌতুক পেযে গেল ওলিওশা। তার মধ্যে কতক-গুলো বেশ দামী। যাই হোক, মেয়েটাকে আমি তেমন দেখতে পারি না। ভয়ানক এক বোখা।'

শাশুড়ীর দিকে পেছন ফিরে জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল পিয়োতব্। বাগানে ডাকছে ষ্টার্লিং পাখী—যেন জগতের সব কিছুকেই সে ভেঙিয়ে

বাতিল কোরে দিচ্ছে। পিয়োতরের মনে পড়ল টাইথনের কথা: 'ষ্টালিংগুলোকে আমি দেখতে পারি না। ওরা শয়তানের জাত।' টাইখনটা ভারী বোকা; কথাতেই ওর বোকামি ধরা পড়ে।

বাইমাকোবা তেমনি নিম্ন স্বরেই কথা বলতে বলতে যেন অনিচ্ছাতেই অন্য কি সব কথা ভাবতে ভাবতে বোলে ফেলল গল্পটা:—ওল্গার মায়ের গল্প; ওল্গার মা ছিল জমিদারণী, এবং দুশ্চরিত্রা। স্বামীর জীবদ্দশাতেই সে ওর্লোবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোয়ে উঠে পাঁচ বছর দু জনে এক সঙ্গে বসবাস করে।

ওর্লোব ছিল কারিগর—ঘড়ি সারত আর আসবাব পত্র তৈরী করত। কাঠে মূর্তিও খোদাই করত সে। তার খোদাই-করা মূর্তিগুলোর মধ্যে একটা উলঙ্গ স্ত্রীলোকের মূর্তি আমার বাড়ীতে লুকোনো ছিল। ওল্গার ধারণা ওটা তার মায়ের মূর্তি। মা বাপ দু জনেই মদ খেত; স্বামী মারা যেতেই তারা বিয়ে করে। ওল্গার মা কিন্তু মদ খেয়ে নদীতে স্নান করতে গিয়ে সেই বছরেই ডুবে মারা যায়।'

'ভালোবাসলেই ঐ রকম ঘটে,' হঠাৎ বোলে বসল নাতালিয়া।

এই অসংলগ্ন মন্তব্যে উলিয়ানা তিরস্কারের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মেয়ের দিকে।

পিয়োতর্ মুচকি হেসে বললে, 'আমরা মদ খাওয়ার কথা বলছিলাম, ভালোবাসার নয়।'

নির্বাক হোয়ে গেল সকলে। নিকিটা লক্ষ্য কোরে দেখল মায়ের গল্পে নাতালিয়া বিপর্যস্ত হোয়ে পড়েছে। তার আঙ্গুল আপনা-আপনিই আক্ষিপ্ত হোয়ে টেবিল-ঢাকার প্রান্ত চেপে চেপে ধরছে আর সরল, সদয় মুখখানি রাগে লাল হোয়ে এমন হোয়ে উঠেছে যে চেনাই যাচ্ছে না।

রাতে খাওয়ার পর লাইলাক ঝোপের মধ্যে বাগানে, নাতালিয়ার

জানলার নীচে বোসে থাকতে থাকতে নিকিটা ওপরে পিয়োতরের বিষণ্ণ-কণ্ঠের কথা শুনতে পেল।

'এ্যালেক্সি বেশ চালাক; ওর মাথায় বুদ্ধি আছে।' পর মুহূর্তেই তার কানে এল নাতালিয়ার মর্মভেদী কান্নার স্বর:

'তোমাদের সকলেরি বুদ্ধি আছে, আমারি কেবল নেই। এ্যালেক্সি যে আমাদের বন্দী বলছিল সেই কথাই সত্যি। তোমাদের বাড়ীতে আমিই ত বন্দিনী।'

ভয়ে করুণায় নিকিটা একেবারে দোমে গিয়ে দু হাতে চেপে ধরল নিজের আসন। কি এক অজ্ঞাত শক্তি যেন ঠেলে উঠছে তার মধ্যে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে, আর সারাক্ষণই, যাকে সে ভালোবাসে সেই নারীর কণ্ঠস্বর, তীব্র থেকে আরও তীব্র হোয়ে উঠে নিকিটার হৃদয়ে আশার আগুন জেলে দিচ্ছে।

বিনুনী বাঁধার সময় স্বামীর কথা হঠাৎ তার মনের ধিকিধিকি ঈর্ষার আগুনে যেন জ্বলন্ত কাঠি ফেলে দিল। দেয়ালে হেলান দিয়ে পেছন দিকে হাত মোচড়াতে লাগল নাতালিয়া। ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল কোনো কিছুকে আঘাত কোরে ভেঙে টুকরো টুকরো কোরে ফেলে। কথা আটকে যাচ্ছে গলায়, শুকনো কান্নার ঝোঁকে ঝোঁকে নিঃশ্বাস ফেলছে নাতালিয়া। পিয়োতর্ একেবারে অবাক হোয়ে গিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন কোরে যাচ্ছে। তাতে কানই না দিয়ে, নিজে কি বলছে তাও না বুঝে চেঁচিয়ে চলেছে সে; বলছেঃ আমি বাড়ীর কেউ নই। কেউ পোঁছে না আমাকে! ঝি চাকরের ব্যবহার করে আমার সঙ্গে!' তারপর আবার

'তুমিও আমাকে ভালোবাসো না; কখনও কোনো বিষয়ে কি বলো না। তোমার শুধু মেয়েমানুষের কাজ করি আমি, আর কিছু নয়! কেন আমাকে তুমি ভালোবাসো না? আমি তোমার বিয়ে-করা

বউ নই ? কিসে আমার দোষ দেখলে, বলো ? চোখের সামনে আমার মা তোমার বাপকে প্রাণ ভরে ভালোবাসছিল আর আমি হিংসেয় একেবারে·········'

'ধর তুমিও আমাকে সেইরকম ভালোবাসো,' কোণে জানলার ওপর বোসে বউ-এর ক্রোধ-বিকৃত মুখ গোধূলির আলোয় দেখতে দেখতে বললে, পিয়োতর্। বোকার মত বকছে নাতালিয়া, ভাবলে পিয়োতর্ তবু বিস্মিত হোয়ে স্বীকার না কোরে পারলে না যে তার দুঃখ যুক্তিসঙ্গত, আর এই দুঃখের বোধ থাকায় তাকে বুদ্ধিমতী বোলে স্বীকার না কোরে উপায় নেই। কিন্তু এর ফল যে আশঙ্কাজনক। এর মানেই হল দীর্ঘ-বিস্তৃত মনোমালিন্য এবং তজ্জনিত ভাবনা উদ্বেগ। একেই ত পিয়োতরের ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই।

রাতে পরবার বাহু-বিহীন ঢিলে ঘাঘরা-পরা স্ত্রীর শাদা মূর্তি কেঁপে, দুলে মেঝের ওপর যেন পোড়ে যাবে মনে হল। কখনও ফিস্‌ফিসিনিতে কখনও চীৎকারে নাতালিয়ার কণ্ঠস্বর যেন দোলায় দুলছে ওপরে নীচে।

'দেখতে পাও না এ্যালেক্সি কেমন ভালোবাসে·· ········তাকে ভালোবাসাও কত সহজ। সে হাসিখুসী, ভদ্রলোকের মত সাজ আছে তার কিন্তু তুমি কি ? কারও সঙ্গে তুমি ভালো ব্যবহার করো না, কখনও হাসো না পর্যন্ত। এ্যালেক্সির সঙ্গে আমি কত সুখী হোতে পারতাম ! পাছে তাকে আমি কিছু বলি বোলে ঐ কুঁজোটাকে আমার ওপর গোয়েন্দা লাগিয়েছ—ঐ কুঁজোটাকে, যাকে দেখলে ঘেন্না লাগে·········'

মাথা নীচু কোরে উঠে পড়ল নিকিটা। হতাশায় সে হাঁটতে হাঁটতে বাগানের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছাল, পথে গাছের ডালের বাধা দুই হাতে সরাতে সরাতে।

পিয়োতর্ উঠে স্ত্রীর কাছ গিয়ে তার চুলের মুঠি ধোরে পেছন

দিকে হেলিয়ে দিয়ে চোখে চোখ রেখে বললে,

'এ্যালেক্সির সঙ্গে, এ্যাঁ?' নীচু, জমাট গলায় জিজ্ঞাসা করলে সে। নাতালিয়ার কথায় একান্ত বিস্ময়ে পিয়োতর্ রাগও করতে পারল না, তাকে মারতেও পারল না বরং তার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হোয়ে উঠল যে নাতালিয়া যা বলছে তা সত্যি। সত্যিই ত নাতালিয়ার জীবনে শুধুই একঘেয়েমি। পিয়োতর্ নিজেও সে কথা যে না বোঝে তা নয়। তবু বৌ-টাকে চুপ ত করাতে হবে। তাই দেয়ালে ঠুকে দিলে তার মাথাটা পিয়োতর্, জিজ্ঞাসা করলে নিম্নস্বরে,

'কি বললি! এ্যালেক্সির সঙ্গে সুখী হতে পারতিস! এ্যাঁ!'

'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও বলছি! চেঁচাব তাহলে……'

অন্য হাতে নাতালিযাব গলা চিপে ধরলে পিয়োতব্। নীল হোয়ে গেল তার মুখ; নিঃশ্বাস পড়তে লাগল কষ্টে, সশব্দে।

'হারাম্জাদি!' বোলে দেয়ালে আর একবার চেপে ধোরে তাকে ছেড়ে দিলে পিয়োতর্। দেয়াল থেকে সোরে এসে পিয়োতবকে ছাড়িয়ে, যে ছোট্ট ঘেরা বিছানায় মেয়েরা কিছুক্ষণ থেকে শুয়ে ঘ্যানঘ্যান করছিল, সেইখানে গিয়ে বসল নাতালিয়া। পিযোতরের মনে হল নাতালিয়া বুঝি তাকে ডিঙিয়ে গিয়েছে, অথচ সত্যি যায় নি। আকাশের তারা-গুলো যেন নাচতে লাগল পিয়োতরের চোখের ওপর আর জানলা দিয়ে পরিদৃশ্যমান আকাশের টুকরোটুকু এ পাশ থেকে ও পাশে লাগল দুলতে। বউ তার পাশেই প্রায় একই রেখায় বোসে রয়েছে। আসন থেকে না উঠেই হাতের পেছন দিক দিয়ে অনায়াসে তার মুখে মারতে পারে পিয়োতব্। কাঠের মত নিষ্প্রাণ মুখ নাতালিয়ার। অলস গতিতে জল ঝোরে পড়ছে তার চোখ থেকে। মেয়েকে মাই দিতে দিতে অশ্রুর স্বচ্ছ আবরণের মধ্যে দিয়ে সে চেয়েছিল এক কোণে—লক্ষ্যও করছিল না যে কোলের শিশু অসুবিধার জন্যে মাই খেতে পারছে না, কাঁদছে,

জিভে টোকার দিচ্ছে আর মাথা ঘুরোচ্ছে এদিক ওদিক।

যেন দুঃস্বপ্ন থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পিয়োতর্ বললে তাকে, 'দেখছ না কেন? ওকে মাই ধরতে দাও।'

আপন মনে বললে নাতালিয়া, 'একটা মাছি আছে বাড়ীতে, ডানাহীন মাছি।'

'কিন্তু তুমি ত জান আমিও একা। দ্বিতীয় কোনো পিয়োতর্ আর্টামোনোব নেই।'

যা বলতে চেয়েছিল তা বলা হল না, এমন কি যা বলেছে তাও যে সত্যি নয় এই রকম একটা অস্বস্তির মধ্যে পোড়ে গেল পিয়োতর্। কিন্তু নিজের বিপদ কাটিয়ে বৌকে চুপ করাতে হলে আসল কথাগুলো ত বলতে হবে এবং এমন স্পষ্ট, সহজ এবং সন্দেহাতীত ভঙ্গীতে বলতে হবে যাতে নাতালিয়া বলামাত্রই সেগুলো বুঝে নিজের ভাগ্যকে মেনে নেয় এবং নির্বোধ, মেয়েলি অনুযোগ, অভিযোগ, কান্নায় তাকে যেন আর বিব্রত না করে। এই রকম স্বভাব ত নাতালিয়ার এতদিন ছিল না। উদাসীন ভাবে কোনোরকমে কোল থেকে মেয়েটাকে শুইয়ে দিল বিছানায় সে। দেখে পিয়োতর্ বললে,

'আমাকে ব্যবসা দেখতে হয়। একটা কারখানা চালানো আর গম কি আলু বোনায় অনেক তফাৎ। এ এক জটিল সমস্যা। আর তোমাকে কি ভাবতে হয় শুনি?'

গম্ভীর হোয়ে আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত এই সব সূক্ষ্ম কথায় পৌঁছাবে এই ছিল পিয়োতরের চেষ্টা। কিন্তু নাতালিয়া সমানেই পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় পিয়োতরের কণ্ঠস্বর এইবার করুণ হোয়ে উঠল।

'একটা কারখানা ত সহজ জিনিষ নয়,' আবার বললে সে। কথা আর মুখে জোগাচ্ছে না পিয়োতরের; আর বলবেই বা কি সে

বউকে বুঝতে পারছে না। বউ তার দিকে পেছন ফিরে বিছানা দোলাতে দোলাতে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় টাইখনের শান্ত আহ্বান বাঁচিয়ে দিলে পিয়োতব্‌কে।

'পিয়োতব্‌ ইলাইচ! শুনছ!'

জানলাব কাছে গিযে ব'ললে পিয়োতব্‌, 'কি হয়েছে?'

'বাইরে এস,' যেন হুকুম করলে টাইখন।

'একটা চাষা!' বিড়্‌বিড়্‌ কোরে উঠলে পিয়োতব্‌। ভর্ৎসনা কোরে বললে বউকে, 'দেখছ ত, রাতেও আমার একটু বিশ্রামের উপায় নেই আর তুমি অকাবণে গোলমাল সুরু করেছ······'

সামনের দরজার সিড়ির ওপরেই টাইখনের সঙ্গে দেখা। তার মাথায় টুপী নেই, চোখে মিটির মিটির চাউনি। চাঁদের আলোর ভরা উঠোনের চারিদিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে বললে,

'নিকিটা ইলাইচ গলায দড়ি দিয়েছিল; ফাঁস খুলে এইমাত্র নামিয়ে বেখে এলাম।'

'কি খুলে?'

মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে এমনিভাবে সিঁড়ির ওপর ধপ্‌ কোরে বোসে পড়ল পিয়োতব্‌।

'বোসো না, চলো। সে দেখা করতে চায় তোমার সঙ্গে·····।'

'কেন করল এ-কাজ? এঁ্যা?' না উঠে ফিস্‌ফিস্‌ কোবে জিজ্ঞাসা করল পিয়োতব্‌।

'খানিক জল ছিটিয়ে দিতে সামলেছে এখন। এস·· ······'

মনিবেব কনুই ধোরে তুলে টাইখন তাকে নিয়ে চলল বাগানের দিকে:

'পাশের ছোট ঘরটার বরগায় দড়ি বেঁধে ·······'

সেইখানেই শক্ত হোয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে পিয়োতব্‌ আবার বললে,

'কেন করলে এ-কাজ? বাবার শোকে? না আর কোনো কারণে?'

টাইখনও দাঁড়িয়ে গেল।

'ওঁর রুমালে চুমো খাওয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল নিকিটা।'

'কার রুমালের কথা বলছ?'

খালি পায়ে মাটির স্পর্শ নিতে নিতে টাইখনের কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইল পিয়োতর্। ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে কুকুরটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে লেজ নাড়তে লাগল। ভাইকে দেখতে যেতে ভয় লাগছে পিয়োতরের। গিয়েই বা সে কি করবে? বলবেই বা কি?

বিড়্‌বিড়্‌ কোরে উঠল মজুর, 'তোমার কপালের ওপর চোখ নেই দেখছি।' টাইখন আরও কিছু বলবে এই অপেক্ষায় রইল পিয়োতর্।

'নাতালিয়া যেভসেভনার রুমালের কথা বলছি। কেচে সেগুলো এইখানে মেলে দেওয়া থাকত কি না।'

'কিন্তু চুমো খেত কেন?·········দাঁড়া এইখানে।'

কুকুরটাকেই তার বউ-এর রুমালে চুমো-খাওয়া ভাই-এর বেঁটে কুঁজো মূর্তি মনে কোরে পিয়োতর্ মারলে এক লাথি। সমস্ত ব্যাপারটাই এত হাস্যকর যে ঘৃণাভরে থুতু ফেলতে লাগল সে। কিন্তু পর মুহূর্তেই তীব্র সন্দেহে মজুরের কাঁধ ধোরে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে পিয়োতর্ দাঁতে দাঁতে চেপে

'ওরা চুমো খাওয়া-খাওয়ি করেছে, না? তুমি দেখেছ,—বল আমাকে!'

'আমি সবি দেখতে পাই। নাতালিয়া যেভ্‌সেভ্‌না এ সবের কিছুই জানে না।'

'মিথ্যে কথা!'

'তোমার কাছে মিথ্যে কথা বোলে আমার লাভ? আমি ত কিছু পেতে চাই না তোমার কাছ থেকে।'

কুড়ুল দিয়ে অন্ধকার ঘরে গর্ত কেটে আলো ঢোকাবার মত কয়েকটি কথায় মনিবকে সে নিকিটার দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়ে দিলে। পিয়োতর্ বুঝল টাইখন সত্যি কথাই বলছে। বহুদিন থেকেই ভাই-এর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি, নাতালিয়ার এ কাজটা সে কাজটা কোরে দেওয়া, ছোটখাটো জিনিষে বৌদির জন্যে তার ক্রমান্বয়ে উৎকণ্ঠায় ভারি অস্বস্তি পেয়েছে পিয়োতর্, ভেতরের কথাও বুঝতে পেরেছে সবি।

'তাহলে এই ব্যাপার,' ফিস্‌ফিস্ কোরে উঠল সে। তারপরে যেন সবাক চিন্তা কোরে গেল পিয়োতর্, 'আর আমি এতদিন লক্ষ্য করার অবকাশই পাই নি।'

টাইখনকে সামনে ধাক্কা দিয়ে বললে:

'চল, যাওয়া যাক!'

নিকিটার চোখ যাতে প্রথমেই তার ওপর না পড়ে সেইজন্যে স্নানের বাড়ীর নীচু দরজা দিয়ে ঢুকে অন্ধকারে ভাইকে দেখতে পাওয়ার আগেই কম্পিত স্বরে টাইখনের পেছন থেকে জিজ্ঞাসা করল পিয়োতর্:

'কি করছিস্ নিকিটা?'

কুঁজো উত্তর দিল না। জানলার ধারে বেঞ্চির ওপর মৃদু আলো এসে পড়েছে নিকিটার পেট আর পায়ের ওপর—তাকে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। তারপর পিয়োতর্ দেখতে পেল নিকিটা মাথা নীচু কোরে দেয়ালে কুঁজ ঠেকিয়ে বোসে রয়েছে। গায়ের সার্টটা সামনে গলা থেকে নীচে পর্যন্ত ছিঁড়ে দু ভাগ কোরে দেওয়ায় কুঁজে লেপটে রয়েছে জলে ভিজে। চুলও ভিজে গিয়েছে আর গালের ওপর জোমে-যাওয়া রক্ত এখনও চিক্ চিক্ করছে আলোয়।

'রক্ত! নিজেকেই নিজে মেরেছে নাকি?' ফিস্ ফিস্ কোরে জিজ্ঞাসা করলে পিয়োতর্।

পাশে সোরে যেতে যেতে টাইখন বোকার মত চেঁচিয়ে উত্তর দিলে,

'না, তাড়াতাড়িতে আমিই একটু লাগিয়ে দিয়েছি।'

ভাই-এর কাছে যেতে ভীষণ ভয় লাগছে পিয়োতরের। কান টানতে টানতে সে অনর্গল অভিযোগ আর তিরস্কার কোরে যেতে লাগল। নিজের কথারই প্রতিধ্বনি এল তার কানে আর কারও কণ্ঠ-স্বরের মত।

'এ যে লজ্জার কথা; এ যে পাপ, নিকিটা। এঃ, তুই যে আর মুখ দেখাতে দিলি না!.........'

'আমি জানি,' উত্তর দিল নিকিটা ভাঙা গলায়—সে গলা যেন নিকিটার নয়। 'আর সহ্য করতে না পেরেই করেছি। আমাকে ছেড়ে দাও তুমি; আমি কোনো মঠে চোলে যাই। শুনছ? অনুনয় কোরে বলছি তোমাকে.........'

শীস্ দিয়ে কেশে উঠে আবার চুপ কোরে গেল সে।

পিয়োতরের মনে আঘাত লাগল। তাই আবার বকতে স্থুরু করলেও সে বকতে লাগল আর একটু কোমল সদয় কণ্ঠে।

'আর এই নাতালিয়ার ব্যাপারটা: এ কি শয়তানের প্রলোভন নয়.........'

বেদনায় কুঁথিয়ে কেঁদে উঠল নিকিটা 'ওঃ টাইখন! তোমাকে কাউকে কিছু না বলতে বলেছিলাম, ক্রাইষ্টের নাম নিয়ে বলেছিলাম। সে শুনে উপহাস করবে আর চটবে। তবু তোমরা নিষ্ঠুর হোয়ো না আমার ওপর। সারাজীবন আমি তোমাদের ভালোর জন্যেই ভগবানকে ডাকব। তাকে কিছু বোলো না—কখনও না। সব তুই

মজালি টাইথন। ওঃ, কি বদমাইস্ তুই।······’

মাথাটাকে অস্বাভাবিক খাড়া কোরে বোসে সে আপন মনে বো ক যেতে লাগল। দেখলেও ভয় লাগে।

মজুব বলগে, ‘এ না ঘটলে আমি কিছু বলতাম না। নাতালিয়া আমার কাছ থেকে কিছুই জানতে পাববে না।’

পিয়োতবেব হৃদয় কোমল থেকে কোমলতর হোয়ে উঠছিল। এই কথায় সে উত্তেজিত হোয়ে উঠে শপথ কবল যে নাতালিয়া এ সম্বন্ধে কিছুই জানতে পাববে না।

‘ব্যস, ব্যস, ধন্যবাদ। আমি কোনো মঠে চোলে যাব।’

যেন ঘুমিয়ে পড়ল এমনি ভাবে চুপ কোরে গেল নিকিটা।

‘ব্যথা লাগছে না কি?’ জিজ্ঞাসা কবল পিয়োতব্।

উত্তর না পেয়ে আবার শুধোল,

‘ঘাড়ে লাগছে না কি?’

‘ও কিছু নয়। তোমরা যাও।’ ভাঙা গলায় বললে নিকিটা।

টাইথনের পাশ দিয়ে পেছনে দরজার দিকে যেতে যেতে পিয়োতর্ তার কানে কানে বোলে গেল, ‘ওকে একা ফেলে যেও না।’

বাগানে ভিজে মাটির সদ্যোত্থিত সুরভি। পিয়োতব্ প্রাণ ভোরে নিঃশ্বাস নিতেই যত অস্বস্তিকব ভাবনায় তার মনেব একটু আগের স্নেহ-কোমলতাটুকু উবে গেল। আস্তে চলতে লাগল সে যাতে পায়ের নীচেব নুড়িগুলো বেজে উঠে নির্জনতা ভঙ্গ না করে। সমস্যাব সমাধানের জন্যে নির্জনতা চাই পিয়োতবেব। দুর্ভাবনার সংখ্যায় কিন্তু ভয় লেগে গেল তার। সেগুলো তাব মনের মধ্যে থেকে ত উঠছে না—বাইরের অন্ধকার রাত্রিব ভেতর থেকে বাদুরের মত উড়ে এসে দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা এমন ক্ষিপ্র বেগে এ ওব ঘাড়ে এসে পড়ছে যে সেগুলোকে ধোরে ভাষায় স্পষ্ট করার সময় পর্যন্ত পাচ্ছে না পিয়োতব্। যে টুকু

ধরতে পারছে সে টুকু কেবল দড়ির আর ফাঁসের জটিল বুনোন—তাকে, নাতালিয়াকে, এ্যালেক্সি, নিকিটা আর টাইখনকে পাকে পাকে জড়িয়ে—এ যেন এক জটিল নৃত্যের ঘূর্ণিতে সবাই বোঁ বোঁ কোরে পাক খাচ্ছে, চেনা কাউকেই যাচ্ছে না। আর এই ঘূর্ণা-চক্রের মাঝখানে পিয়োতর্ একা দাঁড়িয়ে। অবশ্য এই চিন্তা-চক্রকে যে ভাষায় সে প্রকাশ করলে সে অতিশয় সহজ, সরল।

'শাশুড়ীকে এসে আমাদের সঙ্গে বাস করতে হবে আর এ্যালেক্সিকে চোলে যেতে হবে। এত লোকে যখন নাতালিয়াকে ভালোবাসে তখন ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তবে ও যে গলায় দড়ি দিল সে কখনও ভালোবাসার জন্যে নয়, হতভাগা বোলে। মঠে চোলে যাচ্ছে ভালোই হচ্ছে। সংসারে ওর কিই-বা করবার আছে। হ্যাঁ, চোলে যাওয়াই ভালো। টাইখনটা হাঁদা। ওর এ সব কথা আমাকে আগেই বলা উচিত ছিল।'

মনের যে অপ্রকাশিত, ভাষা-এড়িয়ে-যাওয়া চিন্তাপুঞ্জ পিয়োতরকে উদ্বিগ্ন, ভীত কোরে তোলার ফলে সে ভিজে ঘন রাত্রির অন্ধকারে সাবধানে চোখ মেলে বসেছিল সেগুলোর সঙ্গে কিন্তু এই কথাগুলোর কোনো সম্বন্ধ নেই। বাতাস ডাঁশের গুঞ্জনে ভরপুর। দূরের কারখানা-পল্লী থেকে, অন্ধকারে চক্‌চকে স্বল্পতোয়া নদীর কলধ্বনির মত, ভেসে আসছে গানের করুণ-ধ্বনির রেশ। পিয়োতর্ আর্টামোনোব দেখলে এই আশঙ্কাকে গলা টিপে না মারলেই নয়—এই উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলতেই হবে। নিজের ঘরের জানলার নীচে লাইলাক-ঝোপের কাছে যে সে এসে পড়েছে এ পিয়োতর্ লক্ষ্যই করে নি; অনেকক্ষণ ধোরে সে কৃষ্ণবর্ণ মাটির দিকে চেয়ে বোসে রইল, দুই কনুই দুই হাঁটুর ওপর দিয়ে হাতের তালুতে মুখ রেখে। তার পায়ের তলায় কম্পমান স্তনিত পৃথিবী তারি ভারে বুঝি ভেঙে পড়বে এখনি।

'তবু নিকিটা এই বেলে-মাটিতে বাগান করলে কি কোরে?' ভাবলে পিয়োতর্‌। 'মঠে গিয়েও ও নিশ্চয়ই মালীর কাজ করবে। খুব ভালো হবে ওর পক্ষে।'

নাতালিয়া যে এগিয়ে আসছে এ সে লক্ষ্য করে নি। তার শাদা মূর্তি সামনে যেন মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেই ভয়ে চোমকে উঠল পিয়োতর্‌। স্ত্রীর পরিচিত কণ্ঠস্বরে শেষে আশ্বস্ত হোল খানিকটা।

'যীশুর দোহাই, আমাকে ক্ষমা করো। অন্যায় কোরে কু-কথা ....'

'আরে, তাতে কি হয়েছে। ভগবান তোমায় ক্ষমা করবেন। আমিও ত তোমাকে কু-কথা বলেছি,' উদার হৃদয়ে বোলে ফেলল পিয়োতর্‌। বউ যে এগিয়ে এসেছে আর তাকে যে মিষ্টি কথা হাৎড়ে বেড়াতে হয় নি ঝগড়া মেটাবার জন্যে এতেই খুসী হোয়ে উঠল পিয়োতর্‌।

তবু দ্বিধাভরে বউ যখন পাশে এসে বসল তখন সান্ত্বনার কথা দুটো বোলতে হল তাকে ঃ

'বুঝি, তোমার ভালো লাগে না। আমোদ-প্রমোদের স্থান আমাদের বাড়ীতে নেই। কি নিয়ে আনন্দ করবে এখানে?' বাবা কাজে আনন্দ পেতেন; দেখা গেল তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। মানুষ ত কেবল বোসে থাকবার জন্যেই মানুষ নয়। ভদ্দর লোক আর ভিখিরীরা ছাড়া সকলকেই খেটে খেতে হয়। প্রত্যেকেই বেঁচে আছে কাজ করবার জন্যে; আর কিছুর জন্যে বেঁচে আছে কি না, জীবনের আর কোনো লক্ষ্য আছে কি না তা এখনও বুঝতে পারিনি।'

বেশী বোলে ফেলবার ভয়ে সতর্ক হোয়ে কথা বলছে পিয়োতর্‌; নিজেরি কানে আসছে নিজের গলা, বেশ বনিয়াদি মালিক ব্যবসাদারের মত কথা বলছে ত সে। তবু তার কথা গুলো যেন অন্তর থেকে আসছে না—

মনের গূঢ় ভাবকে প্রকাশ না কোরে, তাকে ভেদ না করতে পেরে শুধু ওপর ওপর ছুঁয়ে চোলে যাচ্ছে। গর্তের ধারেই যেন বোসে আছে পিয়োতর্—পরমুহূর্তেই কেউ ঠেলা দিয়ে তাকে ফেলে দিয়ে কানে কানে বোলে দেবে কথা শেষ হলে:

'কই সত্যি কথা ত বলছ না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে স্ত্রী তার কাঁধে মাথা রেখে বললে কানে কানে:

'চিরকালের জন্যে তুমি আমার। এ কথা কেন তুমি বোঝো না?'

বাহু দিয়ে বেষ্টন কোরে বৌকে আলিঙ্গন করল পিয়োতর, মন দিয়ে শুনল তার ব্যাকুল কথা কানে কানে।

'অন্যায় এ কথা না বোঝা। একটা মেয়েকে তুমি বিয়ে করলে তারপর তার ছেলেপিলে হল। কিন্তু তুমি আমাকে যেটুকু ভালোবাসো তাতে আমার তোমার কাছে থাকাও যা একেলা থাকাও তাই। এ অন্যায়, পেত্যা। আমার চেয়ে আপনার তোমার কে আছে? তুমি কষ্টে পড়লে আমার চেয়ে বেশী ব্যথা আর ত কেউ পাবে না।'

নাতালিয়া যেন তাকে আকাশে তুলে বাতাসের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিলে—সহজেই তার একটু আগের প্রতিশ্রুতি ভেঙে দিয়ে সুখ এনে দিলে মনে।

'নিকিটাকে কথা দিয়েছি কিছু বলব না কিন্তু বলতেই হবে।' স্নিগ্ধ চিন্তায় গা ঢেলে দিয়ে প্রায় কৃতজ্ঞ হয়েই বোলে ফেলল পিয়োতর্।

মজুরের কাছ থেকে যা যা শুনেছিল সবি তখন সে তাড়াতাড়ি বোলে গেল নাতালিয়াকে।

'বাগানে শুকোবার সময় তোমার রুমাল গুলোতে চুমো খেত নিকিটা; একেবারে বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছিল আর কি। তুমিও কিছু জানতে পারো নি, কি লক্ষ্য করো নি, এই ভারি আশ্চয্যি।'

পিয়োতরের বাহুর নীচে কেঁপে উঠল নাতালিয়া।

'নিকিটার জন্যে ওর মন খারাপ হল না কি?' ভাবলে পিয়োতর্। ব্যস্ত হয়ে উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিলে নাতালিয়া:

'আমার সম্বন্ধে ওর আগ্রহ জন্মেছে এ আমি লক্ষ্যই করি নি। উঃ, পাজিটা কি ঠগ; কুঁজোগুলো যে চতুর হয় এ ত জানা কথা।'

'সত্যিই ওকে দেখতে পারে না, না, ভাণ করছে?' নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে পিয়োতর্। নাতালিয়াকে মনে করিয়ে দিল,

'তোমার সঙ্গে সে ভালো ব্যবহার করত।'

প্রতিবাদ করলে নাতালিয়া, 'করত তাতে কি? তুলুনও ত ভালো ব্যবহার করত।'

'তবু............তুলুন একটা কুকুর।'

'তাই বুঝি তুমি তাকে কুকুরের মত আমার ওপর গোয়েন্দা রেখেছ এ্যালেক্সির হাত থেকে সামলানোর জন্যে। সব বুঝেছি আমি। ওঃ কি ঘেন্না লাগে ওকে আমার। দেখলে যেন গা বমি দেয়........'

গা দপ্ দপ্ করছে নাতালিয়ার; রাত্রি-বাসের ওপর আক্ষিপ্ত আঙ্গুলের টান পড়ছে এলোমেলো; পিয়োতরের বুঝতে বাকী নেই যে নাতালিয়া ক্রুদ্ধ, বিপর্যস্ত হোয়ে পড়েছে। তবু তার কাছে বৌ-এর এই উত্তেজনা অত্যধিক, অবাস্তব বোলে মনে হচ্ছে। সে তাই চূড়ান্ত আঘাত করল নাতালিয়াকে।

'নিকিটা গলায় দড়ি দিয়েছিল। টাইখন তার গলার ফাঁস খুলে দিয়েছে। সে শুয়ে আছে চানের বাড়ীতে।'

শুনেই নরম হোয়ে গেল নাতালিয়া। স্বামীর হাত থেকে গোলে পোড়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল সে, অনিরুদ্ধ আতঙ্কে

'না, না, কি বলছ তুমি? ও, মা, সে কি কথা।.....'

পিয়োতর ঠিক কোরে ফেললে, 'তার মানে এতক্ষণ ও ভাণ করছিল।' নাতালিয়া যেন কপালে আঘাত পেয়ে পেছন দিকে ঠেলে

দিল নিজের মাথাটা।

রেগে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিস্‌ফিস্ কোরে বললে সে,

'আমাদের কি হবে? বাবা মারা গেল বোলেই পঞ্চায়েতী বিচার থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছে। তা না হোলে? এই এখন আবার লোকে কত কি বোলতে সুরু করবে। হায় কপাল, কি করেছি আমরা এঁ্যা? এত কষ্ট কেন? এক ভাই গলায় দড়ি দেবার চেষ্টা করল আর এক ভাই গোপনে রক্ষিতাকে বিয়ে করল। এ সবের মানে কি? আঃ, নিকিটা ইলাইচ্, এ কাজ করতে একটু লজ্জা লাগল না? যাক্, সবাইকে যে মজিয়েছ এই জন্যেই তোমাকে ধন্যবাদ! অকৃতজ্ঞ পাজি কোথাকার!'

ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৌ-এর কাধে বার কয়েক জোরে হাত বুলিয়ে দিলে পিয়োতর, বললে,

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই; কেউ জানতে পারবে না। নিকিটার বন্ধু বোলে টাইথন কাউকে কিছু বলবে না। আর ও এখানে কাজ কোরে মনের আনন্দেই আছে, ঘরের কথা ফাঁস করবে না। নিকিটা কোনো মঠে চোলে যেতে রাজী হয়েছে·······'

'কবে?'

'তা জানি না।'

'ওঃ, তাঁড়াতাড়ি গেলে বাঁচি। ওর মুখের দিকে আর তাকাব কেমন কোরে?'

একটু থেমে প্রস্তাব করল পিয়োতর্, 'একবার গিয়ে দেখা কোরে এস না। একটু উঁকি মেরে এস।'

সর্পদষ্টের মত লাফিয়ে উঠল নাতালিয়া, প্রায় চীৎকার কোরে উঠল,

'না, না, আমায় পাঠিও না! যেতে পারব না আমি। আমার

ভয় করছে।'

'কিসের ভয়,' তখনি শুধোল পিয়োতর্।

'যে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছে তাকেই ভয়। তুমি যা খুসী করো আমি যাব না। ভয় করলে কি করব?'

উঠে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে বললে পিয়োতর্, 'তাহলে চলো শোওয়া যাক্। একদিনের মত যথেষ্ট কষ্ট পাওয়া গিয়েছে।'

স্ত্রীর পাশে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে যেতে পিয়োতর্ বুঝলে যে আজকের দিনটা তার ভালও করেছে মন্দও করেছে। আজ সে বুঝতে পেরেছে যে পিয়োতর্ আর্টামোনোবকে এতদিন সে যা ভেবে এসেছে তার থেকে সে ভিন্ন প্রকারের ব্যক্তি। যে তার মনের শান্তির ব্যাঘাত করেছে এইমাত্র তাকে চতুর বঞ্চনা করতে পেরে নিজেকে তার বিজ্ঞ, কৌশলী বোলে বিশ্বাস জন্মাল।

বউকে সে বললে, 'অবশ্য তুমিই আমার সব চেয়ে আপনার। তোমার চেয়ে আপনার আর কে হোতে পারে। সেইটুকু তুমি বুঝলেই আর কোনো গণ্ডগোল থাকে না।'

বেলে পথ ঘন শিশিরে ভিজে কালো হয়ে উঠেছে। বারো দিন পরে একদিন প্রত্যুষে একটা লাঠি হাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলেছে নিকিটা, কুঁজের ওপর একটা চামড়ার ব্যাগ। আত্মীয়েরা তাকে যে বিদায় দিয়েছে সেই কথা ভুলবার জন্যেই যেন সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যেতে চায়। আত্মীয়েরা সকলেই রাতে না ঘুমিয়ে রান্নাঘরের পাশে খাবার ঘরে জড়ো হোয়ে ফিটফাট হোয়ে বোসে এত সন্তর্পণে কথা বলেছে যে তার জন্যে কারও মনে এতটুকু সহানুভূতি নেই এ আর গোপন থাকে নি। একটা বেশ ভালো চাল চেলেছে এমনি সদয়, এমন কি প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল পিয়োতর্‌কে।

দু দুবার সে বললে, 'নিজেদের পরিবারেরই একজন সাধু হোল

এইবার—সকলের হোয়েই প্রার্থনা করবে।'

সকলের প্রতি অতিশয় মনোযোগ দিয়ে হেলাভরে চা ঢেলে দিচ্ছে নাতালিয়া। তার ইঁদুরের মতো কান এত লাল হোয়ে উঠেছে যে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি মাড়িয়ে দিয়েছে। কপালে তার ভ্রূকুটি। বারে বারেই সে ঘর ছেড়ে চোলে যাচ্ছে। উলিয়ানা চিন্তিত, নির্বাক হোয়ে বোসে মুখে আঙুল ভিজিয়ে ভিজিয়ে কপালের ওপরকার পাকা চুল মসৃণ করছে। স্বভাবতই স্থির এ্যালেক্সিই কেবল একটু উত্তেজিত হোয়ে উঠেছে। কাঁধ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে সমান সে জিজ্ঞাসা করছে:

'মঠে যাবার কথা কখন ঠিক করলে নিকিটা? হঠাৎ না কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না..............'

ওল্গা ওর্লোবা ক্ষুদ্রকায়া, তীক্ষ্ণনাসা। সে এ্যালেক্সির পাশে বোসে কালো ভুরু কেবলি তুলে তুলে এমন চোখে অভদ্রের মত দেখছিল সকলকে যে নিকিটার একেবারেই ভালো লাগে নি। মুখের তুলনায় চোখ দুটো তার বড্ড বড়ো, মেয়ে মানুষের চোখ হিসেবে বড্ড তীক্ষ্ণ, পিট্‌পিট্‌ও করে কেবলি।

এদের মধ্যে বোসে থাকতে থাকতে দোমে গেল নিকিটার মন; কেবলি ভীরু চিন্তা আসতে লাগল মনে:

'পিয়োতর্ ঝপ্ কোরে বোলে দেবে সকলকে। তাড়াতাড়ি চোলে যেতে পারলে বাঁচি..............'

প্রথমে বিদায় জানাল পিয়োতর্। সে এগিয়ে এসে আলিঙ্গন কোরে কম্পিত অবশ্য সুউচ্চ কণ্ঠে বলল:

'তাহলে ভাই, বিদায়।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে উলিয়ানা,

'কি করছ? চুপ কোরে বোসে প্রার্থনা কোরে তবে ত বিদায় দিতে হবে।'

এ সবি তাড়াতাড়ি শেষ হোল; পিয়োতর্ আবার উঠে তার কাছে গিয়ে বললে 'আমাদের ক্ষমা করো। জমা টাকা যা আছে তা যখনি দরকার হবে লিখলেই পাঠিয়ে দেব। শরীরকে বেশী কষ্ট দিও না। আচ্ছা, এস তাহলে। প্রার্থনা কোরো বেশী কোরে আমাদের জন্যে'

বাইমাকোবা তার মাথার ওপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে তিনবার চুমো খেল গালে আর কপালে; তারপর কি জানি কেন কাঁদতে সুরু করলে। এ্যালেক্সি উঠে এসে করল আন্তরিক আলিঙ্গন, তার চোখের দিকে চেয়ে বললে,

'মঙ্গল হোক্ তোমার। প্রত্যেকেই আমরা নিজের পথে চোলব। তবে এমন হঠাৎ কেন যে তুমি এই সিদ্ধান্ত করলে তা বুঝতে পারছি না।'

সব শেষে এল নাতালিয়া কিন্তু কাছে এল না। বুকে হাত চেপে মাথা নুইয়ে নমস্কার করলে সে, বললে কোমল স্বরেঃ

'বিদায়, নিকিটা ইলাইচ·········.'

তিনটি সন্তানকে মাই খাওয়ানো সত্ত্বেও নাতালিয়ার বুক তখনও কুমারীর মত দৃঢ়।

এই রকম কোরে সবার বিদায় নেওয়া হোলে ওল্গা ওর্লোবা উঠে এসে নিজের কাঠের মত শক্ত গরম হাতখানা ঢুকিয়ে দিল নিকিটার হাতের মধ্যে। কাছ থেকে তার মুখ আরও বেশী খারাপ দেখায়।

বোকার মত সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি সত্যিই সাধু হোতে যাচ্ছ?' জনা চল্লিশ তাঁতি উঠোনে বিদায় নিল নিকিটার কাছে। কালা বুড়ো বোরিস মোরোজোব মাথা নেড়ে চীৎকার কোরে বললঃ

'সৈন্যেরা আর সাধুরা জগতের শ্রেষ্ঠ সেবক। এই বোলে দিলাম এক কথা।'

বাপের সমাধির ওপর একবার শেষ দৃষ্টিপাত করবার জন্যে সমাধিক্ষেত্রে এল নিকিটা; কোনো প্রার্থনা না কোরে নতজানু হোয়ে বোসে নিজের জীবনের গতির কথা ভাবতে লাগল। সূর্য উঠল, প্রশস্ত কৌণিক ছায়া এসে পড়ল সমাধির সবুজ তৃণভূমির ওপর—খিটখিটে কুকুর তুলুনের আবাসের মত দেখতে ছায়াটা। ভূমিতে মাথা নত কোরে বললে নিকিটা:

'বাবা, আমায় ক্ষমা করো।'

প্রভাতের অপার্থিব স্তব্ধতায় নিষ্প্রাণ, ভাঙা শোনাল নিকিটার গলা। একটু চুপ কোরে থেকে উচ্চতর কণ্ঠে বললে সে আবার:

'বাবা, আমায় ক্ষমা করো।'

কান্নায় ভেঙে পড়ল নিকিটা, একেবারে মেয়েমানুষের মত। তার সেই স্বচ্ছ তরল কণ্ঠের আজ এ কী দশা হয়েছে!

সমাধিক্ষেত্র থেকে মাইল খানেক যেতেই হঠাৎ তার চোখে পড়ল টাইখন পথের ধারে ঝোপের মধ্যে কাঁধে কোদাল আর কোমরে কুড়ুল নিয়ে চৌকিদারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'চললে না কি?' সে জিজ্ঞাসা করলে।

'হ্যাঁ; তুমি এখানে কি করছ?

'আমার গুমটিঘরের জানলার নীচে পুঁতব বোলে একটা পাহাড়ে এ্যাশের চারা তুলতে এসেছি।'

নির্বাক হোয়ে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ; তারপর টাইখন তার চোরের মত চোখ সরিয়ে নিল।

'চলো; তোমার সঙ্গে যাব খানিকটা।'

তাদের পথ-চলার নিস্তব্ধতা ব্যাহত হোল টাইখনের মন্তব্যে

'কি ভয়ানক শিশির পড়ছে! এতে শুধু ক্ষেতিই হবে। ধরা হোয়ে ফসল নষ্ট হবে।'

'ভগবান করুন তা যেন না হয়।'

টাইথন বায়ালোব কি একটা অস্পষ্ট মন্তব্য করলে।

সব সময়েই অত্যন্ত বিরক্তিকর কিছু বলবে টাইথন এই নিকিটা আশা করে। তাই ভয়ে জিজ্ঞাসা কোরে উঠল, 'কি বললে?'

'আমি বললাম, বোধ হয় ভগবান তা করবেন না।'

নিকিটা কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে মজুরটা প্রথমে যা বোলেছিল তা আর দ্বিতীয়বার বোলতে চায় না।

তাই সে তিরস্কার কোরে উঠল, 'কি বললে? ভগবান মঙ্গলময় এ তুমি বিশ্বাস করো না?'

'কেন করব?' টাইথন শান্ত হোয়ে উত্তর দিলে। 'এখন দরকার জলের; এই শিশিরে বেঙের ছাতাগুলোর ক্ষেতি হবে। যে ভালো মনিব হবে সে ঠিক সময়ে আমাদের ঠিক জিনিষটি দেবে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লে নিকিটা।

'ও রকম কোরে ভাবা উচিত নয়, টাইথন।'

'তবু এই ত ঘটছে। আমি যা ভাবছি তাই ত সত্যি। শুধু চোখে দেখে আমি ভাবি নে।'

আবার তারা চলল গজ পঁচিশেক নিঃশব্দে। নিজের পায়ের কাছে প্রশস্ত ছায়ার ওপর নিকিটার দৃষ্টি নিবদ্ধ আর বায়ালোব নিজেদের চলার তালে তালে কুড়ুলের কাঠের বাঁটে মারছে টোকা।

'বছর খানেকের মধ্যেই তোমাকে একবার দেখতে যাব, কি বল নিকিটা ইলাইচ্‌?'

'হ্যাঁ এস। তুমি বেশ মজার লোক।'

'সে কথা সত্যি।'

মাথা থেকে টুপী খুলে চুপ কোরে দাঁড়াল সে।

'তাহলে এস, নিকিটা ইলাইচ!' গাল চুলকে চিন্তিত মুখে সে

যোগ করলে

'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। তোমার মধ্যে বিনয় আছে। তোমার বাবা গতর খাটাতেন আর তুমি খাটাও মন। তুমি ধর্ম ভীরু ....'

নিজের লাঠিগাছা মাটিতে ফেলে কুঁজে নাড়া দিয়ে ব্যাগটা সোজা কোবে নিয়ে একটীও কথা না বোলে টাইথনকে আলিঙ্গন করলে নিকিটা।

গভীরতর আলিঙ্গন করতে করতে উচ্চ কণ্ঠে বলতেই লাগল টাইথন, 'আমি তাহলে যাব কিন্তু।'

'ধন্যবাদ।'

যেখানে রাস্তাটা হঠাৎ পাইন বনের মধ্যে মোড় নিয়েছে সেইখানে গিয়ে নিকিটা ফিরে তাকাল। টুপী বগলে, রাস্তার মাঝখানে কোদালের বাঁটে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে টাইথন—রাস্তা দিয়ে কাউকে যেতে দেবে না বোলে সে যেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ। সকালের হাওয়া তার শ্রীহীন মাথার চুলগুলি দিচ্ছে নেড়ে।

দূরে থেকে তাকে অনেকটা জরদগব এ্যানটোনুস্কার মত দেখাচ্ছে। জোরে পা চালাতেই নিকিটা আর্টামোনোবের মন অধিকার কোরে বসল এই অদ্ভুত জীবটা আর স্মৃতিতে জেগে উঠল তার বিরক্তিকর গানের সুর:

'ক্রাইস্ট গেলেন সর্গে, গেলেন চোলে,
খুলে গেল গাড়ীর চাকা, গেল খুলে ····'

প্রথম খণ্ড